

সূরা ১৬ নাহল, মাক্কী

১৬ - سورة النحل، مَكِّيَّة

আয়াত ১২৮, রুকু ১৬

(آيَاتُهَا : ১২৮, رُكُوعَاتُهَا : ১৬)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু
আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.

১। আল্লাহর আদেশ আসবেই;
সুতরাং ওটা ত্বরাশ্বিত করতে
চেওনা; তিনি মহিমান্বিত এবং
তারা যাকে শরীক করে তিনি
তার উর্ধ্বে।

۱. أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ
سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا
يُشْرِكُونَ

কিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়ার ঘোষণা

আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামাত নিকটবর্তী হওয়ার খবর দিচ্ছেন। কিয়ামাত সংঘটিত হবেই এবং এতে কোন সন্দেহ নেই। এ জন্যই তিনি অতীত কালের ক্রিয়া দ্বারা এই বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন :

أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ

মানুষের হিসাব নিকাশের সময় আসন্ন, কিন্তু তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। (সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ১) মহান আল্লাহ বলেন :

أَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ

কিয়ামাত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে গেছে। (সূরা কামার, ৫৪ : ১) এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

‘و’ তোমরা এই নিকটবর্তী বিষয়ের জন্য তাড়াহুড়া করনা।

সর্বনামটি হয়ত বা ‘আল্লাহ’ শব্দের দিকে ফিরেছে। তখন অর্থ হবে : তোমরা আল্লাহ তা‘আলার নিকট ওটা তাড়াহুড়া চেওনা। কিংবা ওটা প্রত্যাবর্তিত হচ্ছে ‘আযাব’ শব্দের দিকে। অর্থাৎ আযাবের জন্য ত্বরা করনা। দু’টি অর্থই পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَسْتَغْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لِّجَاءِهِمْ لَآلَعَذَابُ
وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْةٌ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. يَسْتَغْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ
لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ

তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; যদি নির্ধারিত সময় না থাকত তাহলে শাস্তি তাদের উপর এসে যেত। নিশ্চয়ই তাদের উপর শাস্তি আসবে আকস্মিকভাবে, তাদের অজ্ঞাতসারে। তারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করতে বলে; জাহান্নামতো কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করবেই। (সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৫৩-৫৪)

উকবাহ ইব্ন আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার নিকটবর্তী সময়ে পশ্চিম দিক হতে ঢালের মত কালো মেঘ প্রকাশিত হবে এবং ওটা আকাশের দিকে উঠতে থাকবে। অতঃপর ওর মধ্য হতে এক ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে : ‘হে লোকসকল!’ লোকেরা বিস্মিত হয়ে একে অপরকে জিজ্ঞেস করবে : ‘তোমরা কিছু শুনতে পেয়েছ কি?’ কেহ কেহ বলবে : ‘হ্যাঁ, পেয়েছি।’ আর কেহ কেহ এ ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে। আবার ঘোষণা দেয়া হবে এবং বলা হবে : ‘হে লোকসকল!’ লোকেরা সবাই একে অপরকে জিজ্ঞেস করবে : ‘তোমরা কিছু শুনতে পেয়েছ কি? এবার সবাই বলে উঠবে : ‘হ্যাঁ, শব্দ শুনতে পেয়েছি।’ তৃতীয়বার ঐ ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে : ‘হে লোকসকল! আল্লাহর প্রতিশ্রুত সেই হুকুম এসে গেছে। সুতরাং এখন আর তাড়াছড়া করনা।’ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! এমন দু’ ব্যক্তি যারা কাপড় ছড়িয়ে রেখেছে, তারা তা জড় করার সময় পাবেনা। কেহ হয়ত পশুর জন্য চৌবাচ্চা ঠিক করতে থাকবে, সেই পানি পান করাতে পারবেনা। দুধ দোহনকারী দুধ দোহন করে তা পান করার সুযোগ পাবেনা, কিয়ামাত হয়ে যাবে। লোকেরা শশব্যস্ত হয়ে পড়বে। (হাকিম ৪/৫৩৯)

এরপর আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় পবিত্র সত্তার শির্ক ও অন্যের ইবাদাত হতে বহু উর্ধ্বে থাকার বর্ণনা দিচ্ছেন। وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ বাস্তবিকই তিনি ঐ সমুদয় বিষয় থেকে পবিত্র এবং তা থেকে তিনি বহু দূরে ও বহু উর্ধ্বে রয়েছেন। ওরাই মুশরিক যারা কিয়ামাতকেও অস্বীকারকারী। তিনি মহিমাম্বিত এবং তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।

<p>২। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা নির্দেশ সম্বলিত অহীসহ মালাক/ফিরেশতা প্রেরণ করেন এই মর্মে সতর্ক করার জন্য, আমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই; সুতরাং আমাকে ভয় কর।</p>	<p>۲. يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ</p>
--	---

আল্লাহর যাকে ইচ্ছা তার মাধ্যমে তাওহীদের দা'ওয়াত দেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন : يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ এখানে روح দ্বারা অহী উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তি :

وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا

এভাবে আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি রূহ তথা আমার নির্দেশ; তুমিতো জানতেনা কিতাব কি ও ঈমান কি! পক্ষান্তরে আমি একে করেছি আলো যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি। (সূরা শূরা, ৪২ : ৫২)

এখানে মহান আল্লাহ বলেন : عِبَادِهِ আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে চাই নাবুওয়াত দান করি।

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

রিসালাতের দায়িত্ব কার উপর অর্পণ করবেন তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। (সূরা আন'আম, ৬ : ১২৪) যেমন তিনি বলেন :

اللَّهُ يَصْطَفِي مِمَّنِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِمَّنِ النَّاسِ

আল্লাহ মালাইকার মধ্য হতে মনোনীত করেন বাণীবাহক এবং মানুষের মধ্য হতেও। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৭৫) অন্যত্র তিনি বলেন :

يُلْقَى الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ
يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ
الْوَحْدِ الْقَهَّارِ

তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অহী প্রেরণ করেন স্বীয় আদেশসহ যাতে সে সতর্ক করতে পারে কিয়ামাতের দিন সম্পর্কে, যেদিন মানুষ বের হয়ে পড়বে। সেদিন আল্লাহর নিকট তাদের কিছুই গোপন থাকবেনা। ঐ দিন কর্তৃত্ব কার? এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ১৫-১৬)

এটা এ জন্য যে, **إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ** তিনি লোকদের মধ্যে আল্লাহর একাত্ববাদ ঘোষণা করবেন, মুশরিকদেরকে ভয় দেখাবেন এবং জনগণকে বুঝাবেন যে, তারা যেন আল্লাহকেই ভয় করে।

৩। তিনি যথাযথভাবে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন; তারা যাকে শরীক করে তিনি তার উর্ধ্বে।	<p>۳. خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ</p>
৪। তিনি শুরু হতে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। অথচ দেখ, সে প্রকাশ্য বিতভাকারী।	<p>۴. خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ</p>

আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন আকাশ, পৃথিবী এবং মানুষ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, উর্ধ্ব জগত ও নিম্ন জগতের সৃষ্টিকর্তা তিনিই। উর্ধ্ব আকাশ এবং বিস্তৃত ধরণী এবং এতোদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত মাখলুক তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এগুলি সবই সঠিক ও সত্য। এগুলি তিনি বৃথা সৃষ্টি করেননি।

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ

যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎ কাজ করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার। (সূরা নাজম, ৫৩ : ৩১)

তিনি অন্যান্য সমস্ত মা'বুদ থেকে মুক্ত ও পবিত্র এবং তিনি মুশরিকদের প্রতি অসন্তুষ্ট। তিনি এক ও শরীকবিহীন। তিনি একাকী সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা। সুতরাং তিনি একাই ইবাদাতের যোগ্য। তিনি মানব সৃষ্টির ক্রমধারা শুক্রেয় মাধ্যমে চালু রেখেছেন যা অতি তুচ্ছ ও ঘৃণ্য পানি মাত্র। যখন তিনি সবকিছু সঠিকভাবে সৃষ্টি করেন, অতঃপর যখন শক্তি-সামর্থ্য লাভ করে তখন মানুষ প্রকাশ্যভাবে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে এবং তারা তাদের রাব্ব সম্পর্কে তর্কে লিপ্ত হয় এবং রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করে। তাকেতো সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর বান্দা (দাস/ভৃত্য) হিসাবে, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য নয়। কিন্তু সে হঠকারিতা শুরু করে দেয়। যেমন অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ۚ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّكَ ظَهِيرًا

এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি হতে; অতঃপর তিনি তার বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। তোমার রাব্ব সর্ব শক্তিমান। তারা আল্লাহর পরির্বতে এমন কিছুর ইবাদাত করে যা তাদের উপকার করতে পারেনা, অপকারও করতে পারেনা; কাফিরতো স্বীয় রবের বিরোধী। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৫৪-৫৫) মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন :

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ. قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ

মানুষ কি দেখেনা যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্র বিন্দু হতে? অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতর্ভাকারী। আর সে আমার সম্বন্ধে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; বলে : অস্থিতে কে প্রাণ সঞ্চার করবে যখন ওটা পচে গলে যাবে? বল : ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি ওটা

প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৭৭-৭৯)

বুশর ইব্ন জাহ্‌হাশ্‌ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় হাতের তালুতে থুথু ফেলেন এবং বলেন, আল্লাহ সুবহানাল্‌ ওয়া তা‘আলা বলেন : ‘হে আদম সন্তান! তুমি কি করে আমাকে অপারগ করতে পার? অথচ আমি তোমাকে এইরূপ জিনিস হতে সৃষ্টি করেছি। খুব সুন্দরভাবে তুমি যখন সৃষ্টি হয়ে গেলে এবং পূর্ণতায় পৌঁছলে, তোমার পোশাক এবং ঘর বাড়ি পেয়ে গেলে তখন তোমার আয় করা অর্থ থেকে কেহকে কিছু দান করলেনা। অতঃপর যখন মৃত্যুমুখ লোকের প্রাণ কণ্ঠলগ্ন হয় তখন সে বলে : আমি দান-খাইরাত করতে চাই। কিন্তু দান-সাদাকাহ করার সময় তার অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। (আহমাদ ২/৪১০, ইব্ন মাজাহ ২/৯০৩)

৫। তিনি চতুস্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন; তোমাদের জন্য ওতে শীত নিবারক উপকরণ এবং আরও বহু উপকার রয়েছে; এবং ওটা হতে তোমরা আহাৰ্য পেয়ে থাক।

۵. وَاللّٰٓءَنَعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيْهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَاْكُلُوْنَ

৬। আর যখন তোমরা গোধূলি লগ্নে ওদেরকে চারণভূমি হতে গৃহে নিয়ে আসো এবং প্রভাতে যখন ওদেরকে চারণভূমিতে নিয়ে যাও তখন তোমরা ওর সৌন্দর্য উপভোগ কর এবং গৌরব অনুভব কর।

۶. وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ حِيْنَ تَرْحُوْنَ وَحِيْنَ تَسْرَحُوْنَ

৭। আর ওরা তোমাদের ভার বহন করে নিয়ে যায় দূরদেশে যেথায় প্রাণান্ত ক্লেশ ব্যতীত তোমরা পৌছতে পারতেনা;

۷. وَتَحْمِلُ اَنْقَالَكُمْ اِلٰى بَلَدٍ لَّمْ تَكُوْنُوْا بَلِيْغِيْهِ اِلَّا بِشَقِّ

তোমাদের রাব্ব অবশ্যই দয়ালু,
পরম দয়ালু।

الْأَنْفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ
لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ

পশু-পাখিও আল্লাহর সৃষ্টি, মানুষের উপকারের জন্য

আল্লাহ তা'আলা যে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন এবং ওগুলি থেকে যে মানুষ বিভিন্ন প্রকার উপকার লাভ করেছে সেই নি'আমাতের কথাই তিনি তাঁর বান্দাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। যেমন উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি, যার বিস্তারিত বিবরণ তিনি সূরা আন'আমের আয়াতে আট প্রকার দ্বারা দিয়েছেন। মানুষ ওগুলির পশম দ্বারা গরম পোশাক তৈরী করে, দুধ পান করে, গোশত খায় ইত্যাদি।

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ সন্ধ্যাকালে চারণ শেষে যখন ওগুলি ভরা পেটে মোটা স্তন ও উঁচু কুঁজসহ গৃহে ফিরে আসে তখন ওগুলিকে কতই না সুন্দর দেখায়। মহান আল্লাহ বলেন :

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ ওরা তোমাদের ভারী বোঝাগুলি পিঠের উপর বহন করে এক শহর হতে অন্য শহরে নিয়ে যায়। ওদের সাহায্য না পেলে সেখানে পৌঁছতে তোমাদের ওষ্ঠাগত প্রাণ হত। হাজ্জ, উমরাহ, জিহাদ, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির জন্য সফর করার কাজে ঐগুলিই ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ ঐ জন্তুগুলিই তোমাদেরকে এবং তোমাদের বোঝাগুলি বহন করে নিয়ে যায়। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেন :

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ
كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ

এই চতুষ্পদ জন্তুগুলির মধ্যেও শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। ওগুলির পেট থেকে আমি তোমাদের দুগ্ধ পান করিয়ে থাকি এবং ওগুলি দ্বারা বহু উপকার সাধন করি। তোমরা ওগুলির গোশতও আহার কর এবং ওগুলির উপর সওয়ারও হও। সমুদ্রে ভ্রমণের জন্য আমি নৌকাও বানিয়েছি। (সূরা মু'মিনুন, ২৩ : ২১-২২)
অন্য আয়াতে রয়েছে :

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّاتَّعَمَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ

আল্লাহই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, কতক আরোহণ করার জন্য এবং কতক তোমরা আহার করে থাক। এতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকার; তোমরা যা প্রয়োজন বোধ কর এটা দ্বারা তা পূর্ণ করে থাক এবং এদের উপর ও নৌযানের উপর তোমাদেরকে বহন করা হয়। তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন কোন নি‘আমাত অস্বীকার করবে? (সূরা মু‘মিন, ৪০ : ৭৯-৮১) এখানেও মহান আল্লাহ তাঁর নি‘আমাতগুলি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন :

إِنَّ رَبَّكُمُ لَرَوْوْفٌ رَّحِيمٌ তিনি তোমাদের সেই রাব্ব যিনি এই চতুষ্পদ জন্তুগুলিকে তোমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, তিনি তোমাদের প্রতি বড়ই স্নেহশীল ও দয়ালু। যেমন সূরা ইয়াসীনে তিনি বলেন :

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَلَائِكُونَ. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

তারা কি লক্ষ্য করেনা যে, নিজ হতে সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে তাদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি গৃহ পালিত জন্তু এবং তারাই ওগুলির অধিকারী। এবং আমি ওগুলিকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। ওগুলির কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা আহার করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৭১-৭২) অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ. لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

ঐ আল্লাহ তা‘আলাই তোমাদের জন্য নৌকা বানিয়েছেন এবং চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা ওগুলির উপর সওয়ার হও এবং তোমাদের রবের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর এবং বল : ‘তিনি পবিত্র যিনি এগুলিকে আমাদের অনুগত

করে দিয়েছেন, অথচ আমাদের কোন ক্ষমতা ছিলনা, আমরা বিশ্বাস করি যে, তাঁরই নিকট আমরা ফিরে যাব। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ১২-১৪)

لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ তোমাদের জন্য ওতে শীত নিবারক উপকরণ এবং আরও বহু উপকার রয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, دِفْءٌ এর ভাবার্থ কাপড়। আর مَنَافِعُ দ্বারা গোশত খাওয়া এবং দুধ পান করা ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে।

৮। তোমাদের আরোহনের জন্য ও শোভার জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন অশ্ব, খচ্চর, গর্দভ এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন অনেক কিছু যা তোমরা অবগত নও।

۸. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ
لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقَ مَا لَا
تَعْلَمُونَ

এখানে আল্লাহ তা‘আলা তাঁর আর একটি নি‘আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি সৌন্দর্যের জন্য এবং সওয়ারীর জন্য ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। এই জন্তুগুলি সৃষ্টির বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের উপকার লাভ। এই জন্তুগুলিকে অন্যান্য জন্তুগুলির উপর তিনি ফাযীলাত দান করেছেন এবং এ কারণে পৃথকভাবে এগুলির বর্ণনা দিয়েছেন।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম পালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার গোশত খেতে অনুমতি দিয়েছেন। (ফাতহুল বারী ৯/৫৭০, মুসলিম ৩/১৫৪১)

যাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন : ‘খাইবারের যুদ্ধের দিন আমরা ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা যবাহ করি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে খচ্চর ও গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেন, কিন্তু ঘোড়ার গোশত খেতে নিষেধ করেননি। (আহমাদ ৩/৩৫৬, ৩৬২; আবু দাউদ ৪/১৪৯, ১৫১)

আসমা বিন্ত আবু বাকর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপস্থিতিতে ঘোড়া যবাহ করে ওর গোশত খেয়েছি। ঐ সময় আমরা মাদীনায় অবস্থান করছিলাম। (মুসলিম ৩/১৫৪১)

৯। সরল পথ আল্লাহর কাছে পৌছায়, কিন্তু পথগুলির মধ্যে বক্র পথও রয়েছে; তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সকলকেই সৎ পথে পরিচালিত করতেন।

۹. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ
وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ
لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-আচরণের বর্ণনা

আল্লাহ তা‘আলা পার্থিব পথ অতিক্রমের উপকরণাদি বর্ণনা করার পর পারলৌকিক পথ অতিক্রমের উপকারের দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন। নৈতিক ও ধর্মীয় উৎকর্ষতা কিভাবে সম্ভব তা তিনি আলোচনা করেছেন। কুরআনুল কারীমের মধ্যে এ ধরনের অধিকাংশ বর্ণনা বিদ্যমান রয়েছে। বলা হয়েছে :

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ

আর তোমরা তোমাদের সাথে পাথেয় নিয়ে নাও। বস্তুতঃ উৎকৃষ্ট পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া বা আত্মসংযম। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৯৭)

يَبْنِيْءَ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَرِّى سَوَءَ تَكْمُ وَرِدْشًا ۖ وَلِبَاسُ
التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ

হে বানী আদম! আমি তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করার ও বেশভূষার জন্য তোমাদের পোশাক পরিচ্ছদের উপকরণ অবতীর্ণ করেছি। (বেশ-ভূষার তুলনায়) আল্লাহ্‌ভীতির পরিচ্ছদই হচ্ছে সর্বোত্তম পরিচ্ছদ। (সূরা আ‘রাফ, ৭ : ২৬) হাজ্জের সফরের পাথেয়ের বর্ণনা দেয়ার পর তাকওয়ার পাথেয়ের বর্ণনা দেয়া হয়েছে, যা পরকালে কাজে লাগবে। বাহ্যিক পোশাকের বর্ণনার পর তাকওয়ার পোশাকের উত্তমতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অনুরূপভাবে এখানে চতুষ্পদ জন্তুগুলির মাধ্যমে দুনিয়ার কঠিন পথ ও দূর দূরান্তের সফর অতিক্রম করার কথা

বর্ণনা করার পর আখিরাতের ও ধর্মীয় পথের বর্ণনা করছেন যে, সত্য পথ আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাত ঘটিয়ে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ

عَنْ سَبِيلِهِ

আর নিশ্চয়ই এই পথই আমার সরল পথ; এই পথই তোমরা অনুসরণ করে চলবে, এই পথ ছাড়া অন্য কোন পথের অনুসরণ করবেনা, তাহলে তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দূরে সরিয়ে নিবে। (সূরা আন'আম, ৬ : ১৫৩)

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ

এটাই আমার নিকট পৌছার সরল পথ। (সূরা হিজর, ১৫ : ৪১) আমি যে সরল সঠিক পথের কথা বলছি, সেটাই হচ্ছে দীন ইসলাম। এরই মাধ্যমে তোমরা আমার কাছে পৌছতে পারবে।

وَمِنْهَا جَائِرٌ কিছু পথগুলির মধ্যে বক্র পথও রয়েছে। বাকী অন্যান্য পথগুলি হচ্ছে ভুল ও অন্যায় পথ এবং মানুষের নিজেদের দ্বারা আবিষ্কৃত পথ। যেমন ইয়াহুদিয়াত, নাসারানিয়াত, মাজুসিয়াত ইত্যাদি। এরপর ঘোষণা করা হচ্ছে :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۚ إِلَّا

مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ

الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

আর যদি তোমার রাব্ব ইচ্ছা করতেন তাহলে বিশ্বের সকল লোকই ঈমান আনত। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৯৯)

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۚ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ

الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

এবং যদি তোমার রাব্বের ইচ্ছা হত তাহলে তিনি সকল মানুষকে একই মতাবলম্বী করে দিতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে। কিন্তু যার প্রতি তোমার রাব্বের অনুগ্রহ হয়; আর এ জন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; এবং

তোমার রবের এই বাণীও পূর্ণ হবে যে, আমি জিন ও মানবদের সকলের দ্বারা জাহান্নামকে পূর্ণ করবই। (সূরা হুদ, ১১ : ১১৮-১১৯)

১০। তিনিই আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন, ওতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা হতে জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশু চারণ করে থাক।

১০. هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ

১১। তিনি তোমাদের জন্য ওর দ্বারা উৎপন্ন করেন শস্য, যয়তুন, খঁজুর বৃক্ষ, আঙ্গুর এবং সর্বপ্রকার ফল; অবশ্যই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

১১. يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

বৃষ্টি আল্লাহর নি‘আমাত এবং এটি একটি নিদর্শন

চতুর্পদ ও অন্যান্য জন্তু সৃষ্টি করার মাধ্যমে নি‘আমাত বর্ণনা করার পর আল্লাহ তা‘আলা অন্যান্য নি‘আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন। তা এই যে, তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। ফলে তা থেকে তারা উপকার লাভ করে এবং তাদের উপকারী জন্তুগুলিও তা থেকে ফায়দা উঠায়। মিষ্টি ও স্বচ্ছ পানি তাদের পানীয় কাজে ব্যবহৃত হয়। মহান আল্লাহর অনুগ্রহ না হলে এই পানি তিক্ত ও লবণাক্ত হত। আকাশ থেকে বৃষ্টির ফলে গাছ-পালা ও তরলতা জন্মে। এই গাছ-পালা মানুষের ও গৃহপালিত পশুগুলির খাদ্য রূপেও ব্যবহৃত হয়।

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ
মহান আল্লাহর ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তিনি একই পানি হতে বিভিন্ন স্বাদের, বিভিন্ন আকারের এবং বিভিন্ন গন্ধের নানা প্রকারের ফুল-ফল মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ সূতরাং এই সব নিদর্শন একজন মানুষের পক্ষে আল্লাহ তা'আলার একাত্মবাদকে বিশ্বাস করে নেয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট। এই বর্ণনা অন্যান্য আয়াতেও রয়েছে :

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا ۗ أَلَيْسَ لَهُ مَعَ اللَّهِ بَلٌّ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ

বরং তিনি সৃষ্টি করেছেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং আকাশ হতে তোমাদের জন্য বর্ষণ করেন বৃষ্টি; অতঃপর আমি ওটা দ্বারা মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি। ওর বৃক্ষাদি উদ্ভাদ করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বুদ আছে কি? তবুও তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা সত্য হতে বিচ্যুত। (সূরা নাহল, ২৭ : ৬০)

১২। তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রজনী, দিন, সূর্য এবং চাঁদকে; আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হয়েছে তাঁরই আদেশে; অবশ্যই এতে বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।

۱۲. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِئِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

১৩। আর বিবিধ প্রকাশ্য বস্তুও, যা তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন; এতে রয়েছে নিদর্শন সেই সম্প্রদায়ের জন্য যারা উপদেশ গ্রহণ করে।

۱۳. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَنُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ

দিন-রাত্রি, সূর্য ও চাঁদের আবর্তন এবং পৃথিবীর অন্যান্য জীবের অস্তিত্বে রয়েছে আল্লাহর উত্তম নিদর্শন

আল্লাহ তা'আলা নিজের আরও বড় বড় নি'আমাতরাজির বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন : হে মানুষ! দিন ও রাতসমূহ তোমাদের উপকারার্থে পর্যায়ক্রমে আসা-যাওয়া করছে, সূর্য ও চন্দ্র চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে এবং উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি তোমাদেরকে আলো পৌঁছাচ্ছে এবং সফরকারীরা তারকারাজীর মাধ্যমে তাদের পথ চিনে নিতে পারছে। প্রত্যেকটিকে আল্লাহ এমন সঠিক নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন যে, না ওগুলি এদিক ওদিক যাচ্ছে, আর না তোমাদের কোন ক্ষতি হচ্ছে। সবই মহান আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন রয়েছে।

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشَىٰ آلِيلَ النَّهَارِ يَطْلُبُهُ حَيْثُهَا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ
وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

নিশ্চয়ই তোমাদের রাব্ব হচ্ছেন সেই আল্লাহ যিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি স্বীয় আরশের উপর সমাসীন হন। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে ওরা একে অন্যকে অনুসরণ করে চলে ত্বরিত গতিতে; সূর্য, চাঁদ ও নক্ষত্ররাজী সবই তাঁর হুকুমের অনুগত। জেনে রেখ, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহ হলেন বারাকাতময়। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৫৪)

لَا يَبْصُرُ فِيهِ رَبٌّ ۚ إِنَّمَا سَوَّىٰ لَهُ الْفُتُوحَ ۚ إِنَّمَا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
মহাশক্তিশালী আল্লাহর শক্তি ও সাম্রাজ্যের বড় নিদর্শন রয়েছে।

وَمَا ذَرَأَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ
পর এখন যমীনের বস্তুরাজির প্রতি লক্ষ্য করা যাক। প্রাণী, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ ইত্যাদি বিভিন্ন রং ও রূপের জিনিসগুলি এবং অসংখ্য উপকারের বস্তুগুলি তিনি মানুষের উপকারের উদ্দেশ্যে যমীনে সৃষ্টি করেছেন।
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ
যারা আল্লাহর নি'আমাতরাশি সম্পর্কে চিন্তা গবেষণা করে এবং ওগুলির মর্যাদা দেয় তাদের জন্য এগুলি অবশ্যই বড় বড় নিদর্শনই বটে।

১৪। তিনিই সমুদ্রকে অধীন করেছেন যাতে তোমরা তা হতে তাজা গোশত আহার করতে পার এবং যাতে তা হতে আহরণ করতে পার রত্নাবলী যা তোমরা ভূষণ রূপে পরিধান কর; এবং তোমরা দেখতে পাও, ওর বুক চিরে নৌযান চলাচল করে এবং তা এ জন্য যে, তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

۱۴. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

১৫। আর তিনি পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে আন্দোলিত না হয় এবং স্থাপন করেছেন নদ-নদী ও পথ, যাতে তোমরা তোমাদের গন্তব্যস্থলে পৌছতে পার।

۱۵. وَالْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

১৬। আর পথ নির্ণায়ক চিহ্নসমূহও; এবং নক্ষত্রের সাহায্যেও মানুষ পথের নির্দেশ পায়।

۱۶. وَعَلَّمَتِ ۖ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

১৭। তবে কি যিনি সৃষ্টি করেন তিনি তারই মত যে সৃষ্টি করেনা? তবুও কি

۱۷. أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ۚ

তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবেনা?	أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
১৮। তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেনা; আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা পরায়ণ, পরম দয়ালু।	<p>۱۸. وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ</p>

সমুদ্র, পাহাড়-পর্বত, তারকারাজি ইত্যাদিতেও রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন

আল্লাহ তা‘আলা নিজের আরও অনুগ্রহ ও মেহেরবানীর কথা স্মরণ করিয়ে বলছেন : হে মানবমণ্ডলী! সমুদ্রের উপরেও তিনি তোমাদেরকে আধিপত্য দান করেছেন। নিজের গভীরতা ও তরঙ্গমালা সত্ত্বেও ওটা তোমাদের অনুগত। তোমাদের নৌকাগুলি তাতে চলাচল করে। অনুরূপভাবে তোমরা ওর মধ্য হতে মাছ আহরণ করে ওর তাজা গোশত আহার করে থাক। মাছ (হাজ্জের ইহরামহীন অবস্থায় এবং ইহরামের অবস্থায় জীবিত হোক বা মৃত হোক) সব সময় হালাল। মহান আল্লাহ এই সমুদ্রের মধ্যে তোমাদের জন্য মনিমুক্তা সৃষ্টি করেছেন যেগুলি তোমরা অতি সহজে সংগ্রহ করে অলংকারের কাজে ব্যবহার করে থাক। এই সমুদ্রে নৌযানগুলি বাতাস সরিয়ে দিয়ে এবং পানি ফেড়ে বুকে ভর করে চলতে থাকে।

আল্লাহ তা‘আলাই নূহকে (আঃ) নৌকা তৈরীর কাজ শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তখন থেকেই মানুষ নৌকা তৈরী করে আসছে এবং আরোহণ করে তারা বড় বড় সফর করতে রয়েছে। এপারের জিনিস ওপারে এবং ওপারের জিনিস এপারে নিয়ে যাওয়া-আসা করছে। ঐ কথাই এখানে বলা হচ্ছে : وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَتَأْتُوا الشُّكْرَ ۚ তা এ জন্য যেন তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং তোমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

এরপর যমীনের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এটাকে খামিয়ে রাখা এবং হেলা-দোলা হতে রক্ষা করার জন্য এর উপর মযবূত ও যথাযথ ওয়নসহ পাহাড় স্থাপন করা

হয়েছে যাতে এর নড়াচড়া করার কারণে এর উপর অবস্থানকারীদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে না পড়ে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَالْجِبَالُ أَرْسَاهَا

তিনি পর্বতসমূহকে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ : ৩২)

এটাও আল্লাহ তা'আলার দয়া ও মেহেরবানী যে, তিনি চতুর্দিকে নদ-নদী ও প্রস্রবন প্রবাহিত রেখেছেন। কোনটি তেজস্বী, কোনটি মন্দা, কোনটি দীর্ঘ এবং কোনটি খাট। কখনও পানি কমে যায় এবং কখনও বেশী হয় এবং কখনও সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে যায়। পাহাড়-পর্বতে, বনে-জঙ্গলে, মরু-প্রান্তরে এবং পাথরে বরাবরই এই প্রস্রবণগুলি প্রবাহিত রয়েছে এবং এক স্থান হতে অন্য স্থানে চলে যাচ্ছে। এ সবই হচ্ছে মহান আল্লাহর ফায়ল ও কারম, করুণা ও দয়া। তিনি ছাড়া না আছে অন্য কোন মা'বুদ এবং না আছে কোন রাব্ব। তিনি ছাড়া অন্য কেহই ইবাদাতের যোগ্য নয়। তিনিই রাব্ব এবং তিনিই মা'বুদ। তিনি রাস্তা বানিয়ে দিয়েছেন স্থলে ও পানিতে, পাহাড়ে ও জঙ্গলে, লোকালয়ে এবং বিজনে। তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে সর্বত্রই রাস্তা বিদ্যমান রয়েছে, যাতে এদিক থেকে ওদিকে লোকজন যাতায়াত করতে পারে। তিনি পাহাড়ের মাঝে মাঝে খালি জায়গা রেখেছেন যাতে লোকেরা চলাচল করতে পারে। আবার কোন পথ প্রশস্ত, কোনটা সংকীর্ণ এবং কোনটা সহজ, কোনটা কঠিন। যেমন তিনি বলেন :

وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا

এবং আমি তাতে করে দিয়েছি প্রশস্ত পথ যাতে তারা গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে পারে। (সূরা আশিয়া, ২১ : ৩১) তিনি আরও নিদর্শন রেখেছেন যেমন পাহাড়, টিলা ইত্যাদি, যেগুলির মাধ্যমে পথচারী মুসাফির পথ জানতে বা চিনতে পারে। তারা পথ ভুলে যাওয়ার পর সোজা সঠিক পথ পেয়ে যায়। নক্ষত্ররাজি পথ প্রদর্শক রূপে রয়েছে। রাতের অন্ধকারে ওগুলির মাধ্যমেই রাস্তা ও দিক নির্ণয় করা যায়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ মতামত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ১৭/১৮৫)

আল্লাহই একমাত্র ইবাদাতের যোগ্য

এরপর মহান আল্লাহ নিজের বড়ত্বের ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন : ইবাদাতের যোগ্য তিনি ছাড়া আর কেহই নেই। আল্লাহ ছাড়া লোকেরা যাদের ইবাদাত করছে তারা একেবারে শক্তিহীন। কোন কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতা তাদের নেই। পক্ষান্তরে সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ। তাই বলা হয়েছে : **أَفَمَنْ**

يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ তবে কি যিনি সৃষ্টি করেন তিনি তারই মত যে সৃষ্টি করেনা? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবেনা? অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর নি'আমাতের প্রাচুর্যতা ও আধিক্যের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন :

وَأَن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ গণনা করলে ওর সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবেনা; আল্লাহ অবশ্যই ক্ষমা পরায়ন, পরম দয়ালু। আমি তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে থাকি। যদি আমি আমার সমস্ত নি'আমাতের পুরোপুরি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দাবী করতাম তাহলে তোমাদের দ্বারা তা পূরণ করা মোটেই সম্ভব হতনা। যদি আমি এই নি'আমাতরাশির বিনিময়ে তোমাদের সকলকে শাস্তি প্রদান করি তবুও তা আমার পক্ষে যুল্ম হবেনা। কিন্তু তোমাদের অপরাধ ও পাপসমূহ ক্ষমা করে থাকি। তোমাদের দোষ-ত্রুটি আমি দেখেও দেখিনা। পাপ হতে তাওবাহ, আনুগত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন এবং আমার সন্তুষ্টি কামনার জন্য সৎ আমলের দিকে ধাবিত হওয়ার পর কোন পাপ হয়ে গেলে আমি তা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে থাকি। আমি অত্যন্ত দয়ালু। তাওবাহ করার পর আমি শাস্তি প্রদান করিনা। (তাবারী ১৭/১৮-৭)

১৯। তোমরা যা গোপন রাখ এবং যা প্রকাশ কর, আল্লাহ তা জানেন।

۱۹. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُوبَ وَمَا تُعْلِنُونَ

২০। তারা আল্লাহ ছাড়া অপর যাদেরকে আহ্বান করে তারা কিছুই সৃষ্টি করেনা, তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়।

۲۰. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ

২১। তারা নিস্প্রাণ নির্জীব এবং পুনরুত্থান হবে হবে সে বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই।

۲۱. أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি গোপনীয় ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন। তাঁর কাছে দু'টাই সমান। কিয়ামাতের দিন প্রত্যেক আমলকারীকে তার আমলের প্রতিদান তিনি প্রদান করবেন। উত্তম আমলের জন্য উত্তম পুরস্কার এবং মন্দ আমলের জন্য শাস্তি দিবেন।

মূর্তি পূজকদের দেবতাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু দেবতারা কোন কিছু সৃষ্টি করতে অক্ষম

আল্লাহ তা'আলা বলেন : যে মিথ্যা উপাস্যদের কাছে এই লোকগুলি তাদের প্রয়োজন পূরণের আবেদন জানায় তারা কোন কিছুরই সৃষ্টিকর্তা নয়; বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। যেমন ইবরাহীম খলীল (আঃ) স্বীয় কাওমকে বলেছিলেন :

أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

প্রকৃত পক্ষে আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর তাও। (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ৯৬) মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ আল্লাহ ছাড়া তোমরা বরং এমন মা'বুদের ইবাদাত করছ যারা নির্জীব জড় পদার্থ, যারা শুনেওনা, দেখেওনা এবং বুঝেওনা। তাদেরতো এতটুকুও অনুভূতি নেই যে, কখন কিয়ামাত হবে? তাহলে কি করে তোমরা ঐ মূর্তিদের/মৃত ব্যক্তিদের কাছে উপকার ও সাওয়াব লাভের আশা করছ? এই আশাতো ঐ আল্লাহর কাছেই করা উচিত যিনি সমস্ত কিছুর খবর রাখেন এবং যিনি সারা বিশ্বের রাব্ব!

<p>২২। তোমাদের মা'বুদ একই মা'বুদ। সুতরাং যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তাদের অন্তর সত্যবিমুখ এবং তারা অহংকারী।</p>	<p>۲۲. إِلَهُكُمُ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ</p>
<p>২৩। এটা নিঃসন্দেহ যে, আল্লাহ জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা</p>	<p>۲۳. لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا</p>

প্রকাশ করে; তিনি
অহংকারীকে পছন্দ করেননা।

يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُمْ
لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ

আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদাত করা যাবেনা

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনিই একমাত্র সত্য মা'বুদ। তিনি ছাড়া অন্য কেহ ইবাদাতের যোগ্য নেই। তিনি এক একক, অংশীবিহীন এবং অভাবমুক্ত। কাফিরদের অন্তর ভাল কথা অস্বীকারকারী। তারা সত্য কথা শুনে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। এক আল্লাহর যিক্র শুনে তাদের অন্তর ম্লান হয়ে পড়ে।

أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

সে কি অনেক মা'বুদের পরিবর্তে এক মা'বুদ বানিয়ে নিয়েছে? এতো এক অত্যশ্চর্য ব্যাপার! (সূরা সাদ, ৩৮ : ৫)

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا

ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

আল্লাহর কথা বলা হলে, যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা, তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহর পরিবর্তে তাদের দেবতাগুলির উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়। (সূরা যুমার, ৩৯ : ৪৫) কিন্তু অন্যদের যিক্র শুনে তাদের অন্তর খুলে যায়। তারা মহান আল্লাহর ইবাদাত করতে অহংকার প্রকাশ করে। তাদের অন্তরে ঈমান নেই এবং তারা ইবাদাতে অভ্যস্তও নয়। এ সব লোক অত্যন্ত লাঞ্চিতভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ

عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

কিন্তু যারা অহংকারে আমার ইবাদাতে বিমুখ তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে লাঞ্চিত হয়ে। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৬০)

نَ لِّلّٰهِ يَٰعَلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক গোপনীয় ও প্রকাশ্য কথা সম্যক অবগত। প্রত্যেক আমলের উপর তিনি পুরস্কার অথবা শাস্তি প্রদান করবেন। তিনি অহংকারকারীদের ভালবাসেননা।

২৪। যখন তাদেরকে বলা হয় : তোমাদের রাব্ব কি অবতীর্ণ করেছেন? উত্তরে তারা বলে : পূর্ববর্তীদের কিসসা-কাহিনী।	٢٤. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَا أُنْزِلَ رُبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
২৫। ফলে কিয়ামাত দিবসে তারা বহন করবে তাদের পাপভার পূর্ণমাত্রায় এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা অজ্ঞতা বশতঃ বিভ্রান্ত করেছে; হায়! তারা যা বহন করবে তা কতই না নিকৃষ্ট!	٢٥. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ

আল্লাহর আয়াতকে অবিশ্বাসকারীদের প্রতি রয়েছে ধ্বংস এবং আযাবের উপর আযাব

আল্লাহ তা'আলা বলেন, এই মিথ্যা প্রতিপন্থকারীদের যখন বলা হয় : مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ আল্লাহর কিতাবে কি অবতীর্ণ করা হয়েছে? তখন তারা প্রকৃত উত্তর দান থেকে সরে গিয়ে ছুট করে বলে ফেলে : أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ এতে পূর্ববর্তীদের কাহিনী ছাড়া আর কিছুই অবতীর্ণ করা হয়নি। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۖ أَكُتِبَ عَلَيْهَا فَهْيَ تُمَلَّىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

এবং তারা বলে : এগুলিতো সেকালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে; এগুলি সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৫)

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا

দেখ, তারা তোমার কি উপমা দেয়! তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তারা সৎ পথ খুঁজে পাবেনা। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৪৮) ঐগুলিই লিখে নেয়া হয়েছে এবং সকাল-সন্ধ্যায় বার বার পাঠ করা হচ্ছে। সুতরাং তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মিথ্যা আরোপ করছে। প্রকৃত পক্ষে তারা একটা কথার উপর স্থির থাকতে পারেনা। আর তাদের সমস্ত উক্তি বাজে ও ভিত্তিহীন হওয়ার এটাই বড় প্রমাণ। কখনও তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যাদুকার বলে, কখনও বলে কবি, কখনও বলে ভবিষ্যদ্বক্তা, আবার কখনও বলে পাগল। অতঃপর তাদের বৃদ্ধগুরু ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরাহ সম্পর্কে বলা হয়েছে :

فَكَرَّ وَقَدَّرَ. فَقَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. ثُمَّ نَظَرَ. ثُمَّ عَبَسَ
وَسَرَ. ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ. فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَهٌ سِحْرٌ يُؤْتَرُ

সে চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল! আরও অভিশপ্ত হোক সে! কেমন করে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল! সে আবার চেয়ে দেখল। অতঃপর সে ভ্রু কুণ্ঠিত করল ও মুখ বিকৃত করল। অতঃপর সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করল এবং অহংকার করল। এবং ঘোষণা করল, এতো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ভিন্ন আর কিছু নয়। (সূরা মুদাস্সির, ৭৪ : ১৮-২৪) মহান আল্লাহ বলেন :

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ
عِلْمٍ আমি তাদেরকে এই পথে এ জন্যই চালিত করেছি যে, তারা যেন তাদের
নিজেদের পাপসহ তাদের অনুসারীদের পাপও নিজেদের কাঁধে চাপিয়ে নেয়।
সুতরাং তাদের ঐ উক্তির ফল হবে অতি মারাত্মক। যেমন হাদীসে এসেছে : ‘যে
ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে আহ্বান করে সে ওটা মান্যকারীদের সমপরিমাণ সাওয়াব
লাভ করে, কিন্তু মান্যকারীদের সাওয়াবের একটুও কমতি হয়না। পক্ষান্তরে যে
ব্যক্তি অসৎ কাজের দিকে আহ্বান করে সে ওটা পালনকারীদের সমপরিমাণ
পাপের অধিকারী এবং অসৎ কাজের লোকের পাপ মোটেই কম করা হয়না।
(মুসলিম ৪/২০৬০) যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَلِيَحْمِلُوا أَثْقَاهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَاهُمْ ۖ وَلِيَسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ

এবং তারা নিজেদের ভার বহন করবে এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও বোঝা; এবং তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে সেই সম্পর্কে কিয়ামাত দিবসে অবশ্যই তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। (সূরা আনকাবুত, ২৯ : ১৩)

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ

ফলে কিয়ামাত দিবসে তারা বহন করবে তাদের পাপভার পূর্ণমাত্রায় এবং পাপভার তাদেরও যাদেরকে তারা অজ্ঞতা বশতঃ বিভ্রান্ত করেছে। (সূরা নাহল, ১৬ : ২৫)

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন, তারা তাদের নিজেদের পাপের বোঝাতো বহন করবেই, এর সাথে সাথে তাদেরকে যারা অনুসরণ করেছে তাদের পাপের বোঝাও বহন করতে হবে। আর এ কারণে অনুসারীদের পাপের বোঝা মোটেই লাঘব করা হবেনা। (তাবারী ১৭/১৯০)

২৬। তাদের পূর্ববর্তীরাও চক্রান্ত করেছিল। আল্লাহ তাদের ইমারাতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন; ফলে ইমারাতের ছাদ তাদের উপর ধ্বসে পড়ল এবং তাদের প্রতি শাস্তি নেমে এলো এমন দিক হতে যা ছিল তাদের ধারনার বাহির।

۲۶. قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوَقِهِمْ وَآتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

২৭। পরে কিয়ামাত দিবসে তিনি তাদের লাপ্তিত করবেন

۲۷. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تُخْزِيهِمْ

এবং বলবেন : কোথায় আমার
সেই সব শরীক যাদের সম্বন্ধে
তোমরা বিতন্ডা করতে?
যাদেরকে জ্ঞান দান করা
হয়েছিল তারা বলবে :
নিশ্চয়ই আজ লাঞ্ছনা ও
অমঙ্গল কাফিরদের জন্য।

وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ
كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ ۚ قَالَ
الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ إِنَّ
الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى
الْكَافِرِينَ

পূর্ববর্তী জাতিসমূহের আচরণ এবং তাদের অবাধ্যতার জন্য শাস্তি প্রদানের বর্ণনা

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ তাদের পূর্ববর্তীরাও চক্রান্ত করেছিল। আল
আউফী (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, চক্রান্তকারী দ্বারা
নমরুদকে বুঝানো হয়েছে যে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল। (তাবারী
১৭/১৯৩) যমীনে সর্বপ্রথম সবচেয়ে বেশি ঔদ্ধত্যপনা সে'ই দেখিয়েছিল। কেহ
কেহ বলেন যে, ইহা নাথতে নাসর সম্পর্কে বলা হয়েছে। সেও বড় চক্রান্তকারী
ছিল। কাফির ও মুশরিকরা যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে গাইরুল্লাহর ইবাদাত করছে,
এটা তাদের আমল বিনষ্ট হওয়ারই দৃষ্টান্ত। যেমন নূহ (আঃ) বলেছিলেন :

وَمَكُرُوا مَكْرًا كَبِيرًا

তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছিল। (সূরা নূহ, ৭১ : ২২) তারা সর্বপ্রকারের
কৌশল অবলম্বন করে জনগণকে পথভ্রষ্ট করেছিল এবং তাদেরকে শিরকের কাজে
উৎসাহিত করেছিল। তাই কিয়ামাতের দিন তাদের অনুসারীরা তাদেরকে বলবে :

بَلْ مَكْرٌ أَلِيلٍ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا

প্রকৃত পক্ষে তোমরাইতো দিন-রাত চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ
দিয়েছিলে যেন আমরা আল্লাহকে অমান্য করি এবং তাঁর শরীক স্থাপন করি।
(সূরা সাবা, ৩৪ : ৩৩) মহান আল্লাহ বলেন :

فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ আল্লাহ তাদের ইমারাতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন। ফলে ইমারাতের ছাদ তাদের উপর ধ্বসে পড়ল। যেমন আল্লাহ তা'আলার উক্তি :

كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ

যখনই তারা যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার ইচ্ছা করে তখনই আল্লাহ তা'নিভিয়ে দেন। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৬৪) অন্যত্র আল্লাহ বলেন :

فَأَتَتْهُمْ اللَّهُ مِّنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ تَخِرُّونَ
بِيُوبِهِمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدَى الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يٰٓأُولِيَ الْأَبْصَارِ

কিন্তু আল্লাহর শাস্তি এমন এক দিক হতে এলো যা ছিল তাদের ধারণাতীত এবং তাদের অন্তরে তা ত্রাসের সঞ্চার করল। তারা ধ্বংস করে ফেলল তাদের বাড়ীঘর নিজেদের হাতে এবং মু'মিনদের হাতেও। অতএব হে চক্ষুস্মান ব্যক্তিবর্গ! তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর! (সূরা হাশর, ৫৯ : ২) আর এখানে মহান আল্লাহ বলেন :

فَأَتَى اللَّهَ بُنْيَانُهُمْ مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ
وَأَتَتْهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تَخْزِيهِمْ

আল্লাহ তাদের ইমারাতের ভিত্তিমূলে আঘাত করেছিলেন; ফলে ইমারাতের ছাদ তাদের উপর ধ্বসে পড়ল এবং তাদের প্রতি শাস্তি নেমে এলো এমন দিক হতে যা ছিল তাদের ধারণার বাহির। পরে কিয়ামাত দিবসে তিনি তাদের লাঞ্চিত করবেন। (সূরা নাহল, ১৬ : ২৬-২৭)

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ

ঐ সময় গোপনীয় সবকিছু প্রকাশিত হয়ে পড়বে। (সূরা তারিক, ৮৬ : ৯) এবং ভিতরের সবকিছু বের হয়ে যাবে। সেইদিন সমস্ত ব্যাপার উদঘাটিত হয়ে পড়বে।

ইবন উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'কিয়ামাতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য তার পিছনে তার বিশ্বাসঘাতকতার পরিমাণ অনুযায়ী একটি পতাকা স্থাপন করা হবে এবং ঘোষণা

করে দেয়া হবে : ‘এ হচ্ছে অমুকের পুত্র অমুক বিশ্বাসঘাতক’। (ফাতহুল বারী ১০/৫৭৮, মুসলিম ৩/১৩৬০)

অনুরূপভাবে এই লোকদেরকেও হাশরের মাইদানে সকলের সামনে অপদস্থ করা হবে যারা গোপনে ষড়যন্ত্র করত। তাদেরকে তাদের রাব্ব ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করবেন : **أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ** আজ কোথায় আমার সেই শরীক যাদের সম্বন্ধে তোমরা বাক বিতন্ডা করত? তারা আজ তোমাদের সাহায্য করছেন? কেন?

مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمۡ أَوْ يَنْتَصِرُونَ

তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে পারে অথবা তারা কি আত্মরক্ষা করতে সক্ষম? (সূরা শু‘আরা, ২৬ : ৯৩) আজ তোমরা বন্ধু ও সহায়হীন অবস্থায় রয়েছ কেন?

فَمَا لَهُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ

সেদিন তার কোন ক্ষমতা থাকবেনা এবং সাহায্যকারীও না। (সূরা তারিক, ৮৬ : ১০) তারা এই প্রশ্নের উত্তরে নীরব হয়ে যাবে। তারা হয়ে যাবে সেই দিন সম্পূর্ণরূপে নিরুত্তর ও অসহায়। তারা জেনে যাবে যে, পালানোর আর কোন পথ নেই। ঐ সময় জ্ঞানী ব্যক্তিগণ যারা যে সব আলেম দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টজীবের কাছে সম্মানের পাত্র, তাঁরা বলবেন :

لَا جُنَا وَلَا شَانِيَةَ لَهُمْ إِنَّا خِزْيَ الْيَوْمِ وَالْأَسْوَىٰ عَلَى الْكَافِرِينَ লাঞ্ছনা ও শাস্তি আজ কাফিরদেরকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে এবং তাদের বাতিল উপাস্যরা তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।

২৮। মালাইকা তাদের মৃত্যু ঘটায় তাদের নিজেদের প্রতি যুল্ম করতে থাকা অবস্থায়; অতঃপর তারা আত্মসমর্পণ করে বলবে : আমরা কোন মন্দ কাজ করতামনা। হ্যাঁ, তোমরা যা

২৮. الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ ۖ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ ۚ بَلَىٰ

করতে সে বিষয়ে আল্লাহ সর্বিশেষ অবহিত।	إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
২৯। সুতরাং তোমরা দ্বারগুলি দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ কর সেখানে স্থায়ী হওয়ার জন্য। দেখ, অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট!	<p>۲۹. فَأَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ</p> <p>خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَيْسَ مَثْوًى</p> <p>الْمُتَكَبِّرِينَ</p>

মৃত্যুর সময় ও পরে কাফিরদের দুরাবস্থা

আল্লাহ তা'আলা এখানে নিজেদের উপর যুল্মকারী মুশরিকদের জান কবয়ের সময়ের অবস্থা বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যখন মালাইকা তাদের প্রাণ বের করার জন্য আগমন করেন তখন তারা (আল্লাহ তা'আলার আদেশ ও নিষেধ) শোনার ও মেনে চলার কথা অঙ্গীকার করে এবং সাথে সাথে নিজেদের কৃতকর্ম গোপন করে নিজেদেরকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করার চেষ্টা করে থাকে। তারা বলে :

مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ
আমরা কোন মন্দ কাজ করতামনা। কিয়ামাতের দিনও আল্লাহর সামনে তারা শপথ করে বলবে :

وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ

আল্লাহর শপথ, হে আমাদের রাক্ব! আমরা মুশরিক ছিলামনা। (সূরা আন'আম, ৬ : ২৩)

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ ۖ كَمَا تَحْلِفُونَ لَكُمْ

যেদিন আল্লাহ পুনরুত্থিত করবেন তাদের সকলকে, তখন তারা তাঁর (আল্লাহর) নিকট সেরূপ শপথ করবে যেসকল শপথ তোমাদের নিকট করে। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ : ১৮) যেমন দুনিয়ায় তারা জনগণের সামনে শপথ করে করে বলত যে, তারা মুশরিক নয়। উত্তরে তাদেরকে বলা হবে :

بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ

হ্যাঁ, তোমরা যা করতে সেই বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। সুতরাং তোমরা দ্বারগুলি দিয়ে জাহান্নামে প্রবেশ কর, সেখানে স্থায়ী হওয়ার জন্য; দেখ, অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট! (সূরা নাহল, ১৬ : ২৮-২৯)

সেখানকার জায়গা খারাপ, খুব খারাপ। সেখানে আছে শুধুমাত্র লাঞ্ছনা ও অপমান। এটা হচ্ছে ঐ লোকদের প্রতিফল যারা গর্বভরে আল্লাহর আয়াতসমূহ হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাঁর রাসূলদের আনুগত্য স্বীকার করেনা। মৃত্যুর সাথে সাথেই তাদের রুহ জাহান্নামের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে যায় এবং কাবরে তাদের দেহের উপর জাহান্নামের প্রখরতা ও ওর আক্রমণ আসতে থাকে। কিয়ামাতের দিন তাদের আত্মাগুলি তাদের দেহগুলির সাথে মিলিত হয়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। সেখানে আর মৃত্যুও হবেনা এবং তাদের শাস্তি ও হালকা করা হবেনা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا

তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবেনা যে, তারা মরবে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ৩৬)

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۖ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে এবং যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবে : ফির'আউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিনতম শাস্তিতে। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৪৬)

৩০। আর যারা মুত্তাকী তাদেরকে বলা হবে : তোমাদের রাব্ব কি অবতীর্ণ করেছিলেন? তারা বলবে : মহা কল্যাণ। যারা সৎ কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে এই

ۓ. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا خَيْرًا ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ

<p>দুনিয়ার মঙ্গল এবং আখিরাতের আবাস আরও উৎকৃষ্ট; আর মুত্তাকীদের আবাসস্থল কত উত্তম!</p>	<p>الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۖ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ</p>
<p>৩১। ওটা স্থায়ী জান্নাত, যাতে তারা প্রবেশ করবে; ওর পাদদেশে স্রোতস্বিনী নদী প্রবাহিত; তারা যা কিছু কামনা করবে তাতে তাদের জন্য তা'ই থাকবে; এভাবেই আল্লাহ পুরস্কৃত করেন মুত্তাকীদেরকে।</p>	<p>৩১. جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ هُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ۚ كَذَٰلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ</p>
<p>৩২। মালাইকা যাদের মৃত্যু ঘটায় পবিত্র থাকা অবস্থায়, (তাদেরকে) বলবে : তোমাদের প্রতি শান্তি! তোমরা যা করতে তার প্রতিদানে জান্নাতে প্রবেশ কর।</p>	<p>৩২. الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۚ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ</p>

অহী সম্পর্কে মু'মিনদের বাক্য,

মৃত্যুর সময় ও পরে তাদের সুখাবস্থা

মন্দ লোকদের অবস্থা বর্ণনা করার পর এখন তাদের বিপরীত ভাল লোকদের
অবস্থা বর্ণনা করা হচ্ছে। মন্দ লোকদের উত্তর ছিল : ‘এই কিতাবে অর্থাৎ
কুরআনে শুধুমাত্র পূর্ববর্তী লোকদের কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে।’ কিন্তু ভাল
লোকদের উত্তর হবে : ‘এই কিতাব হচ্ছে দয়া ও রাহমাতের সুসংবাদ বহনকারী।
যে কেহ এটি মেনে চলবে এবং এর উপর আমল করবে, সে পরিপূর্ণভাবে করুণা

ও কল্যাণ লাভ করবে।’ এরপর মহান আল্লাহ খবর দিচ্ছেন : **لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا** আমি রাসূলদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, যারা পার্থিব জগতে ভাল কাজ করবে তারা উভয় জগতেই খুশী থাকবে। যেমন তিনি বলেন : **مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ**

নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যে ভাল কাজ করবে এবং মু’মিন হবে, আমি তাকে অতি পবিত্র জীবন দান করব এবং তার আমলের বিনিময়ও অবশ্যই প্রদান করব। উভয় জগতে সে প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। (সূরা নাহল, ১৬ : ৯৭) ইহা স্মরণ রাখা দরকার যে, আখিরাতের ঘর দুনিয়ার ঘর অপেক্ষা অনেক বেশী সুন্দর ও উত্তম। সেখানকার পুরস্কার এখানকার পুরস্কার অপেক্ষা অতি উত্তম ও চিরস্থায়ী। যেমন কারুনের ধন-সম্পদের আকাংখাকারীদেরকে আলেমগণ বলেছিলেন :

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ

আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছিল তারা বলল : ঋিক্ তোমাদেরকে! যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কার শ্রেষ্ঠ। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৮০) অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ

আল্লাহর নিকট যা রয়েছে, তা সৎ কর্মশীলদের জন্য বহুগুণে উত্তম। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৯৮) অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

আখিরাতই উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী। (সূরা আ‘লা, ৮৭ : ১৭) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ বলেন :

وَلِلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ

তোমার জন্য পরবর্তী সময়তো পূর্ববর্তী সময় অপেক্ষা শ্রেয়। (সূরা দুহা, ৯৩ : ৪) এখানে মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ পরকালের আবাসস্থল মুত্তাকীদের জন্য কত উত্তম!

جَنَّتٌ عَدْنٌ শব্দদ্বয় دَارُ الْمُتَّقِينَ হতে বদল হয়েছে। অর্থাৎ মুত্তাকীদের জন্য আখিরাতে জান্নাতে আদন বা স্থায়ী জান্নাত রয়েছে। সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। ওর বৃক্ষরাজি ও প্রাসাদসমূহের নিম্নদেশে সদা প্রস্রবণ প্রবাহিত রয়েছে। لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ তারা সেখানে যা চাবে তাই পাবে।

وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

সেখানে রয়েছে সবকিছু, অন্তর যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৭১)

মহান আল্লাহ বলেন : ‘আল্লাহভীরুদেরকে এভাবেই আল্লাহ পুরস্কৃত করেন। তাদের মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তারা শিরক করা থেকে মুক্ত থাকে এবং সব রকমের কলুষতা থেকে পবিত্র থাকে। মালাক/ফেরেশতা এসে তাদেরকে সালাম করেন এবং জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দেন।’ যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. نَحْنُ أَوْلِيَائُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ. نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ

নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের রাব্ব আল্লাহ, অতঃপর এতে অবিচল থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় মালাক/ফেরেশতা এবং বলে, ‘তোমরা ভীত হয়োনা, চিন্তিত হয়োনা এবং তোমাদের যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও।’ আমরাই তোমাদের বন্ধু দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে, সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েশ কর। এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ন।’ (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৩০-৩২) এই বিষয়ের হাদীসগুলি আমরা নিম্ন আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করেছি।

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ

যারা শাস্ত্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা যালিম, আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন; আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ২৭)

৩৩। তারা শুধু প্রতীক্ষা করে তাদের কাছে মালাক/ফিরেশতা আগমনের অথবা তোমার রবের শাস্তি আগমনের; আল্লাহ তাদের প্রতি কোন যুল্ম করেননি, কিন্তু তারাই নিজেদের প্রতি যুল্ম করত।

۳۳. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

৩৪। সুতরাং তাদের প্রতি আপত্তি হইয়াছিল তাদেরই মন্দ কর্মের শাস্তি এবং তাদেরকে পরিবেষ্টন করেছিল ওটাই যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করত।

۳۴. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ

অবিশ্বাসীরা ঈমান না আনার কারণে শাস্তির অপেক্ষায় রয়েছে

আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদেরকে ধমকের সুরে বলছেন : ‘তারা তো শুধু ঐ মালাইকা/ফিরেশতাদের অপেক্ষা করছে যারা তাদের রুহ কব্জ করার জন্য আগমন করবে অথবা তারা কিয়ামাতের অপেক্ষা করছে এবং অপেক্ষা করছে ওর

ভয়াবহ অবস্থার। এদের মতই এদের পূর্ববর্তী মুশরিকদের অবস্থাও ছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে তাদের কাছে কিতাব এবং রাসূল প্রেরণ করেন। এভাবে তিনি তাদের ওয়র শেষ করে দেন। এর পরেও যখন তারা অস্বীকৃতি ও হঠকারিতার উপর রয়েই গেল তখন তিনি তাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করেন। রাসূলদের ভীতি প্রদর্শনকে তারা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে উড়িয়ে দেয়।

كَأَنَّهُمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ সূতরাং এর শাস্তি তাদেরকে পরিবেষ্টন করে। আল্লাহ তাদের উপর যুল্ম করেননি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুল্ম করেছিল। এ জন্যই কিয়ামাতের দিন তাদেরকে বলা হবে :

هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ

এটাই হচ্ছে ঐ আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে। (সূরা ত্বর, ৫২ : ১৪)

৩৫। মুশরিকরা বলে : আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমাদের পিতৃ-পুরুষরা ও আমরা তিনি ব্যতীত অপর কোন কিছুর ইবাদাত করতামনা এবং তাঁর অনুমতি ব্যতীত আমরা কোন কিছু নিষিদ্ধ করতামনা। তাদের পূর্ববর্তীরাও এই রূপই করত; রাসূলদের কর্তব্যতো শুধু সুস্পষ্ট বাণী প্রচার করা।

۳۵. وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

৩৬। আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ

۳۶. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ

দেয়ার জন্য আমিতো প্রত্যেক
জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি;
অতঃপর তাদের কতককে
আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত
করেন এবং তাদের কতকের
উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হয়েছিল।
সুতরাং পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর
এবং দেখ, যারা সত্যকে মিথ্যা
বলেছে তাদের পরিণাম কি
হয়েছে!

أُمَّةٍ رَسُولًا أَبِ اعْبُدُوا اللَّهَ
وَأَجْتَنِبُوا الطَّغُوتَ ۖ فَمِنْهُمْ
مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ
حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا
فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

৩৭। তুমি তাদেরকে পথ
প্রদর্শন করতে অগ্রহী হলেও
আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন
তাকে তিনি সৎ পথে পরিচালিত
করবেননা এবং তাদের কোন
সাহায্যকারীও নেই।

۳۷. إِنْ تَحَرَّصَ عَلَىٰ هُدَاهُمْ
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ
وَمَا لَهُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ

মূর্তি পূজকদের শিরকের স্বপক্ষে বিতর্ক করার জবাব

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের উল্টা বুকের খবর দিচ্ছেন যে, তারা পাপ
করছে, শিরক করছে, হালালকে হারাম করছে। যেমন পশুগুলিকে তাদের
দেবতাদের নামে যবাহ করছে আর বলছে :

لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبْدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا
যদি আল্লাহ আমাদের অগ্রজদের এই কাজ অপছন্দ করতেন
তাহলে তখনই তিনি তাদেরকে শাস্তি দিতেন।

কোন কোন পশুর ব্যাপারে তাদের ছিল অদ্ভুত কুসংস্কার। যেমন বাহিরাহ,
সাইবাহ, ওয়াসিলাহ এবং আরও অনেক নামকরণীয় পশু। তারা এসব নতুন

নতুন নামকরণ করে নতুন পস্থা আবিষ্কারের মাধ্যমে নিজেদের উপর শিরক ও বিদ'আতী আমল চাপিয়ে নিয়েছে যে ব্যাপারে আল্লাহর তরফ থেকে কোন প্রত্যাদেশ নাযিল করা হয়নি। এসব অন্যায কাজের ব্যাপারে তাদের যুক্তি হল : আল্লাহ সুবহানাহ্ যদি এগুলো অপছন্দ করতেন তাহলে তিনি আমাদেরকে শাস্তি দানের মাধ্যমে এ কাজগুলোকে বন্ধ করে দিতেন অথবা আমরা যাতে তা করতে না পারি সেই ব্যবস্থা করতেন। তাদের এ ধরনের ভ্রান্ত মতামতকে প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ তোমরা যা মনে করছ তা নয়, তোমাদের এ আচরণকে আল্লাহ তা'আলা শুধু অপছন্দই করছেননা, বরং এরূপ আচরণকারীকেও তিনি সর্বতোভাবে ধিক্কার জানাচ্ছেন এবং তোমাদের এ ধরনের আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য নির্দেশ দিচ্ছেন। তারা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তোমাদেরকে এসব কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছে। প্রত্যেক জাতি-গোষ্ঠি এবং প্রত্যেক যুগে আমি নাবী পাঠিয়েছি। সবাই তাদের দায়িত্ব পালন করেছে। আমার বান্দাদের মধ্যে আমার আহকামের দা'ওয়াত তারা পুরাপুরি ও স্পষ্টভাবে পৌঁছে দিয়েছে। সকলকেই তারা বলেছে : اَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর ও তাগুতকে বর্জন কর।

সর্বপ্রথম যখন যমীনে শিরকের উদ্ভব হয় তখন আল্লাহ তা'আলা নূহকে (আঃ) নাবুওয়াত দান করে প্রেরণ করেন। আর সর্বশেষ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'খাতিমুন মুরসালীন' ও রাহমাতুললিল 'আলামীন' উপাধি দিয়ে নাবী বানিয়ে দেন, যাঁর দা'ওয়াত ছিল যমীনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত দানব ও মানবের জন্য। সমস্ত নাবীরই একই দা'ওয়াত ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِيْهِ إِلَيْهِ أَنْهَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করিনি তার প্রতি এই অহী ব্যতীত যে, আমি ছাড়া অন্য কোন মা'বুদ নেই; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। (সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ২৫) অন্যত্র তিনি বলেন :

وَسَعَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا
يُعْبَدُونَ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম যার ইবাদাত করা যায়? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৪৫) এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
প্রত্যেক উম্মাতের রাসূলের দা'ওয়াত ছিল তাওহীদের শিক্ষা দান এবং তাগুত থেকে দূরে থাকার আহ্বান। সুতরাং মুশরিকরা কি করে নিজেদের শিরকের উপর আল্লাহর সম্মতির দলীল আনয়ন সমীচীন মনে করেছে এবং বলছে : لَوْ شَاءَ اللَّهُ

مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ আল্লাহ ইচ্ছা করলে তিনি ব্যতীত আমরা অপর কোন কিছুর ইবাদাত করতামনা। আল্লাহ তা'আলার চাহিদা তাঁর শারীয়াতের মাধ্যমে অবগত হওয়া অতি সহজ এবং এর প্রতি অবহেলা বা অবজ্ঞা করার কোন সুযোগ নেই যেহেতু নাবী/রাসূলগণ প্রত্যেকে নিজ জবানীতে তাদের কাওমের লোকদেরকে এ বিষয়ে দা'ওয়াত দিয়েছেন। তবে হ্যাঁ, তাদেরকে শিরকের উপর ছেড়ে দেয়া অন্য কথা। এটা গৃহীত দলীল হতে পারেনা। আল্লাহ চাইলে সবাইকে হিদায়াতের পথে নিয়ে আসতে পারেন। কিন্তু তাদের তাকদীর তাদের আমলের উপর জয়ী হবে। আল্লাহ তা'আলাতো জাহান্নাম ও জাহান্নামীদেরকেও সৃষ্টি করেছেন। শাইতান এবং কাফিরদের এ জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। কিন্তু তিনি স্বীয় বান্দাদের কুফরীর উপর কখনওই সন্তুষ্ট নন। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي
الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ
রাসূলদের মাধ্যমে সতর্কীকরণের পর কাফির ও মুশরিকদের উপর পার্থিব শাস্তিও এসেছে। কেহ কেহ ঈমান এনেছে এবং কেহ কেহ পথভ্রষ্টতার উপরই রয়ে গেছে। হে মু'মিনগণ! তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করে রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণকারী এবং আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারীদের পরিণাম দেখে নাও। অর্থাৎ অতীতের ঘটনাবলী যাদের জানা আছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে তোমরা জেনে নাও যে,

دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ط وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا

আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেছেন এবং কাফিরদের জন্য রয়েছে অনুরূপ পরিণাম। (সূরা মুহাম্মাদ, ৪৭ : ১০)

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ

এবং এদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল; ফলে কি রূপ হয়েছিল আমার শাস্তি! (সূরা মুল্ক, ৬৭ : ১৮) এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : 'হে রাসূল! তুমি এই কাফিরদেরকে হিদায়াত করার জন্য আগ্রহী হচ্ছে বটে, কিন্তু এটা নিষ্ফল হবে। কারণ আল্লাহ তাদের পথভ্রষ্টতার কারণে তাদেরকে স্বীয় রাহমাত হতে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا

আল্লাহ যাকে পরীক্ষায় ফেলার ইচ্ছা করেন তুমি তার জন্য আল্লাহর সাথে কোন কিছুই করার অধিকারী নও। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৪১) নূহ (আঃ) স্বীয় কাওমকে বলেছিলেন :

وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ

আর আমার মঙ্গল কামনা (নাসীহাত) করা তোমাদের উপকারে আসতে পারেনা, তা আমি তোমাদের যতই মঙ্গল কামনা করতে চাইনা কেন, যদি আল্লাহরই তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার ইচ্ছা হয়। (সূরা হুদ, ১১ : ৩৪) এখানেও মহান আল্লাহ বলেন :

تُضِلُّ تুমি তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে আগ্রহী হলেও আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেছেন তাকে তিনি সৎপথে পরিচালিত করবেননা। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করেন তাদেরকে হিদায়াত দানকারী কেহ নেই এবং তিনি তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে ছেড়ে দেন। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৮৬) অন্যত্র বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَلَوْ جَاءَهُمْ
كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

হে নাবী! যাদের উপর তোমার রবের কথা বাস্তবায়িত হয়েছে তারা ঈমান আনবেনা, যদিও তাদের কাছে সমস্ত নিদর্শন চলে আসে, যে পর্যন্ত না তারা বেদনাদায়ক শাস্তি অবলোকন করে। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৯৬-৯৭) আল্লাহ সুবহানুহুর উক্তি :

নিশ্চয়ই আল্লাহ যা চান তাই হয় এবং যা চাননা তা হয়না। তাই তিনি বলেন : যাকে তিনি পথদ্রষ্ট করেন, কে এমন আছে যে আল্লাহর পরে তাকে পথ দেখাতে পারে? অর্থাৎ কেহ নেই।

তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই। অর্থাৎ সেই দিন তাদের এমন কোন সাহায্যকারী থাকবেনা যে তাকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাতে পারে।

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই, আর হুকুমের একমাত্র মালিকও তিনি, সারা জাহানের রাক্ব আল্লাহ হলেন বারাকাতময়। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৫৪)

৩৮। তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলে : যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেননা। কেন নয়? তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবেনই; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।

۳۸. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ ۚ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

৩৯। তিনি পুনরুজ্জীবিত করবেন, যে বিষয়ে তাদের মতানৈক্য ছিল তা তাদেরকে

۳۹. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا

<p>স্পষ্টভাবে দেখানোর জন্য এবং যাতে কাফিরেরা জানতে পারে যে, তারাই ছিল মিথ্যাবাদী।</p>	<p>فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ</p>
<p>৪০। আমি কোন কিছু ইচ্ছা করলে সেই বিষয়ে আমার কথা শুধু এই যে, আমি বলি 'হও,' ফলে তা হয়ে যায়।</p>	<p>٤٠. إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ</p>

পুনর্জীবন সত্য, এর পিছনে হিকমাত রয়েছে, আল্লাহর পক্ষে এটা অতি সহজ

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, যেহেতু তারা কিয়ামাতকে বিশ্বাস করেনা, সেহেতু অন্যদেরকেও এই বিশ্বাস হতে দূরে সরিয়ে রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। তারা আল্লাহর নামে শক্ত শপথ করে বলে : মারা যাবার পর পুনরায় জীবিত করে কিয়ামাত দিবসে বিচার করা হবে বলে যা বলা হয়েছে তা সত্য নয়। তারাতো মনে করে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতের দাবীই যেহেতু মিথ্যা, তাই কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার তাঁর দাবীও মিথ্যা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের দাবী খন্ডন করে বলেন :

بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا সত্য। কিন্তু অধিকাংশ লোক মূর্খতা ও অজ্ঞতা বশতঃ রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করে, আল্লাহর হুকুম অমান্য করে এবং কুফরীর গহ্বরে পড়ে যায়।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত সংঘটিত হওয়া এবং দেহের পুনরুত্থানের কিছু নিপুণতা প্রকাশ করেছেন। একটি এই যে, যেন এর মাধ্যমে পার্থিব মতভেদের মধ্যে কোন্টি সত্য ছিল তা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسْتَوُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ

যারা মন্দ কাজ করে তাদেরকে তিনি দেন মন্দ ফল এবং যারা সৎ কাজ করে তাদেরকে দেন উত্তম পুরস্কার। (সূরা কামার, ৫৩ : ৩১) আর কাফিরদের আকীদায়, কথায় এবং কসমে মিথ্যাবাদী হওয়া যেন প্রমাণিত হয়ে যায়। ঐ সময় তারা সবাই দেখে নিবে যে, তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে এবং বলা হবে :

هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ. أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ. أَصَلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

এটাই সেই আগুন যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। এটা কি যাদু? না কি তোমরা দেখছনা? তোমরা এতে প্রবেশ কর, অতঃপর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর অথবা না করা উভয়ই তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া হচ্ছে। (সূরা তুর, ৫২ : ১৪-১৬)

এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ স্বীয় অসীম ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি যা চান তাই করতে পারেন। কোন কিছু হতে তিনি অপারগ নন। কোন জিনিসই তার অধিকার বহির্ভূত নয়। তিনি যা করতে চান সেই সম্পর্কে শুধু বলেন : ‘হও’ সাথে সাথেই তা হয়ে যায়। কিয়ামাতও শুধু তাঁর এ রকম হুকুমেরই কাজ। যেমন তিনি বলেন :

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ

আমার আদেশতো একটি কথায় নিষ্পন্ন, চোখের পলকের মত। (সূরা কামার, ৫৪ : ৫০) অন্য জায়গায় রয়েছে :

مَا خَلَقَكُمْ وَلَا بَعَثَكُمْ إِلَّا كَفَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের অনুরূপ। (সূরা লুকমান, ৩১ : ২৮) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ আমি কোন কিছু ইচ্ছা করলে সেই বিষয় আমার কথা শুধু এই যে, আমি বলি : ‘হও,’ ফলে তা হয়ে যায়। অর্থাৎ আমি একবার মাত্র আদেশ করি এবং সাথে সাথে তা হয়ে যায়। গুরুত্ব আরোপের জন্য তাঁর দ্বিতীয়বার আদেশ করার প্রয়োজন হয়না। এমন কেহ নেই যে তার বিরোধিতা করতে পারে। তিনি এক ও মহাপ্রতাপাম্বিত। তিনি সম্মান ও ক্ষমতার অধিকারী। তিনি শ্রেষ্ঠত্ব ও সাম্রাজ্যের মালিক। তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ছাড়া নেই কোন মা‘বুদ, নেই কোন শাসনকর্তা, নেই কোন রাব্ব এবং নেই কোন ক্ষমতাবান।

<p>৪১। যারা অত্যাচারিত হওয়ার পর আল্লাহর পথে হিজরাত করেছে আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস প্রদান করব এবং আখিরাতের পুরস্কারইতো শ্রেষ্ঠ। হায়! তারা যদি ওটা জানত!</p>	<p>٤١. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَا جُزْءَ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ</p>
<p>৪২। তারা ধৈর্য ধারণ করে এবং তাদের রবের উপর নির্ভর করে।</p>	<p>٤٢. الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ</p>

হিজরাতকারীগণের জন্য রয়েছে উত্তম পুরস্কার

আল্লাহ তা‘আলা এখানে তাঁর পথে হিজরাতকারীদের পুরস্কার সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, যারা আল্লাহর সম্বন্ধটির উদ্দেশে মাতৃভূমি, বন্ধু-বান্ধব এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে তাঁর পথে হিজরাত করে, তাদের প্রতিদান হিসাবে ইহকাল ও পরকালে তাদের জন্য রয়েছে তাঁর পক্ষ থেকে মহামর্যাদা ও সম্মান। খুব সম্ভব এই আয়াত দু’টি আবিসিনিয়ার (ইথিওপিয়ার) হিজরাতকারীদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা মাক্কায়ে মুশরিকদের কঠিন উৎপীড়ন সহ্য করার পর আবিসিনিয়ায় হিজরাত করেন, যেন স্বাধীনভাবে আল্লাহর দীনের উপর আমল করতে পারেন। তাদের গণ্যমান্য লোকদের মধ্যে ছিলেন : (১) উসমান ইব্ন আফ্ফান (রাঃ), (২) তার সাথে তার স্ত্রী রুকাইয়াও (রাঃ) ছিলেন যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কন্যা, (৩) জাফর ইব্ন আবি তালিব (রাঃ) যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচাতো ভাই এবং (৪) আবু সালমাহ ইব্ন আবদিল আসাদ (রাঃ) প্রমুখ। তারা সংখ্যায় প্রায় ৮০ জন ছিলেন। তারা সবাই ছিলেন অত্যন্ত সত্যবাদী ও সত্যবাদিনী। আল্লাহ তাদের প্রতি সম্বন্ধিত থাকুন এবং তাদেরকেও সম্বন্ধিত রাখুন।

لَنُبَوِّئَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً আল্লাহ তা'আলা এসব সত্যের সাধকদের সাথে ওয়াদা করছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে উত্তম জায়গা দান করবেন, যেমন মাদীনা। আর এও বলা হয়েছে যে, তারা পবিত্র জীবিকা এবং দেশও বিনিময় হিসাবে প্রাপ্ত হবেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যারা আল্লাহর ভয়ে যে জিনিস ছেড়ে যান, আল্লাহ তাদেরকে সেই জিনিস কিংবা ওর চেয়ে উত্তম জিনিস দান করেন। এই দরিদ্র মুহাজিরদের প্রতি লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, মহান আল্লাহ তাদেরকে শাসন ক্ষমতা ও বিচার ব্যবস্থা অর্পণ করেছিলেন এবং দুনিয়ায় তাদেরকে কর্তৃত্ব দান করেছিলেন। এখনও আখিরাতের প্রতিদান ও পুরস্কারতো বাকী আছেই। সুতরাং যারা হিজরাত করা থেকে বিরত থাকে তারা যদি মুহাজিরদের পুরস্কার ও প্রতিদান সম্পর্কে অবহিত থাকত তাহলে অবশ্যই তারা হিজরাতের ব্যাপারে অগ্রগামী হত।

এই পবিত্র লোকদের আরও গুণাবলী বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহর পথে যে সব কষ্ট তাদের প্রতি আপতিত হয়েছে তা তারা সহ্য করেছেন, আর তারা ভরসা করেছেন আল্লাহর উপর। এ কারণেই দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ তারা দুই হাতে লুটে নিয়েছেন।

৪৩। তোমার পূর্বে আমি অহীসহ মানুষই প্রেরণ করেছিলাম, তোমরা যদি না জান তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর।

٤٣. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ فَسْأَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

৪৪। প্রেরণ করেছিলাম স্পষ্ট নিদর্শন ও গ্রন্থসহ এবং তোমার প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছি মানুষকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য, যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল, যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে।

٤٤. بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۖ وَاتْرَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ

পৃথিবীতে বাণী বাহক হিসাবে মানুষকেই নিযুক্ত করা হয়েছে

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, যখন আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল রূপে প্রেরণ করেন তখন আরাববাসীরা অথবা তাদের অনেকেই স্পষ্টভাবে তাঁকে অস্বীকার করে এবং বলে : ‘আল্লাহর শান বা মাহাত্ম এর থেকে বহু উর্ধ্বে যে, তিনি কোন মানুষকে তাঁর রাসূল করে পাঠাবেন।’ এর বর্ণনা কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ

লোকদের জন্য এটা কি বিস্ময়কর মনে হয়েছে যে, আমি তাদের মধ্য হতে একজনের নিকট অহী প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তুমি সকলকে ভয় প্রদর্শন কর। (সূরা ইউনুস, ১০ : ২) মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ

كَتُمْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (হে নাবী!) আমি তোমার পূর্বে যত নাবী পাঠিয়েছিলাম তাদের সবাই মানুষ ছিল, তাদের কাছে আমার অহী আসত। সুতরাং (তোমাদের বিশ্বাস না হলে) তোমরা আসমানী কিতাবধারীদেরকে জিজ্ঞেস কর : তারা মানুষ ছিল নাকি মালাক ছিল? যদি তারাও মানুষ হয় তাহলে তোমরা তোমাদের এই উক্তি হতে ফিরে এসো। আর যদি এটা প্রমাণিত হয় যে, নাবুওয়াতের ক্রমধারা মালাইকার মধ্যেই জারী ছিল তাহলে তোমরা এই নাবীকে অস্বীকার করলে কোন দোষ হবেনা। অন্য এক জায়গায় আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ

তোমার পূর্বেও জনপদবাসীদের মধ্য হতে পুরুষদেরকেই পাঠিয়েছিলাম, যাদের নিকট অহী পাঠাতাম। (সূরা ইউসুফ, ১২ : ১০৯) তাঁরা কোন আসমানবাসী ছিলনা। (তাবারী ১৭/২০৮)

মুজাহিদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, এখানে আহলে যিক্র দ্বারা আহলে কিতাবকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ১৭/২০৮) যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا
إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا

বল : পবিত্র ও মহান আমার রাব্ব! আমিতো শুধু একজন মানুষ, একজন রাসূল। ‘আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন?’ তাদের এই উজ্জ্বল বিশ্বাস স্থাপন হতে লোকদেরকে বিরত রাখে, যখন তাদের নিকট আসে পথ নির্দেশ। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৯৩-৯৪) অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ
وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ

তোমার পূর্বে আমি যত রাসূলই পাঠিয়েছিলাম তারা সবাই পানাহার করত এবং বাজারে চলাফিরা করত। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ২০) অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ

আর আমি তাদেরকে এমন দেহ বিশিষ্ট করিনি যে, তারা আহাৰ্য গ্রহণ করতনা। তারা চিরস্থায়ীও ছিলনা। (সূরা আশিয়া, ২১ : ৮) আল্লাহ আ‘আলা বলেন :

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ

তুমি বল : আমিতো এমন কোন প্রথম ও নতুন নাবী নই। (সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৯) অন্যত্র রয়েছে :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ

আমিতো তোমাদের মতই মানুষ, আমার কাছে অহী পাঠানো হয়। (সূরা কাহফ, ১৮ : ১১০)

সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা এখানেও এরশাদ করেন : তোমরা পূর্ববর্তী কিতাবীদের জিজ্ঞেস করে দেখ যে, নাবীগণ মানুষ ছিল, নাকি মানুষ ছিলনা? অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন : তিনি রাসূলদেরকে দলীল প্রমাণসহ প্রেরণ করেন। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেন যে, ‘যুবুর’ শব্দটি ‘যাবুর’ শব্দের বহু বচন। আরাবরা বলে থাকে ‘যাবুরাতুল কিতাব’ অর্থাৎ আমি একটি পুস্তক লিখেছি। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে :

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ

তাদের সমস্ত কার্যকলাপ আছে আমলনামায়। (সূরা কামার, ৫৪ : ৫২)
অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে :

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ
الْصَّالِحُونَ

আমি উপদেশের পর কিতাবে লিখে দিয়েছি যে, আমার যোগ্যতাসম্পন্ন বান্দারা পৃথিবীর অধিকারী হবে। (সূরা আশ্বিয়া, ২১ : ১০৫) এরপর আল্লাহ বলেন :

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ
‘যিকর’ অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ করেছে এই কারণে, যেহেতু তুমি এর ভাবার্থ
পূর্ণরূপে অবগত আছ সেহেতু তুমি ওটা মানুষকে বুঝিয়ে দিবে। হে নাবী! তুমিই
এর প্রতি সবচেয়ে বেশী আগ্রহী, তুমিই এর সবচেয়ে বড় আলেম। আর তুমিই
এর উপর সবচেয়ে বড় আমলকারী। কেননা তুমি মাখলূকের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম
লোক এবং আদম সন্তানদের নেতা। এই কিতাবে যা সংক্ষিপ্তভাবে রয়েছে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত। লোকদের উপর যা কঠিন
হবে তা তুমি তাদেরকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিবে। وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ যাতে তারা
জেনে বুঝে সুপথ প্রাপ্ত হতে পারে এবং সফলকাম হয়। আর যেন উভয় জগতের
কল্যাণ লাভ করে।

৪৫। যারা দুষ্কর্মের ষড়যন্ত্র
করে তারা কি এ বিষয়ে
নিশ্চিত যে, আল্লাহ তাদেরকে
ভূ-গর্ভে বিলীন করবেননা,
অথবা এমন দিক হতে শাস্তি
আসবেনা যা তাদের
ধারণাতীত?

٤٥. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا
السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ
الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

৪৬। অথবা চলাফিরা করতে
থাকাকালে তিনি তাদেরকে

٤٦. أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي تَقْلِبِهِمْ

ধৃত করবেননা? তারাতো এটা ব্যর্থ করতে পারবেনা।	فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ
৪৭। অথবা তাদেরকে তিনি ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় পাকড়াও করবেননা? তোমাদের রাব্বতো অবশ্যই ক্ষমাকারী, পরম দয়ালু।	٤٧. أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ

অপরাধীরা কিভাবে নির্ভয় হয়ে গেছে?

সারা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, আসমান ও যমীনের মালিক আল্লাহ তা'আলা নিজে অবগত থাকা সত্ত্বেও, সহনশীলতা, ক্রোধ সত্ত্বেও নিজের মেহেরবানীর খবর দিচ্ছেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে নিজের পাপী বান্দাদের যমীনে ধ্বসিয়ে দিতে পারেন এবং তাদের অজান্তে তাদের উপর শাস্তি আনয়ন করতে পারেন। কিন্তু নিজের সীমাহীন মেহেরবানীর কারণে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন। যেমন তিনি বলেন :

ءَأَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ تَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. أَمْ أَمِنْتُمْ مِّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ

তোমরা কি নিশ্চিত হয়ে গেছ যে, আকাশে যিনি রয়েছেন তিনি তোমাদেরকেসহ ভূমিকে ধ্বসিয়ে দিবেননা? আর ওটা আকস্মিকভাবে থরথর করে কাপতে থাকবে? অথবা তোমরা কি নিশ্চিত আছ যে, যিনি আকাশে রয়েছেন তিনি তোমাদের উপর কংকরবর্ষী ঝটিকা প্রেরণ করবেননা? তখন তোমরা জানতে পারবে কিরূপ ছিল আমার সতর্কবাণী। (সূরা মুল্ক, ৬৭, ১৬-১৭)

أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ أَوْ يَزِيدُ أَمْ يَأْخُذْهُمْ فِي ظُلُمٍ لَّيْلٍ أَوْ كَوُفٍّ أَوْ يَخُوفٍ أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي ظُلُمٍ لَّيْلٍ أَوْ كَوُفٍّ أَوْ يَخُوفٍ ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمُ الْآيَاتُ لَئِنْ لَّمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللَّهِ وَأَطَاعُوا أَمْرًا مِّنْهُ لَيَذَلَّنَّ لَهُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

আবার এটাও হতে পারে যে, আল্লাহ তা'আলা এরূপ ষড়যন্ত্রকারী দুষ্ট প্রকৃতির লোকদেরকে তাদের চলা-ফিরা, আসা-যাওয়া, খাওয়া এবং উপার্জন করা অবস্থায়ই পাকড়াও করেন। সফরে, বাড়ীতে, দিনে-রাতে যখন ইচ্ছা তাদেরকে ধরে ফেলেন। যেমন তিনি বলেন :

أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ. وَأَوَّيْنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ

রাতে যখন তারা ঘুমিয়ে থাকে তখন আমার শাস্তি এসে তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে- এটা হতে কি জনপদের অধিবাসীরা নির্ভয় হয়ে পড়েছে? অথবা জনপদের লোকেরা কি এই ভয় রাখেনা যে, আমার শাস্তি তাদের উপর তখন আপতিত হবে যখন তারা পূর্বাহ্নে আমোদ-প্রমোদে রত থাকবে? (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৯৭-৯৮)

আল্লাহকে কোন ব্যক্তি বা কোন কাজ অপারগ করতে পারেনা, তিনি পরাজিত ও ক্লান্ত হওয়ার নন এবং তিনি অকৃতকার্য হওয়ারও নন। এও হতে পারে যে, তারা ভীতসন্ত্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদেরকে আল্লাহ ধরে ফেলবেন। তাহলে দুটো শাস্তি একই সাথে হয়ে যাবে। একটা হল ভয়, আর অপরটা হল পাকড়াও। একটি হল মৃত্যু, অন্যটি হল ত্রাস।

كَيْفَ يَكْفُرُ قَوْمٌ بِآيَاتِهِ إِذْ هُمْ يُنذَرُونَ **فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرُؤُوفٌ رَحِيمٌ** কিঞ্চি মহান আল্লাহ, বিশ্বব্রাহ্ম বড়ই করুণাময়। এ কারণেই তিনি তাড়াহুড়া করে পাকড়াও করেননা।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, স্বভাব বিরুদ্ধ কথা শুনে ধৈর্য ধারণ করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা অপেক্ষা বেশী ধৈর্যধারণকারী আর কেহই নেই। লোকেরা তাঁর সন্তান সাব্যস্ত করছে, অথচ তিনি তাদেরকে খাদ্য দিচ্ছেন এবং সুস্বাস্থ্য দিয়েছেন। (ফাতহুল বারী ১৩/৩৭২, মুসলিম ৪/২১৬০) সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আরও রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা যালিমকে অবকাশ দেন। কিঞ্চি যখন পাকড়াও করেন তখন অকস্মাৎ পাকড়াও করেন এবং সে ধ্বংস হয়ে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঠ করেন :

وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۖ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ

তোমার রাব্ব এভাবেই কোন জনপদের অধিবাসীদের পাকড়াও করেন যখন তারা অত্যাচার করে; নিঃসন্দেহে তাঁর পাকড়াও হচ্ছে অত্যন্ত যন্ত্রনাদায়ক, কঠিন। (সূরা হুদ, ১১ : ১০২) (ফাতহুল বারী ৮/২০৫, মুসলিম ৪/১৯৯৭) অন্যত্র বলা হয়েছে

وَكَايْنٍ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَيْتُهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرِ

এবং আমি অবকাশ দিয়েছি কত জনপদকে যখন তারা ছিল অত্যাচারী; অতঃপর তাদেরকে শাস্তি দিয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট। (সূরা হাজ্জ, ২২ : ৪৮)

<p>৪৮। তারা কি লক্ষ্য করেনা আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর প্রতি, যার ছায়া ডানে ও বামে চলে পড়ে আল্লাহর প্রতি সাজদাহয় নত হয়?</p>	<p>٤٨. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّؤُا ظِلَّلُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ</p>
<p>৪৯। আল্লাহকেই সাজদাহ করে যা কিছু সৃষ্টি রয়েছে আকাশমন্ডলীতে এবং পৃথিবীতে এবং মালাইকাও; তারা অহংকার করেনা।</p>	<p>٤٩. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ</p>
<p>৫০। তারা ভয় করে, তাদের উপর পরাক্রমশালী তাদের রাব্বকে এবং তাদেরকে যা আদেশ করা হয় তারা তা পালন করে। (সাজদাহ)</p>	<p>٥٠. يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾</p>

প্রত্যেকেই আল্লাহকে সাজদাহ করে

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব, মর্যাদা ও মহিমার খবর দিচ্ছেন যে, সমস্ত মাখলুক তাঁর অনুগত ও দাস। জড় পদার্থ, প্রাণীসমূহ, মানব, দানব, মালাইকা এবং সারা জগত তাঁর বাধ্য। প্রত্যেক জিনিস সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর সামনে নানা প্রকারে নিজেদের অপারগতা ও শক্তিহীনতার প্রমাণ পেশ করে থাকে। তারা বুকে তাঁর সামনে সাজদাহবনত হয়। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, সূর্য পশ্চিমাকাশে চলে পড়া মাত্রই সমস্ত জিনিস বিশ্বের রবের সামনে সাজদাহয় অবনত হয়। (তাবারী ১৭/২১৭) সব কিছু তাঁর সামনে অপারগ, দুর্বল ও শক্তিহীন। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : পাহাড় ইত্যাদির সাজদাহ হচ্ছে ওর ছায়া। আবু গালিব আশ শাইবানী (রহঃ) বলেন : সমুদ্রের তরঙ্গমালা হচ্ছে ওর সালাত।

ওগুলিকে যেন বিবেকবান মনে করে ওগুলির প্রতি সাজদাহর সম্পর্ক জুড়ে দেয়া হয়েছে। তাই তিনি বলেন : وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ যমীন ও আসমানের সমস্ত প্রাণী তাঁর সামনে সাজদাহবনত রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

আল্লাহর প্রতি সাজদাহবনত হয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলিও সকাল-সন্ধ্যায়। (সূরা রা'দ, ১৩ : ১৫) মালাইকা/ফেরেশতামন্ডলীও নিজেদের মান-মর্যাদা সত্ত্বেও আল্লাহর সামনে সাজদাহয় পতিত হন। তাঁর দাসত্ব করার ব্যাপারে তারা অহংকার করেননা।

مَهْمَا يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ মহামহিমাম্বিত ও প্রবল প্রতাপাম্বিত আল্লাহর সামনে তাঁরা কাঁপতে থাকেন এবং তাঁদেরকে যা আদেশ করা হয় তা প্রতিপালনে তাঁরা সদা ব্যস্ত থাকেন। তাঁরা না অবাধ্য হন, আর না অলসতা করেন।

<p>৫১। আল্লাহ বলেন : তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করনা; তিনিইতো একমাত্র ইলাহ, সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় কর।</p>	<p>৫১. وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ فَإِيتَىٰ فَارْهَبُونَ</p>
<p>৫২। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই; এবং নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য; তোমরা কি আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ভয় করবে?</p>	<p>৫২. وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا ۖ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ</p>

<p>৫৩। তোমরা যে সব অনুগ্রহ ভোগ কর তাতো আল্লাহরই নিকট হতে। অধিকন্তু যখন দুঃখ দৈন্য তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তোমরা তাঁকেই ব্যাকুলভাবে আহ্বান কর।</p>	<p>৫৩. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ</p>
<p>৫৪। আবার যখন (আল্লাহ) তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করেন তখন তোমাদের এক দল তাদের রবের সাথে শরীক করে,</p>	<p>৫৪. ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ</p>
<p>৫৫। আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা অস্বীকার করার জন্য, সুতরাং তোমরা ভোগ করে নাও, অচিরেই জানতে পারবে।</p>	<p>৫৫. لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ</p>

একমাত্র আল্লাহই ইবাদাত পাবার যোগ্য

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন : এক আল্লাহ ছাড়া আর কেহই ইবাদাতের যোগ্য নেই। তিনি শরীকবিহীন। তিনি প্রত্যেক জিনিসের সৃষ্টিকর্তা, মালিক এবং রাব্ব।

وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا এবং নিরবচ্ছিন্ন আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মাইমুন ইব্ন মাহরান (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং আরও অনেকে বলেছেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ‘চিরদিনের জন্য’। (তাবারী ১৭/২২২) অন্যত্র বলা হয়েছে যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর অর্থ করেছেন ‘অবশ্য পালনীয়’। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছে ‘একমাত্র তাঁরই জন্য’। অর্থাৎ যারা নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে রয়েছে তাদের সবার ইবাদাত করতে হবে শুধুমাত্র এক আল্লাহর। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

তাহলে কি তারা আল্লাহর ধর্ম ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করে? অথচ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, ইচ্ছা ও অনিচ্ছাক্রমে সবাই তাঁর উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ৮৩) সুতরাং তোমরা খাঁটিভাবে তাঁরই ইবাদাত করতে থাক। তাঁর সাথে অন্যকে শরীক করা হতে বিরত থাক।

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

নিখুঁত দীন একমাত্র আল্লাহরই। (সূরা আলে ইমরান, ৩৯ : ৩) আসমান ও যমীনের সমস্ত কিছুর একক মালিক তিনিই। লাভ ও ক্ষতি তাঁরই ইচ্ছাধীন। যত কিছু নি'আমাত বান্দার হাতে রয়েছে সব কিছুই তাঁরই নিকট হতে এসেছে। জীবিকা, নি'আমাত, নিরাপত্তা, অটুট স্বাস্থ্য এবং সাহায্য সবই তাঁর পক্ষ হতে আগত। তাঁরই দয়া ও অনুগ্রহ বান্দার উপর রয়েছে।

ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَاوَرُونَ
পাওয়ার পরেও তোমরা এখনও তাঁরই মুখাপেক্ষী রয়েছ। দুঃখ ও বিপদ-আপদের সময় তোমরা তাঁকেই স্মরণ করে থাক। কঠিন বিপদের সময় কেঁদে কেঁদে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে তোমরা তাঁরই দিকে ব্লুকে পড়। যখন বিপদে পরিবেষ্টিত হয়ে পড় তখন তোমরা তোমাদের ঠাকুর, দেবতা, প্রতিমা/মূর্তি, পীর, ফকীর, অলী, নাবী সবাইকেই ভুলে যাও এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে ঐ বিপদ হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য আল্লাহর নিকটই প্রার্থনা করতে থাক।

وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهُ فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى
الْبَرِ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا

সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন গুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে উধাও হয়ে যায়। অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও; বস্তুতঃ মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। (সূরা ইসরা, ১৭ : ৬৭)

ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ

আবার যখন (আল্লাহ) তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করেন তখন তোমাদের এক দল তাদের রবের সাথে শরীক করে আমি তাদেরকে যা দান করেছি তা অস্বীকার করার জন্য। (সূরা নাহল, ১৬ : ৫৪-৫৫)

এখানেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন যে, উদ্দেশ্য সফল হওয়া মাত্রই অনেক লোক চোখ ফিরিয়ে নেয়। আমি তাদের এই স্বভাব এ জন্যই করেছি যে, তারা আল্লাহর নি'আমাতের উপর পর্দা ফেলে দেয় এবং তা অস্বীকার করে, অথচ প্রকৃত পক্ষে নি'আমাত দানকারী এবং বিপদ-আপদ দূরকারী আমি ছাড়া আর কেহই নেই।

এরপর মহান আল্লাহ তাদেরকে ধমকের সুরে বলছেন : فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ দুনিয়ায় তোমরা নিজেদের কাজ চালিয়ে যাও এবং সুখ ভোগ করতে থাক। কিন্তু এর পরিণাম ফল সত্বরই জানতে পারবে।

<p>৫৬। আমি তাদেরকে যে রিষক দান করি তারা তার এক অংশ নির্ধারিত করে তাদের জন্য যাদের সম্বন্ধে তারা কিছুই জানেনা। শপথ আল্লাহর! তোমরা যে মিথ্যা উদ্ভাবন কর সেই সম্বন্ধে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবেই।</p>	<p>٥٦. وَتَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ۖ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ</p>
<p>৫৭। তারা নির্ধারণ করে আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান। তিনি পবিত্র মহিমাম্বিত, এবং তাদের জন্য ওটাই যা তারা কামনা করে।</p>	<p>٥٧. وَتَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ</p>
<p>৫৮। তাদের কেহকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমন্ডল কালো</p>	<p>٥٨. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ</p>

<p>হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনস্তাপে ক্লিষ্ট হয়।</p>	<p>بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ</p>
<p>৫৯। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে যে, হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে রেখে দিবে, নাকি মাটিতে পুঁতে ফেলবে। সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা কতই না নিকৃষ্ট!</p>	<p>৫৯. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۖ أَمْ يُدْسُهُ فِي الْتُّرَابِ ۚ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ</p>
<p>৬০। যারা আখিরাতে বিশ্বাস করেনা তারা নিকৃষ্ট প্রকৃতির অধিকারী। আর আল্লাহতো মহত্তম প্রকৃতির সদৃশ; এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।</p>	<p>৬০. لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوءِ ۖ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ</p>

মুশরিকরা যাদের নামে শপথ করে

তাদেরকেও আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন

আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের অসদাচরণ ও নির্বুদ্ধিতার খবর দিচ্ছেন যে,
সবকিছু দানকারী হচ্ছেন আল্লাহ, অথচ তারা অজ্ঞতা বশতঃ তাতে তাদের মিথ্যা
মা‘বুদদের অংশ সাব্যস্ত করছে। তারা বলে :

هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا
يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ ۚ سَاءَ مَا
يَحْكُمُونَ

আর আল্লাহ যে সব শস্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন, তারা (মুশরিকরা) ওর একটি অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে থাকে। অতঃপর নিজেদের ধারণা মতে তারা বলে যে, এই অংশ আল্লাহর জন্য এবং এই অংশ আমাদের শরীকদের জন্য। কিন্তু যা তাদের শরীকদের জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাতো আল্লাহর দিকে পৌঁছোনা, পক্ষান্তরে যা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তা তাদের শরীকদের কাছে পৌঁছে থাকে। এই লোকদের ফাইসালা ও বন্টন নীতি কতই না নিকৃষ্ট! (সূরা আন'আম, ৬ : ১৩৬) অর্থাৎ তারা আল্লাহর সাথে সাথে তাদের দেব-দেবীর জন্যও একটি অংশ নির্ধারণ করে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে তাদের দেব-দেবীদের অগ্রাধিকার দেয়। তাই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তাঁর মহানত্বের দোহাই দিয়ে বলছেন যে, তাদের ঐ ভ্রান্ত ধারণা এবং দীনের বিকৃতি করার জন্য প্রশ্ন করা হবে। এই লোকদেরকে অবশ্যই এর জবাবদিহি করতে হবে। তাদের এই মিথ্যারোপের প্রতিফল অবশ্যই তারা পাবে এবং তা হবে জাহান্নামের আগুন।

এরপর তাদের দ্বিতীয় অন্যায় ও বোকামীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভকারী মালাইকা হচ্ছেন তাদের মতে আল্লাহর কন্যা (নাউয়িবিল্লাহি মিন যালিক)। এই ভুলতো তারা করেই, তদুপরি মুশরিকরা তাদের ইবাদাতও করে। এটা ভুলের উপর ভুল। এখানে তারা কয়েকটি অপরাধ করল। (১) তারা আল্লাহর সন্তান সাব্যস্ত করল, অথচ তিনি তা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। (২) সন্তানের মধ্যে আবার ঐ সন্তান আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করল যা তারা নিজেদের জন্যও পছন্দ করেনা, অর্থাৎ কন্যা সন্তান।

أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ

তাহলে কি পুত্র-সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা-সন্তান আল্লাহর জন্য? এ ধরনের বন্টনতো অসঙ্গত। (সূরা নাজম, ৫৩ : ২১-২২)

আল্লাহ তা'আলা বলেন : الْبَنَاتُ لِلَّهِ يُجْعَلُونَ তারা নির্ধারণ করে আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান। তিনি পবিত্র মহিমাস্থিত। আল্লাহ সুবহানাহু তাদের এ দাবী হতে পবিত্র এবং তারা যা আরোপ করে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ. وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ. مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ

দেখ তারা মনগড়া কথা বলে যে, আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন। তারা নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী। তিনি কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তান পছন্দ করতেন? তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা কি রূপ বিচার কর? (সূরা সাফফাত, ৩৭ : ১৫১-১৫৪)

وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ তারা পুত্র সন্তানকে তাদের জন্য পছন্দ করছে, অন্যদিকে যে কন্যা সন্তানকে তারা অপছন্দ করে তা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে। তারা যা করে তা কতইনা জঘন্য! তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ সুবহানাহু পবিত্র।

মূর্তি পূজক মুশরিকরা কন্যা সন্তানকে অপছন্দ করত

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ যখন তাদেরকে খবর দেয়া হয় যে, তাদের কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করেছে তখন লজ্জায় তাদের মুখ কালো হয়ে যায় এবং মুখ দিয়ে কথা বের হতে চায়না। يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ তারা লোকদের কাছ থেকে আত্মগোপন করে, আর তারা চিন্তা করে : এখন কি করা যায়? যদি এ কন্যা সন্তানকে জীবিত রাখা হয় তাহলে এটাতো খুবই লজ্জার কথা! সেতো উত্তরাধিকারিনীও হবেনা। তাহলে কি তাকে অপমানের সাথে রেখে দিবে, নাকি জীবন্ত কাবর দিবে? জাহিলিয়াতের যামানায় কন্যা সন্তানের ব্যাপারে তাদের এই চিন্তা-ভাবনা ছিল (যা এখনও ভারতসহ পৃথিবীর অনেক দেশে বিরাজমান রয়েছে)। এই অবস্থাতো তার নিজের। আবার আল্লাহর জন্য তারা এই কন্যা-সন্তানই সাব্যস্ত করে। أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ সুতরাং তাদের এই মীমাংসা কতই না জঘন্য! এই বন্টন কতই না নির্লজ্জতাপূর্ণ বন্টন! আল্লাহর জন্য যা সাব্যস্ত করছে তা নিজের জন্য কঠিন অপমানের কারণ মনে করছে!

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

দয়াময় আল্লাহর প্রতি তারা যা আরোপ করে তাদের কেহকে সেই সন্তানের সংবাদ দেয়া হলে তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে দুঃসহ মর্ম যাতনায় ক্লিষ্ট হয়। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ১৭) প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তারা হচ্ছে অতি লল্লভিন লা يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ আর আল্লাহ হচ্ছেন অতি মহৎ প্রকৃতির অধিকারী وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়, মহিমাময় ও মহানুভব।

<p>৬১। আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের সীমা লংঘনের জন্য শাস্তি দিতেন তাহলে ভূপৃষ্ঠে কোন জীব জন্তুকেই রেহাই দিতেননা; কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন তাদের সময় আসে তখন তারা মুহূর্তকাল বিলম্ব অথবা ত্বরা করতে পারবেনা।</p>	<p>٦١. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ</p>
<p>৬২। যা তারা অপছন্দ করে তাই তারা আল্লাহর প্রতি আরোপ করে। তাদের জিহ্বা মিথ্যা বর্ণনা করে যে, মঙ্গল তাদেরই জন্য। নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম এবং তাদেরকেই সর্বাত্মে তাতে নিক্ষেপ করা হবে।</p>	<p>٦٢. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ ۖ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ</p>

অবাধ্যতার জন্য আল্লাহ কেহকে তাৎক্ষণিক শাস্তি দেননা

আল্লাহ তা'আলা নিজের ধৈর্য, দয়া, স্নেহ এবং করুণা সম্পর্কে এখানে খবর দিচ্ছেন যে, তিনি বান্দাদের পাপকাজ অবলোকন করার পরেও তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, সাথে সাথে পাকড়াও করেননা। তিনি যদি সাথে সাথেই ধরে ফেলতেন তাহলে আজ ভূ-পৃষ্ঠে কেহকেও চলতে-ফিরতে দেখা যেতনা। মানুষের পাপের কারণে জীব-জন্তুও ধ্বংস হয়ে যেত। কিন্তু মহামহিমামণ্ডিত

আল্লাহ নিজের সহনশীলতা, দয়া, স্নেহ এবং মহানুভবতার গুণে বান্দাদের পাপ ঢেকে রেখে একটা নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছেন, অন্যথায় একটি প্রাণীও বেঁচে থাকতনা।

আবু সালামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, আবু হুরাইরাহ (রাঃ) একটি লোককে বলতে শোনেন : ‘অত্যাচারী ব্যক্তি অন্য কারও নয়, বরং নিজেরই ক্ষতি সাধন করে।’ তখন আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বলেন : ‘না, না, তা সঠিক নয়। এমন কি তার অত্যাচারের কারণে পাখী তার বাসায় ধ্বংস হয়ে যায়। (তাবারী ১৭/২৩১)

মুশরিকরা নিজেরা যা অপছন্দ করে

তা আল্লাহর জন্য বন্টন করে

মহান আল্লাহ বলেন : وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ তারা নিজেরা যা অপছন্দ করে তা’ই আল্লাহর প্রতি তারা আরোপ করে, যেমন কন্যা-সন্তান এবং সম্পদে অংশীদার। আর তারা ধারণা করে যে, এই দুনিয়ায় তারা কল্যাণ লাভ করছে, আর যদি কিয়ামাত সংঘটিত হয় তাহলে সেখানেও রয়েছে তাদের জন্য কল্যাণ। যেমন তিনি অন্যত্র বলেন :

وَلَيْنَ أَذْقَنَّا إِلَّا نَسْنَنَا مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ تَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيُؤَسُّ كَفُورٌ
وَلَيْنَ أَذْقَنَهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَاءَ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ
لَفَرِحٌ فَخُورٌ

আমি যদি মানুষকে আমার পক্ষ হতে করুণার স্বাদ গ্রহণ করাই, অতঃপর তার রাশ টেনে ধরি তাহলে সে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। আর তাকে যে কষ্ট স্পর্শ করেছিল তা দূর করার পর আমি যদি তাকে নি‘আমাতের স্বাদ গ্রহণ করাই তাহলে সে অবশ্যই বলে ওঠে : আমার উপর থেকে কষ্ট দূর হয়ে গেছে, আর সে তখন খুশী ও অহংকারী হয়ে যায়। (সূরা হুদ, ১১ : ৯-১০) অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَلَيْنَ أَذْقَنَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ
السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَيْنَ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ

তাকে কষ্ট স্পর্শ করার পর আমি যদি তাকে আমার রাহমাতের স্বাদ গ্রহণ করাই তাহলে অবশ্যই সে বলে : এটা আমারই জন্য, আর আমি ধারণা করিনা যে, কিয়ামাত সংঘটিত হবে। আর আমি যদি আমার রবের কাছে ফিরেও যাই তাহলে অবশ্যই তাঁর কাছে আমার জন্য কল্যাণই রয়েছে। সুতরাং অবশ্যই আমি কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্মের খবর দিব এবং অবশ্যই তাদেরকে ভীষণ শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব। (সূরা ফুসসিলাত, ৪১ : ৫০)

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا

তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে : আমাকে ধন সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেয়া হবেই। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৭৭) সূরা কাহফে দু'জন সঙ্গীর বর্ণনা দিতে গিয়ে কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا.

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا

নিজের প্রতি যুল্ম করা অবস্থায় সে তার উদ্যানে প্রবেশ করল এবং (তার সৎ সঙ্গীকে) বলল : আমি মনে করিনা যে, এটা কখনও ধ্বংস হয়ে যাবে। আর আমি মনে করিনা যে, কিয়ামাত সংঘটিত হবে, আর যদি আমি আমার রবের কাছে প্রত্যাবর্তিত হই-ই তাহলে আমিতো নিশ্চয়ই এটা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব। (সূরা কাহফ, ১৮ : ৩৫-৩৬) কিছু লোক রয়েছে যারা মনে করে যে, তাদের অন্য ভাল কাজ দ্বারা উপকার লাভ করবে! এটা কখনও সম্ভব হবেনা। (কি জঘন্য কথা!) কাজ করবে মন্দ, আর আশা রাখবে ভাল! বপন করবে কাটা, আর আশা করবে ফলের! আল্লাহ তা'আলা তাদের ব্যাপারে বলেন :

لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ

রয়েছে জাহান্নাম এবং তাদেরকেই সর্বাত্মে তাতে নিক্ষেপ করা হবে। মুজাহিদ (রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাঈর (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং অন্যান্যরা বলেন : কিয়ামাত দিবসে তাদেরকে ভুলে যাওয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোন মনযোগ দেয়া হবেনা, তাদের কথাও শোনা হবেনা। (তাবারী ১৭/২৩৩) তাদেরকে বলা হবে :

فَالْيَوْمَ نَنْسَلُهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا

সুতরাং আজ আমি তাদেরকে তেমনিভাবে ভুলে থাকব যেমনিভাবে তারা এই দিনের সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিল। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৫১) কাতাদাহ (রহঃ) থেকে আরও বলা হয়েছে مُفْرَطُونَ এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। (তাবারী ১৭/২৩৪) এ দুইয়ের ব্যাখ্যায় কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ তাদেরকে কিয়ামাত দিবসে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে ফেলে দেয়া হবে, অতঃপর তাদেরকে ভুলে যাওয়া হবে। আর এ জাহান্নামেই তারা চিরকাল থাকবে।

৬৩। শপথ আল্লাহর! আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি; কিন্তু শাইতান ঐ সব জাতির কার্যকলাপ তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল; সুতরাং সেই আজ তাদের অভিভাবক এবং তাদেরই জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

٦٣. تَاللّٰهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمٰلَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

৬৪। আমি তো তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যারা এ বিষয়ে মতভেদ করে তাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেয়ার জন্য এবং মু'মিনদের জন্য পথ-নির্দেশ ও দয়া স্বরূপ।

٦٤. وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

৬৫। আল্লাহ আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন এবং তদ্বারা তিনি ভূমিকে ওর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত

٦٥. وَاللّٰهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ

٦٦. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً

<p>তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে; ওগুলির উদরস্থিত গোবর ও রক্তের মধ্য হতে তোমাদেরকে আমি পান করাই বিশুদ্ধ দুধ, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।</p>	<p>نَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبْنَا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ</p>
<p>৬৭। আর খেজুর গাছের ফল ও আঙ্গুর হতে তোমরা মাদক ও উত্তম খাদ্য গ্রহণ করে থাক, এতে অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন।</p>	<p>٦٧. وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ</p>

পশু-পাখি এবং খেজুর-আঙ্গুর ইত্যাদিতে রয়েছে নিদর্শন

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **وَالْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ** : আন‘আম অর্থাৎ উট, গরু, ছাগল ইত্যাদিও আমার ক্ষমতা ও নিপুণতার নিদর্শন। **بُطُونِهِ** এর ‘হ’ **حَيَوَانٌ** সর্বনামটিকে হয়তবা নি‘আমাতের অর্থের দিকে ফিরানো হয়েছে অথবা এর দিকে ফিরানো হয়েছে। চতুষ্পদ জন্তুগুলিও **حَيَوَانٌ** ই বটে। **نَسْقِيكُمْ مِمَّا** এই চতুষ্পদ জন্তুগুলির পেটের মধ্যে যে আজো বাজে খারাপ জিনিস রয়েছে ওরই মধ্য হতে বিশ্বের রাব্ব আল্লাহ তোমাদের জন্য অত্যন্ত সুদৃশ্য ও সুস্বাদু দুধ পান করিয়ে থাকেন। অন্য জায়গায় **بُطُونُهَا** রয়েছে। দু’টিই জাযিয। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

উহা রক্তমুক্ত সাদা বর্ণের সুপেয় এবং সুমিষ্ট পানীয়। উহার শরীরের বর্জ ও রক্তের মাঝখানে অবস্থান। পশুর খাদ্য হজম

হওয়ার পর আল্লাহর আদেশে যার যার অংশে বিভিন্ন উপাদানগুলি জমা হয়। রক্ত চলে যায় শিরা-উপশিরায়, দুধ চলে যায় পশুর বাটে (স্তনে), মূত্র চলে যায় মূত্রথলিতে এবং বর্জদ্রব্যগুলো চলে যায় পায়ে পথে। বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর ওদের একটি অন্যটির সাথে মিশ্রিত হয়না এবং একটির কারণে অন্যটির কোন অসুবিধাও হয়না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ এই খাঁটি দুধ যা পান করতে তোমাদের কোন কষ্ট হয়না। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা সুস্বাদু ও সুপেয় দুধের বর্ণনা করার সাথে সাথে আর একটি পানীয়ের কথা উল্লেখ করছেন যা পাকা খেজুর ও আঙ্গুরের রস থেকে তৈরী করা হয়, যাকে 'নাবিয়' বলা হয়। এ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নেশা জাতীয় দ্রব্য হালাল ছিল। পরে এ হালালকৃত পানীয় হারাম ঘোষণা করে নতুন আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا আর খেজুর গাছের ফল ও আঙ্গুর হতে তোমরা মাদক খাদ্য গ্রহণ করে থাক। এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, খেজুর ছাড়া আঙ্গুরের রস দিয়ে তৈরী পানীয়ও নেশার উদ্রেক করে। এ ছাড়া পরবর্তী সময়ে গম, ভুট্টা, বার্লি, মধু ইত্যাদি থেকে তৈরী নেশা জাতীয় পানীয়ও মদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যে ব্যাপারে সহীহ হাদীস থেকে জানা যায়।

سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا মাদক ও উত্তম খাদ্য। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) 'কঠিন পানীয়' (মদ ইত্যাদি) এর অর্থ করেছেন ঐ দু'টি ফল থেকে তৈরী পানীয় যা নিষিদ্ধ এবং উত্তম রিয়ক হল যা খাওয়া বা গ্রহণ করা জাযিয। (তাবারী ১৭/২৪১) যখন ঐ ফলগুলি শুকিয়ে খাদ্যপযোগী করা হয় তখন তা হালাল। আর তা থেকে যখন রস নিংড়ানো হয় তাও হালাল যতক্ষণ না তা কঠিন পানিতে পরিণত হয়। অর্থাৎ যতক্ষণ না নেশা ধরে এমন গুণাগুণ অর্জন করে।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ এতে অবশ্যই বোধশক্তি সম্পন্ন সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নিদর্শন। এখানে বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিদের উল্লেখ করার কারণ এই যে, তারা আল্লাহর আদেশের বাইরে কোন কাজ করেনা এবং অশীলতা ও লজ্জাজনক কাজ থেকে দূরে থাকে। নেশা করার ফলে যে লজ্জাস্কর ও বেহায়াপনার সৃষ্টি হয় তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে এ থেকে দূরে থাকতে বলেন। তিনি বলেন :

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ.
لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سُبْحَنَ الَّذِي
خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

তাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং উৎসারিত করি প্রস্রাবন,
যাতে তারা আহার করতে পারে এর ফল-মূল হতে, অথচ তাদের হস্ত ওটা সৃষ্টি
করেনি। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেনা? পবিত্র মহান তিনি, যিনি
উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা যাদেরকে জানেনা তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন
জোড়ায় জোড়ায়। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৩৪-৩৬)

৬৮। তোমার রাব্ব মৌমাছির
অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ
দিয়েছেন : তুমি গৃহ নির্মাণ
কর পাহাড়, বৃক্ষ এবং মানুষ
যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে।

٦٨. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ
اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ
الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ

৬৯। এর পর প্রত্যেক ফল
হতে কিছু কিছু আহার কর,
অতঃপর তোমার রব্বের সহজ
পথ অনুসরণ কর। ওর উদর
হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের
পানীয়, যাতে মানুষের জন্য
রয়েছে রোগের প্রতিষেধক।
অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন
চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

٦٩. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ
فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلًّا تَخْرُجُ
مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ
أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

মৌমাছি ও মধুতে রয়েছে আল্লাহর রাহমাত ও শিক্ষা

এখানে অহী দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইলহাম বা অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দেয়া। মৌমাছিদেরকে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে এটা বুঝিয়ে দেয়া হয় যে, ওরা যেন পাহাড়ে, বৃক্ষে এবং (মানুষের বাড়ীর) ছাদে ওদের মৌচাক তৈরী করে। এই দুর্বল সৃষ্টজীবের ঘরটি দেখলে বিস্মিত হতে হয়! ওটা কতই না মযবূত, কতই না সুন্দর এবং কতই না কারুকার্য খচিত!

অতঃপর মহান আল্লাহ মৌমাছিদেরকে হিদায়াত করেন যে, ওরা যেন ফল, ফুল এবং ঘাসপাতা হতে রস আহরণ করার জন্য যেখানে ইচ্ছা সেখানেই গমনাগমন করে। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের সময় যেন সরাসরি নিজেদের মৌচাকে পৌঁছে যায়। উচু পাহাড়ের চূড়া হোক, বৃক্ষ হোক, মরু-প্রান্তর হোক, লোকালয় হোক, জনশূন্য স্থান ইত্যাদি যে স্থানই হোক না কেন ওরা পথ ভুলেনা। যত দূরেই যাক না কেন ওরা প্রত্যাবর্তন করে সরাসরি নিজেদের মৌচাকে নিজেদের বাচ্চা, ডিম ও মধুতে পৌঁছে যায়। ওরা ডানার সাহায্যে মোম তৈরী করে এবং মুখ দ্বারা জমা করে মধু, পিছনের অংশ দিয়ে বের হয় ডিম। পরদিন আবার তারা মধুর অন্বেষনে মাঠের দিকে চলে যায়।

فَاسْأَلْكَ سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا অতঃপর তোমার রবের সহজ পথ অনুসরণ কর। কাতাদাহ (রহঃ) এবং আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) বলেন : এর অর্থ হচ্ছে অত্যন্ত বাধ্য ও অনুগত হয়ে। (তাবারী ১৭/২৪৯) এ আয়াত থেকে আমরা ধারণা পেতে পারি যে, হিজরাতের ব্যাপারটি এখনও জারী আছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَذَلَّلْنَاهَا هُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

এবং আমি ওগুলিকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। ওগুলির কতক তাদের বাহন এবং কতক তারা আহার করে। (সূরা ইয়াসীন, ৩৬ : ৭২)

তিনি বলেন : তোমরা কি লক্ষ্য করনা যে, লোকেরা মৌচাককে এক শহর হতে অন্য শহর পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং মৌমাছিরা তাদেরকে অনুসরণ করে? কিন্তু প্রথম উক্তিটিই বেশী স্পষ্ট। অর্থাৎ এটা طَرِيق বা পথ হতে حَال হয়েছে। ইমাম ইব্ন জারীর (রহঃ) দু’টিকেই সঠিক বলেছেন। (তাবারী ১৭/২৪৯)

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلَفٌ أَلْوَانُهُ মধু সাদা, হলদে, লাল ইত্যাদি বিভিন্ন রংয়ের হয়ে থাকে। ফল, ফুল ও মাটির রংয়ের বিভিন্নতার কারণেই মধুর

এই বিভিন্ন রং হয়। **فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ** যাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিষেধক। মধুর বাহ্যিক সৌন্দর্য ও চর্মকের সাথে সাথে ওর দ্বারা রোগ হতেও আরোগ্য লাভ হয়। আল্লাহ তা'আলা এর দ্বারা বহু রোগ হতে আরোগ্য দান করেন। এখানে **فِيهِ الشِّفَاءُ لِلنَّاسِ** বলা হয়নি। এরূপ বললে এটা সমস্ত রোগের আরোগ্য দানকারী রূপে সাব্যস্ত হত। বরং **فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ** বলা হয়েছে। অর্থাৎ এতে লোকদের জন্য শিফা (রোগের আরোগ্য) রয়েছে। এটা ঠান্ডা লাগা রোগের প্রতিষেধক। ঔষধ সব সময় রোগের বিপরীত হয়ে থাকে। মধু গরম, কাজেই এটা ঠান্ডা লাগা রোগের জন্য উপকারী।

কাতাদাহ (রহঃ) আবু আল মুতাওয়াক্কিল আলী ইবন দাউদ আন নাযী (রহঃ) থেকে, তিনি আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বলেন, একটি লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল : 'আমার ভাই পেট খারাপে ভুগছে। (অর্থৎ খুব পায়খানা হচ্ছে)।' তিনি বললেন : 'তাকে মধু পান করতে দাও।' সে গেল এবং তাকে মধু পান করাল। আবার সে এলো এবং বলল : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! তাকে মধু পান করতে দেয়া হয়েছে, কিন্তু তার রোগতো আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।' তিনি এবারও বললেন : 'যাও, তাকে মধু পান করাও।' সে গেল এবং তাকে মধু পান করাল। পুনরায় এসে সে বলল : 'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! পেটের পীড়া আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বললেন : আল্লাহ সত্যবাদী এবং তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যাবাদী। তুমি যাও এবং তোমার ভাইকে মধু পান করাও। সুতরাং সে গেল এবং তাকে মধু পান করাল। এবার সে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করল। (ফাতহুল বারী ১০/১৭৮, মুসলিম ৪/১৭৩২)

কোন কোন ডাক্তার মন্তব্য করেছেন যে, সম্ভবতঃ ঐ লোকটির পেটে ময়লা আবর্জনা খুব বেশী ছিল। মধুর গরম গুণের কারণে ওগুলি হজম হতে থাকে। ফলে ঐ ময়লা আবর্জনা ও উচ্ছিষ্ট অংশগুলি বেরিয়ে যেতে শুরু করে। অতএব পাতলা পায়খানা খুব বেশী হয়ে বেরিয়ে যায়। বেদুঈন ওটাকেই রোগ বৃদ্ধি বলে মনে করে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট অভিযোগ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে আরও মধু পান করাতে বলেন। এতে ময়লা আবর্জনা পাতলা পায়খানা রূপে আরও বেশী হয়ে নামতে শুরু করে। পুনরায় মধু পান করানোর পর পেট সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং সে পূর্ণ আরোগ্য লাভ করে। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লামের কথা, যা তিনি আল্লাহর তা‘আলার ইঙ্গিতেই বলেছিলেন, তা সত্য প্রমাণিত হয়।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিষ্টদ্রব্য ও মধু খুব ভালবাসতেন। (ফাতহুল বারী ১০/৮১, মুসলিম ২/১১০১)

ইবন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘তিনটি জিনিসে শিফা বা রোগমুক্তি রয়েছে। শিঙ্গা লাগানো, মধুপান এবং (গরম লোহা দ্বারা) দাগ দিয়ে নেয়া। কিন্তু আমার উম্মাতকে আমি দাগ নিতে নিষেধ করছি।’ (ফাতহুল বারী ১০/১৪৩) আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

ذٰلِكَ لَايَةُ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য! অর্থাৎ হে মানবমন্ডলী! মৌমাছির মত অতি দুর্বল ও শক্তিহীন প্রাণীর তোমাদের জন্য মধু ও মোম তৈরী করা, স্বাধীনভাবে বিচরণ করা এবং বাসস্থান চিনতে ভুল না করা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে যারা চিন্তা গবেষণা করে তাদের জন্য এতে আমার শ্রেষ্ঠত্ব এবং আধিপত্যের বড় নিদর্শন রয়েছে। এগুলির মাধ্যমে মানুষ মহান আল্লাহর বিজ্ঞানময়, জ্ঞানী, দাতা এবং দয়ালু হওয়ার দলীল লাভ করতে পারে।

৭০। আল্লাহই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন এবং তোমাদের মধ্যে কেহ কেহকে উপনীত করা হয় জরাজীর্ণ বয়সে। ফলে তারা যা কিছু জানত সে সম্বন্ধে তারা সজ্ঞান থাকেনা; আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।

۷۰. وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّيْكُمْ
وَمِنْكُمْ مَّنْ يُرَدُّ اِلٰى اَرْدَلٍ
الْعُمُرِ لِكَيَّ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ
شَيْئًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ

‘মানুষের জন্য এতে রয়েছে শিক্ষা’ এর অর্থ

আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন : সমস্ত বান্দার উপর আধিপত্য আল্লাহরই। তিনিই তাদেরকে অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্বে এনেছেন। তিনিই তাদের মৃত্যু ঘটাবেন। কেহকে তিনি এত বেশী বয়সে পৌঁছিয়ে থাকেন যে, সে শিশুদের মত

দুর্বল হয়ে পড়ে। আলী (রাঃ) বলেন যে, পঁচাত্তর বছর বয়সে মানুষ এরূপ অবস্থায় উপনীত হয়। তার শক্তি শেষ হয়ে যায়, স্মরণ শক্তি কমে যায়, জ্ঞান হ্রাস পায় এবং বিদ্বান হওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে।

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً

আল্লাহ! তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বল অবস্থায়; দুর্বলতার পর তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ষিক্য। (সূরা রুম, ৩০ : ৫৪)
আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রার্থনায় বলতেন :

أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الدَّجَالِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ.

(হে আল্লাহ!) আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি কার্পণ্য হতে, অপারগতা হতে, বার্ষিক্য হতে, লাঞ্ছনাপূর্ণ বয়স হতে, কাবরের আযাব হতে, দাজ্জালের ফিতনা হতে এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা হতে। (ফাতহুল বারী ৮/২৩৯)

কবি যুহাইর ইব্ন আবী সুলমা তার প্রসিদ্ধ ‘মুয়াল্লাকায়’ বলেছেন : ‘দুঃসহ জীবন জ্বালায় জীবনের প্রতি আমি আজ অনাসক্ত। আর যে ব্যক্তি আশি বছরের দীর্ঘ জীবন লাভ করে, কোন সন্দেহ নেই যে, সে অবসন্ন/ক্লান্ত হয়েই থাকে। মৃত্যুকে আমি অন্ধ উষ্টীর ন্যায় হাত-পা ছুড়তে দেখছি, যাকে পায় প্রাণে মারে, আর যাকে ছাড়ে সে জীবনভারে বার্ষিক্যে পৌঁছে যায়।’

৭১। আল্লাহ জীবনোপকরণে তোমাদের একজনকে অন্যজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া হয়েছে তারা তাদের অধীনস্থ দাস দাসীদেরকে নিজেদের জীবনোপকরণ হতে এমন কিছু দেয়না যাতে তারা এ বিষয়ে সমান হয়ে যায়;

۷۱. وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ

بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ

فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ

তাহলে কি তারা আল্লাহর
অনুগ্রহ অস্বীকার করে?

سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ
تَجْحَدُونَ

মানুষের জীবিকার মধ্যে রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন ও রাহমাত

আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের অজ্ঞতা এবং অকৃতজ্ঞতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা তাদের মা‘বুদদেরকে আল্লাহর দাস জানা সত্ত্বেও তাদের ইবাদাতে লেগে রয়েছে। হাজ্জের সময় তারা বলত :

لَيْلِكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكَ هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلِكٌ

হে আল্লাহ! আমি আপনার সামনে হাযির আছি, আপনার কোন শরীক নেই সে ছাড়া, যে স্বয়ং আপনার দাস। তার অধীনস্থদের প্রকৃত মালিক আপনিই।’ সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলছেন : ‘তোমরা নিজেরা যখন তোমাদের গোলামদেরকে তোমাদের সমান মনে করনা এবং তোমাদের সম্পদে তাদের অংশীদার হওয়াকে পছন্দ করনা, তখন কি করে আমার গোলামদেরকে আমার সাথে শরীক স্থাপন করছ?’ এই বিষয়টিই নিম্নের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْتَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ

(আল্লাহ) তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন : তোমাদেরকে আমি যে রিয়ক দিয়েছি তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের কেহ কি তাতে তোমাদের সমান অংশীদার? তোমরা কি তাদেরকে সেরূপ ভয় কর যেরূপ তোমরা পরস্পরকে ভয় কর? (সূরা রুম, ৩০ : ২৮)

আল আউফী (রহঃ) বলেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা বলছেন : ‘তোমরা নিজেরা যখন তোমাদের গোলামদেরকে

তোমাদের ধন-সম্পদ ও স্ত্রীর সাথে নিজেদের শরীক বানাতে ঘৃণা বোধ করছ তখন আমার গোলামদেরকে কি করে তোমরা আমার ক্ষমতার শরীক করছ?’ এটাই হচ্ছে আল্লাহর নি‘আমাতকে অস্বীকার করা যে, আল্লাহর জন্য ওটা পছন্দ করা হচ্ছে যা নিজেদের জন্য অপছন্দ করা হয়। এটা হচ্ছে মিথ্যা মা‘বুদদের দৃষ্টান্ত। তোমরা নিজেরা যখন ওদের থেকে পৃথক তখন আল্লাহতো এর চেয়ে আরও বেশী পৃথক! বিশ্ববের নি‘আমাতরাশির অকৃতজ্ঞতা এর চেয়ে বেশী আর কি হতে পারে যে ক্ষেত-খামার এবং চতুষ্পদ জন্তু এক আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, অথচ তোমরা এগুলোকে তিনি ছাড়া অন্যদের নামে উৎসর্গ করছ?

হাসান বাসরী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, উমার ইব্ন খাত্তাব (রাঃ) আবু মূসা আশআ‘রীকে (রাঃ) একটি চিঠি লিখেন। চিঠির মর্ম ছিল নিম্নরূপ :

‘তুমি আল্লাহর রিয়কে সম্ভ্রষ্ট থাক। নিশ্চয়ই তিনি জীবনোপকরণে তোমাদের কেহকে কারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এটা তাঁর পক্ষ হতে একটি পরীক্ষা। তিনি দেখতে চান যে, যাকে তিনি রিয়কের ব্যাপারে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন সে কিভাবে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে এবং তার উপর অন্যান্যদের যে সব হক নির্ধারণ করেছেন তা সে কতটুকু আদায় করছে।’ এটি ইমাম ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।

৭২। আর আল্লাহ তোমাদের হতেই তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের যুগল হতে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন এবং উত্তম জীবনোপকরণ দান করেছেন। তবুও কি তারা মিথ্যা বিষয়ে বিশ্বাস করবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?

৭২. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিও আল্লাহর নি‘আমাত ও অনুগ্রহ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দার প্রতি তাঁর আর একটি নি‘আমাত ও অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন : ‘আমি বান্দাদের জন্য তাদেরই জাতি হতে এবং তাদেরই আকৃতির ও রীতি-নীতির স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছি। যদি তারা একই জাতির না হত তাহলে তাদের পরস্পরের মধ্যে মিল-মিশ্র ও প্রেম-প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হতনা। তারপর এই জোড়ার মাধ্যমে আমি তাদের বংশ বৃদ্ধি করেছি এবং সন্তান-সন্ততি ছড়িয়ে দিয়েছি। তাদের সন্তান হয়েছে এবং সন্তানদের সন্তান হয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), হাসান (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এরূপ বর্ণনা করেছেন।

শুবাহ (রহঃ) আবু বিশর (রহঃ) হতে, তিনি সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) হতে, তিনি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, **حَفْدَةٌ** এরতো একটি অর্থ এটাই, অর্থাৎ পৌত্র। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে সেবক ও সাহায্যকারী। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে এ অর্থও করা হয়েছে যে, এর দ্বারা জামাতা সম্পর্ক বুঝানো হয়েছে। অর্থের অধীনে এসবই চলে আসে।

তবে হ্যাঁ, যাঁদের নিকট **حَفْدَةٌ** এর সম্পর্ক **أَزْوَاجًا** এর সাথে রয়েছে তাদের মতেতো এর দ্বারা সন্তান, সন্তানের সন্তান, জামাতা এবং স্ত্রীর সন্তানদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ ‘আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের স্ত্রীদেরকে ও সন্তানদেরকে তোমাদের খাদেম বানিয়ে দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে পানাহারের জন্য উত্তম স্বাদের জিনিস দান করেছেন। সুতরাং বাতিলের উপর বিশ্বাস রেখে আল্লাহর নি‘আমাতরাজির অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তোমাদের জন্য মোটেই সমীচীন নয়।

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, কিয়ামাতের দিন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেন : ‘আমি কি তোমাদেরকে দুনিয়ায় স্ত্রী দান করিনি? তোমাদের কি আমি সম্মানের অধিকারী করিনি? ঘোড়া ও উটকে কি তোমাদের অনুগত করেছিলাম না? আমি কি তোমাদেরকে নেতৃত্ব ও আরামের মধ্যে ছেড়ে দিয়েছিলাম না?’ (মুসলিম ৪/২২৭৯)

৭৩। এবং তারা কি ইবাদাত করবে আল্লাহ ছাড়া অপরের যাদের আকাশমন্ডলী অথবা পৃথিবী হতে কোন

۷۳. وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنْ

<p>জীবনোপকরণ সরবরাহ করার শক্তি নেই? এবং তারা কিছুই করতে সক্ষম নয়।</p>	<p>الْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ</p>
<p>৭৪। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন সদৃশ স্থির করা; নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জাননা।</p>	<p>٧٤. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ</p>

ইবাদাতে আল্লাহর সাথে অন্যকে অংশী করা যাবেনা

আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যারা তাঁর সাথে অন্যের ইবাদাত করে। তিনি বলেন : 'নি'আমাত দানকারী, সৃষ্টিকারী, রক্ষী দাতা একমাত্র আল্লাহ। তাঁর কোন অংশীদার নেই। مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا আর এই মুশরিকরা আল্লাহর সাথে যাদের ইবাদাত করছে তারা না পারে আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করতে, না পারে যমীন থেকে শস্য ও গাছ-পালা জন্মাতো।

سُتَرَاং ه ه মুশরিকদের দল! তোমরা আল্লাহর সাথে কেহকেও তুলনা করা এবং তাঁর শরীক ও তাঁর মত কেহকেও মনে করা। আল্লাহ ইল্ম ও জ্ঞানের অধিকারী। তিনি তাঁর জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে নিজের তাওহীদের সাক্ষ্য দিচ্ছেন। আর তোমরা নিজেদের অজ্ঞতার কারণে অন্যদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিয়েছ।

<p>৭৫। আল্লাহ উপমা দিচ্ছেন অপরের অধিকারভুক্ত এক দাসের, যে কোন কিছুর উপর শক্তি রাখেনা। এবং অপর এক ব্যক্তি যাকে তিনি নিজ হতে উত্তম রিয়ক দান</p>	<p>٧٥. ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا</p>
--	--

মু'মিন ও কাফিরের তুলনা

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন বলেন যে, এটা হচ্ছে কাফির ও মু'মিনের দৃষ্টান্ত। 'অপরের অধিকারভুক্ত দাস, যার কোন কিছু করার ক্ষমতা নেই' দ্বারা কাফির এবং উত্তম রিয়ক প্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা মু'মিনকে বুঝানো হয়েছে। মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এই দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিমা/মূর্তি ও আল্লাহ তা'আলার মধ্যে প্রভেদ বুঝানোই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ আল্লাহ ও ওটা সমান নয়। (তাবারী ১৭/২৬৩) এই দৃষ্টান্তের পার্থক্য এত স্পষ্ট যে, এটা বলার কোন প্রয়োজন হয়না। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, **الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ**, প্রশংসার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ। অথচ তাদের অধিকাংশই এটা জানেনা।

৭৬। আল্লাহ আরও উপমা দিচ্ছেন দু' ব্যক্তির। ওদের একজন মুক, কোন কিছুরই শক্তি রাখেনা এবং সে তার মালিকের জন্য বোঝা স্বরূপ; তাকে যেখানেই পাঠানো হোক না কেন সে ভাল কিছুই করে আসতে পারেনা। সে কি ঐ ব্যক্তির মত সমান হবে যে ন্যায়ের নির্দেশ দেয় এবং যে আছে সরল পথে?

৭৬. **وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ**

আল্লাহ ও মিথ্যা আরাধ্যর আর একটি উদাহরণ

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : ‘এই দৃষ্টান্ত দ্বারাও ঐ পার্থক্য দেখানো উদ্দেশ্য, যা আল্লাহ তা‘আলা ও মুশরিকদের প্রতিমা/মূর্তিগুলির মধ্যে রয়েছে। এই প্রতিমা/মূর্তি হচ্ছে বোবা। সে কথা বলতে পারেনা, কোন জিনিসের উপর ক্ষমতাও রাখেনা। কথা ও কাজ দু’টি থেকেই সে ক্ষমতা শূন্য। সে শুধু তার মালিকের উপর বোবা স্বরূপ। সে যেখানেই যাকনা কেন, কোন মঙ্গল বয়ে আনতে পারেনা। সুতরাং একতো হল এই ব্যক্তি। আর এক ব্যক্তি, যে ন্যায়ের হুকুম করে এবং নিজে রয়েছে সরল সোজা পথের উপর অর্থাৎ কথা ও কাজ এই উভয় দিক দিয়েও ভাল - এ দু’জন কি করে সমান হতে পারে?’

একটি উক্তি রয়েছে যে, মুক দ্বারা উসমানের (রাঃ) গোলামকে বুঝানো হয়েছে। আবার এও হতে পারে যে, এটাও মু‘মিন ও কাফিরের দৃষ্টান্ত, যেমন এর পূর্ববর্তী আয়াতে ছিল। কথিত আছে যে, কুরাইশের এক ব্যক্তির গোলামের বর্ণনা পূর্বে রয়েছে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি দ্বারা উসমানকে (রাঃ) বুঝানো হয়েছে। আর বোবা গোলাম দ্বারা উসমানের (রাঃ) ঐ গোলামটিকে বুঝানো হয়েছে যার জন্য তিনি খরচ করতেন, অথচ সে তাকে কষ্ট দিত। তিনি তাকে কাজ-কর্ম হতে মুক্তি দিয়ে রেখেছিলেন, তথাপি সে ইসলাম থেকে বিমুখই ছিল এবং তাকে দান খাইরাত ও সাওয়াবের কাজ থেকে বাধা প্রদান করত। তার ব্যাপারেই এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

<p>৭৭। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহরই এবং কিয়ামাতের ব্যাপারতো চোখের পলকের ন্যায়, বরং ওর চেয়েও সত্বর; আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।</p>	<p>۷۷. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمَحٍ بَاصِرٍ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ</p>
<p>৭৮। আর আল্লাহ তোমাদেরকে নির্গত করেছেন</p>	<p>۷۸. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونٍ</p>

<p>তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতেনা, এবং তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।</p>	<p>أُمِّهِتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ</p>
<p>৭৯। তারা কি লক্ষ্য করেনা আকাশের শূন্য গর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন বিহংগের প্রতি? আল্লাহই ওদেরকে স্থির রাখেন; অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য।</p>	<p>৭৯. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ</p>

আল্লাহই গাইবের মালিক, তিনিই জানেন কিয়ামাতের সময়

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যমীন ও আসমানের অদৃশ্যের খবর তিনিই রাখেন। কেহ এমন নেই যে, অদৃশ্যের খবর জানতে পারে। তিনি যাকে যে জিনিসের খবর অবহিত করেন সে তখন তা জানতে পারে। প্রত্যেক জিনিসই তাঁর ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে। কেহ তাঁর বিপরীত করতে পারেনা, কেহ তাঁকে বাধা প্রদানও করতে পারেনা। যখন যে কাজের তিনি ইচ্ছা করেন তখনই তা করতে পারেন। তিনিতো শুধু বলেন, 'হও' ফলে তা হয়ে যায়।

وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ

আমার আদেশতো একটি কথায় নিষ্পন্ন, চোখের পলকের মত। (সূরা কামার, ৫৪ : ৫০)

وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

হে মানুষ! তোমাদের চোখ বন্ধ করার পর তা খুলতেতো কিছু সময় লাগে,

কিন্তু আল্লাহর হুকুম পূরা হতে ততটুকুও সময় লাগেনা। কিয়ামাত আনয়নও তাঁর কাছে এরূপই সহজ। ওটাও হুকুম হওয়া মাত্রই সংঘটিত হবে।

مَا خَلَقُكُمْ وَلَا بَعَثُكُمْ إِلَّا كَنْفُسٍ وَاحِدَةً

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের অনুরূপ। (সূরা লুকমান, ৩১ : ২৮)

মানুষকে দেয়া আল্লাহর নি‘আমাতের মধ্যে রয়েছে শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং বুঝতে পারার জন্য অন্তঃকরণ

মহান আল্লাহ বলেন : ‘তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহ সম্পর্কে চিন্তা করে দেখ, তিনি মানুষকে মায়ের গর্ভ হতে বের করেছেন। তখন তারা ছিল সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন। তারপর তিনি তাদেরকে শোনার জন্য কান দিলেন, দেখার জন্য দিলেন চোখ এবং বুঝার জন্য দিলেন জ্ঞান-বুদ্ধি। জ্ঞান-বুদ্ধির স্থান হচ্ছে হৃদয়। কেহ কেহ মস্তিষ্কও বলেছেন। জ্ঞান ও বিবেক দ্বারাই লাভ ও ক্ষতি জানতে পারা যায়। এই শক্তি ও এই ইন্দ্রিয় মানুষকে ক্রমান্বয়ে অল্প অল্প করে দেয়া হয়। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এটাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত পূর্ণতায় পৌঁছে। মানুষকে এ সব এ জন্যই দেয়া হয়েছে যে, তারা এগুলিকে আল্লাহর মারেফাত ও ইবাদাতের কাজে লাগাবে।’ যেমন সহীহ বুখারীতে আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা‘আলা বলেন : ‘যারা আমার বন্ধুদের সাথে শত্রুতা করে তারা আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। আমার প্রতি ফার্ষ আদায় করার মাধ্যমে বান্দা আমার যতটা নৈকট্য ও বন্ধুত্ব লাভ করে ততটা আর কিছুই মাধ্যমে করতে পারেনা। খুব বেশী বেশী নাফল কাজ করতে করতে বান্দা আমার নৈকট্য লাভে সমর্থ হয় এবং আমার ভালবাসার পাত্র হয়ে যায়। যখন আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করি তখন আমি তার কান হয়ে যাই যার দ্বারা শোনে, আমি তার চোখ হয়ে যাই যার দ্বারা সে দেখে, আমি তার হাত হয়ে যাই যার দ্বারা সে ধারণ করে এবং আমি তার পা হয়ে যাই যার দ্বারা সে চলা-ফিরা করে। সে আমার কাছে চাইলে আমি তাকে দিয়ে দিই। আশ্রয় চাইলে তাকে আশ্রয় দিই। আমি কোন কাজে ততো ইতস্ততঃ করিনা যত ইতস্ততঃ করি আমার মু‘মিন বান্দার রূহ কবয করতে। সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে এবং আমি তাকে অসম্ভব করতে চাইনা। কিন্তু মৃত্যু এমনই যে, কোন প্রাণীই এর থেকে রেহাই পেতে পারেনা।’ (ফাতহুল বারী ১১/৩৪৮)

এই হাদীসের ভাবার্থ এই যে, মু'মিন যখন আন্তরিকতা ও আনুগত্যে পূর্ণতা লাভ করে তখন তার সমস্ত কাজ শুধুমাত্র আল্লাহরই জন্য হয়ে থাকে। সে শোনে আল্লাহর জন্য, দেখে আল্লাহরই জন্য। অর্থাৎ সে শারীয়াতের কথা শোনে এবং শারীয়াতে যেগুলি দেখা জাযিয় আছে সেগুলি দেখে থাকে। অনুরূপভাবে তার হাত বাড়ানো এবং পা চালানোও আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজের জন্যই হয়ে থাকে। সে আল্লাহ তা'আলার উপর ভরসা করে এবং তাঁরই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। তার সমস্ত কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। কোন কোন গায়ের সহীহ হাদীসে এরপর নিম্নলিখিত কথাও এসেছে : 'অতঃপর সে আমার জন্যই শ্রবণ করে, আমার জন্যই দর্শন করে, আমার জন্যই আঘাত হানে এবং আমার জন্যই চলাফিরা করে।' (ফাতহুল বারী ১১/৩৫২) এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন :

تِنِیْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয় যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেন :

قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (২৪) قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

বল : তিনিই (আল্লাহই) তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি ও অন্তঃকরণ। তোমরা অল্পই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। বল : তিনিই পৃথিবীতে তোমাদেরকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। (সূরা মূলক, ৬৭ : ২৩-২৪)

আকাশে বিচরণশীল পাখির মধ্যে রয়েছে আল্লাহর নিদর্শন

এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ স্বীয় বান্দাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন : 'তোমরা কি আকাশের শূন্য গর্ভে নিয়ন্ত্রণাধীন পাখিগুলির দিকে লক্ষ্য করনা? আল্লাহ তা'আলাই ওগুলিকে স্বীয় ক্ষমতা বলে স্থির রাখেন। তিনিই ওদেরকে এভাবে উড়ার শক্তি দান করেছেন এবং বায়ুকে ওদের অনুগত করে দিয়েছেন।' সূরা মূলকে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَفَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ ۚ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ

তারা কি লক্ষ্য করেনা তাদের উর্ধ্বদেশে বিহঙ্গকূলের প্রতি, যারা পক্ষ বিস্তার করে ও সংকুচিত করে? দয়াময় আল্লাহই তাদেরকে স্থির রাখেন। তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা। (সূরা মূলক, ৬৭ : ১৯) এখানেও আল্লাহ তা'আলা সমাপ্তি টেনে বলেন : إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ এতে ঈমানদারদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।

৮০। এবং আল্লাহ তোমাদের গৃহকে করেন তোমাদের আবাসস্থল, আর তিনি তোমাদের জন্য পশুচর্মের তাবুর ব্যবস্থা করেন; ওটা বহনকালে (তোমাদের ভ্রমনকালে) এবং ওতে অবস্থানকালে তোমরা তা সহজে বহন করতে পার। তিনি তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন ওদের পশম, লোম ও কেশ হতে কিছু কালের জন্য গৃহ সামগ্রী ও ব্যবহার উপকরণ।

১০. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ^১ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا^২ وَمِئَةً إِلَىٰ حِينٍ

৮১। আর আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তাতে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেন এবং তিনি তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন এবং তোমাদের জন্য ব্যবস্থা করেন পরিধেয় বস্ত্রের; ওটা তোমাদেরকে তাপ হতে রক্ষা

১১. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ

<p>করে এবং তিনি ব্যবস্থা করেন তোমাদের জন্য বর্মের, ওটা তোমাদেরকে যুদ্ধে রক্ষা করে; এভাবে তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করেন যাতে তোমরা আত্মসমর্পণ কর।</p>	<p>وَسَرَّيْلَ تَقِيكُمْ بِأَسْكُمُ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ</p>
<p>৮২। অতঃপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমার কর্তব্যতো শুধু স্পষ্টভাবে বাণী পৌছে দেয়া।</p>	<p>۸۲. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ</p>
<p>৮৩। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ জ্ঞাত আছে; কিন্তু সেগুলি তারা অস্বীকার করে এবং তাদের অধিকাংশই কাফির।</p>	<p>۸۳. يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمْ الْكَافِرُونَ</p>

বাসস্থান, আরাম-আয়েশ, পোশাক-পরিচ্ছদ এ সবই বান্দার প্রতি আল্লাহর ইহসান

মহামহিমাম্বিত আল্লাহ তাঁর আরও অসংখ্য ইহসান, ইন'আম ও নি'আমাতের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনিই আদম সন্তানের বসবাসের এবং আরাম ও শান্তি লাভ করার জন্য ঘর-বাড়ির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অনুরূপভাবে চতুষ্পদ জন্তুর চামড়ার তৈরী তাঁবু, ডেরা ইত্যাদি তাদেরকে দান করেছেন। এগুলো তাদের সফরের সময় কাজে লাগে। এগুলি বহন করাও সহজ এবং কোন জায়গায় অবস্থানকালে খাটানোও সহজ। তারপর ভেড়ার লোম, উঁটের কেশ এবং ছাগল ও দুম্বার পশম ব্যবসায়ের সম্পদ হিসাবে তিনি বানিয়ে দিয়েছেন। এগুলি দ্বারা বাড়ীর আসবাবপত্রও তৈরী হয়। যেমন এগুলি দ্বারা কাপড়ও বয়ন করা হয় এবং বিছানাও তৈরী করা হয়, আবার ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্যবসার সম্পদও বটে। এগুলি খুবই উপকারী জিনিস এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত মানুষ এগুলি দ্বারা উপকার লাভ করে থাকে। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا
জন্ম গাছের ছায়া দান করেছেন। وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا তোমাদের
উপকারার্থে তিনি পাহাড়ের উপর গুহা, দুর্গ ইত্যাদির ব্যবস্থা করেছেন যাতে
তোমরা তাতে আশ্রয় গ্রহণ করতে পার, মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করতে পার।

وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَايِلَ تَقِيَكُمُ الْحَرَّ তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন সূতী ও
পশমী কাপড় যেন তোমরা তা পরিধান করে শীত ও গরম হতে রক্ষা পাওয়ার
সাথে সাথে নিজেদের গুপ্তস্থান আবৃত কর এবং দেহের শোভাবর্ধনে সমর্থ হও।
وَسَرَايِلَ تَقِيَكُمُ بِأَسْكُمُ তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন লৌহবর্ম যা শত্রুদের
আক্রমণ এবং যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের কাজে লাগে। كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
এভাবে তিনি তোমাদেরকে তোমাদের প্রয়োজনের পুরোপুরি
জিনিস নি‘আমাত স্বরূপ দিতে রয়েছেন, যেন তোমরা আরাম ও শান্তি পাও এবং
প্রশান্তির সাথে নিজেদের প্রকৃত নি‘আমাতদাতার ইবাদাতে লেগে থাক।

প্রত্যেক নাবীর দায়িত্ব ছিল দা‘ওয়াত পৌছে দেয়া

ثُمَّ لَا يُؤْذَنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا
নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন : হে নাবী!
এখনও যদি এরা আমার ইবাদাত, তাওহীদ এবং অসংখ্য নি‘আমাতের কথা
স্বীকার না করে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে এতে তোমার কি আসে যায়? তুমি
তাদেরকে তাদের কাজের উপর ছেড়ে দাও। فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
তুমিতো শুধু প্রচারক মাত্র। সুতরাং তুমি তোমার প্রচারের কাজ চালিয়ে যাও।
মহামহিমাস্থিত আল্লাহ বলেন :

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا
তারাতো নিজেরাই জানে যে, একমাত্র
আল্লাহ তা‘আলাই হচ্ছেন নি‘আমাতরাজি দানকারী। কিন্তু এটা জানা সত্ত্বেও তারা
এগুলি অস্বীকার করছে এবং তাঁর সাথে অন্যদের ইবাদাত করছে। এমন কি তারা
তাঁর নি‘আমাতের সম্পর্ক অন্যদের প্রতি আরোপ করছে। তারা মনে করছে যে.

সাহায্যকারী অমুক, আহারদাতা অমুক। وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ তাদের অধিকাংশই কাফির। তারা হচ্ছে আল্লাহর অকৃতজ্ঞ বান্দা।

৮৪। যেদিন আমি প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে এক একজন সাক্ষী উত্থিত করব সেদিন কাফিরদেরকে অনুমতি দেয়া হবেনা এবং তাদেরকে (আল্লাহর) সন্তুষ্টি লাভের সুযোগ দেয়া হবেনা।

٨٤. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ

৮৫। যখন যালিমরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তাদের শাস্তি লঘু করা হবেনা এবং তাদেরকে কোন বিরাম দেয়া হবেনা।

٨٥. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا تُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ

৮৬। মুশরিকরা যাদেরকে (আল্লাহর) শরীক করেছিল তাদেরকে দেখে বলবে : হে আমাদের রাব্ব! এরাই তারা যাদেরকে আমরা আপনার শরীক করেছিলাম, যাদেরকে আমরা আহ্বান করতাম আপনার পরিবর্তে; অতঃপর তদুত্তরে তারা বলবে : তোমরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।

٨٦. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ ۖ فَالْقَوَا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ ۖ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ

৮৭) সেদিন তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে

٨٧. وَالْقَوَا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ

এবং তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করত তা তাদের জন্য নিষ্ফল হবে।	وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يُفْتَرُونَ
৮৮) আমি শান্তির উপর শান্তি বৃদ্ধি করব কাফিরদের এবং আল্লাহর পথে বাধা দানকারীদের। কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত।	<p>٨٨. الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ</p>

কিয়ামাত দিবসে মূর্তি পূজকদের দুরাবস্থার বর্ণনা

কিয়ামাতের দিন মুশরিকদের যে দুরাবস্থা ও দুর্গতি হবে, আল্লাহ তা‘আলা এখানে তারই খবর দিচ্ছেন। ঐ দিন প্রত্যেক উম্মাতের বিরুদ্ধে তার নাবী সাক্ষ্য প্রদান করবেন যে, তিনি তাদের কাছে আল্লাহর কালাম পৌঁছিয়েছেন। **شَهِيدًا ثَمَّ**

অতঃপর কাফিরদেরকে কোন ওয়র পেশ করার অনুমতি দেয়া হবেনা। কেননা তাদের ওয়র যে বাতিল ও মিথ্যা এটাতো স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ. وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ

ইহা এমন একদিন যেদিন কারও বাকস্ফুর্তি হবেনা। এবং তাদেরকে অনুমতি দেয়া হবেনা অপরাধ স্বলনে। (সূরা মুরসালাত, ৭৭ : ৩৫-৩৬)

মুশরিকরা আযাব দেখবে, তাদের আযাব হ্রাস করা হবেনা এবং সামান্য একটু সময়ের জন্যও শান্তি হালকা হবেনা এবং তারা অবকাশও পাবেনা। অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করা হবে। জাহান্নাম এসে পড়বে যা সত্তর হাজার লাগাম বিশিষ্ট হবে। এক একটি লাগামের জন্য নিযুক্ত থাকবেন সত্তর হাজার মালাক। তাদের মধ্যে একজন মালাক গ্রীবা বের করে এভাবে ক্রোধ প্রকাশ করবেন যে, সবাই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে হাটুর ভরে পড়ে যাবে। ঐ সময় জাহান্নাম নিজের ভাষায় স্বশব্দ ঘোষণা করবে : ‘আমাকে প্রত্যেক অবাধ্য ও হঠকারীর

জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে, যে আল্লাহর সাথে অন্য কেহকেও শরীক করেছে এবং এরূপ এরূপ কাজ করেছে। এভাবে সে বিভিন্ন প্রকারের পাপীর কথা উল্লেখ করবে, যেমনটি হাদীসে রয়েছে। অতঃপর সে লোকের কাছে চলে আসবে। পাখি যেমন তার ঠোঁট দিয়ে শস্য তুলে নেয়, অনুরূপভাবে তাদেরকে তুলে নিয়ে যাবে। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

إِذَا رَأَتْهُمْ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيْظًا وَزَفِيرًا. وَإِذَا أَلْقَا مِّنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقْرَّبِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا

দূর হতে আগুন যখন তাদেরকে দেখবে তখন তারা শুনতে পাবে ওর ত্রুদ্ব গর্জন ও হুঙ্কার। এবং যখন তাদেরকে শৃংখলিত অবস্থায় ওর কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা সেখানে ধ্বংস কামনা করবে। তাদেরকে বলা হবে : আজ তোমরা একবারের জন্য ধ্বংস কামনা করনা, বরং বহুবার ধ্বংস হওয়ার কামনা করতে থাক। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ১২-১৪) অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَرَاءَ الْمَجْرُمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا

অপরাধীরা জাহান্নাম দেখে ধারণা করবে যে, তাদেরকে ওর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে এবং তারা ওর থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় দেখতে পাবেনা। (সূরা কাহফ, ১৮ : ৫৩) অন্য আয়াতে রয়েছে :

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُوتُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ

হায়! যদি কাফিরেরা সেই সময়ের কথা জানত যখন তারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাত হতে আগুন প্রতিরোধ করতে পারবেনা এবং তাদেরকে সাহায্য করাও হবেনা। বস্তুতঃ ওটা তাদের উপর আসবে অতর্কিতে এবং তাদেরকে হতভম্ব করে দিবে; ফলে তারা ওটা রোধ করতে পারবেনা এবং তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবেনা। (সূরা আশিয়া, ২১ ৩৯-৪০)

কিয়ামাতের কঠিন সময়ে মূর্তি পূজকদের আরাধ্যরা তাদের আহ্বানে সাড়া দিবেনা

ঐ সময় মুশরিকরা যাদের ইবাদাত করত তারা তাদের পূজকদের অস্বীকার করবে। তাদের মিথ্যা মা'বুদদেরকে দেখে তারা বলবে :

رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ
إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ হে আমাদের রাব্ব! এরাই তারা যাদের আমরা দুনিয়ায় ইবাদাত করতাম। তখন তারা উত্তরে বলবে : 'তোমরা মিথ্যাবাদী। আমরা কখন তোমাদেরকে বলেছিলাম যে, তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাদেরই ইবাদাত কর?' এ সম্পর্কেই আল্লাহ সুবহানাছ ওয়া তা'আলা বলেন :

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَمَةِ وَهُمْ عَنِ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً
وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ

সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়। যখন কিয়ামাত দিবসে মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন ঐগুলি হবে তাদের শত্রু, ঐগুলি তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে। (সূরা আহকাফ, ৪৬ : ৫-৬) অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ বলেন :

وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. كَلَّا سَيَكْفُرُونَ
بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য মা'বুদ গ্রহণ করে, যেন তারা তাদের সহায় হয়। না কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদাত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী হয়ে যাবে। (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৮১-৮২) ইবরাহীম খলীলও (আঃ) এ কথাই বলেছিলেন :

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ

কিছু কিয়ামাত দিবসে তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে। সূরা আনকাবুত, ২৯ : ২৫) আর এক আয়াতে বলা হয়েছে :

وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ

তাদেরকে বলা হবে : তোমাদের দেবতাগুলিকে আহ্বান কর। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৬৪) এ বিষয়ের আরও অনেক আয়াত কুরআনুল কারীমে বিদ্যমান রয়েছে।

কিয়ামাত দিবসে আল্লাহর কাছে সবাই নতজানু হবে

وَالْقَوَا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامُ সেদিন তারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে। কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : তারা হবে অত্যন্ত বিগলিত চিত্ত এবং আত্মসমর্পণকারী। (তাবারী ১৭/২৭৬) অর্থাৎ তারা তখন একমাত্র আল্লাহর প্রতি নতঃশির হবে এবং তাদের কথা শোনার মত আর কেহ থাকবেনা, আর না তারা অন্য কারও বাধ্য থাকবে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا

তারা যেদিন আমার নিকট আসবে সেদিন তারা কত স্পষ্ট শুনবে ও দেখবে! (সূরা মারইয়াম, ১৯ : ৩৮) অন্য একটি আয়াতে রয়েছে :

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا

وَسَمِعْنَا

হায়! তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের রবের সামনে অধোবদন হয়ে বলবে : হে আমাদের রাব্ব! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম ও শ্রবণ করলাম। (সূরা সাজদাহ, ৩২ : ১২) অন্য একটি আয়াতে আছে :

وَعَنْتَ أَلْوَجْوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ

স্বাধীন, স্বধিষ্ঠ- পালনকর্তার নিকট সকলেই হবে অধোবদন। (সূরা তা-হা, ২০ : ১১১) অর্থাৎ বাধ্য ও অনুগত হবে। তাদের সমস্ত অপবাদ প্রদান দূর হয়ে যাবে। শেষ হবে সমস্ত ষড়যন্ত্র ও চাতুরী। কোন সাহায্যকারী সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবেনা।

মুশরিকদের মধ্যে যারা অন্যকে বিপথে নিয়েছে তাদেরকে দেয়া হবে আরও কঠোর শাস্তি

মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন : **الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ** : আমি শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করব কাফিরদের ও আল্লাহর পথে বাধাদানকারীদের জন্য; কারণ তারা অশান্তি সৃষ্টি করত ।

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ

তারা নিজেরাতো তা থেকে বিরত থাকে, অধিকন্তু লোকদেরকেও তারা তা থেকে বিরত রাখতে চায় । (সূরা আন'আম, ৬ : ২৬)

وَأِنْ يُّهْلِكُوكَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

বস্তুতঃ তারা ধ্বংস করেছে শুধুমাত্র নিজেদেরকেই অথচ তারা অনুভব করছেননা । (সূরা আন'আম, ৬ : ২৬)

এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, কাফিরদের শাস্তিরও শ্রেণী বিভাগ থাকবে, যেমন মু'মিনদের পুরস্কারের শ্রেণী বিভাগ হবে । আল্লাহ তা'আলা যেমন বলেন :

لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ

প্রত্যেকের জন্যই রয়েছে দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা তা জ্ঞাত নও । (সূরা আ'রাফ, ৭ : ৩৮)

৮৯) সেদিন আমি উত্থিত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে তাদের বিষয়ে এক একজন সাক্ষী এবং তোমাকে আমি আনব সাক্ষী রূপে এদের বিষয়ে; আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ, পথ নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদ স্বরূপ

১৭. **وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ**
وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَٰؤُلَاءِ
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا
لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً

তোমার প্রতি কিতাব অবতীর্ণ
করেছি।

وَمُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

প্রত্যেক নাবীই তাঁর জাতির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবেন

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলছেন : **وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ** : সেদিন আমি উথিত করব প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে তাদের বিষয়ে এক একজন সাক্ষী এবং তোমাকে আমি আনব সাক্ষী রূপে এদের বিষয়ে। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাতকে সাক্ষীস্বরূপ আনা হবে। বলা হয়েছে : স্মরণ কর ঐ বিভীষিকাময় দিনের কথা, যেদিন তোমাকে বিশেষভাবে সম্মানিত করা হবে এবং মর্যাদার উচ্চাসনে বসানো হবে। এ আয়াতটি ঐ আয়াতটিরই অনুরূপ যা আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে তিলাওয়াত করেছিলেন :

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا

অনন্তর তখন কি দশা হবে যখন আমি প্রত্যেক ধর্ম/সম্প্রদায় হতে সাক্ষী আনয়ন করব এবং তোমাকেই তাদের প্রতি সাক্ষী করব? (সূরা নিসা, ৪ : ৪১) একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইব্ন মাসউদকে (রাঃ) সূরা নিসা পাঠ করতে বলেন। যখন তিনি এই আয়াত পর্যন্ত পৌছেন তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন : ‘থাক, যথেষ্ট হয়েছে।’ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখেন যে, তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়েছে। (ফাতহুল বারী ৮/৯৯)

পবিত্র কুরআনে কোন কিছুই বর্ণনা করতে বাদ রাখা হয়নি

মহান আল্লাহ বলেন : **وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ** : এটি আমার অবতারিত কিতাব। সবকিছুই আমি তোমার সামনে বর্ণনা করেছি। সমস্ত জ্ঞান এবং সমস্ত বিষয় এই কুরআনুল কারীমে রয়েছে। প্রত্যেক হালাল, হারাম, প্রত্যেক উপকারী বিদ্যা, সমস্ত কল্যাণ, অতীতের খবর, আগামী দিনের ঘটনাবলী, দীন ও দুনিয়া, উপজীবিকা, পরকাল প্রভৃতির সমস্ত যরণী আহকাম এবং অবস্থাবলী এর মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। এটি হচ্ছে অন্তরের হিদায়াত, রাহমাত এবং সুসংবাদ।

ইমাম আওয়ামী (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন যে, সূন্নাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিলিয়ে এই কিতাবে সমস্ত কিছু বর্ণনা রয়েছে। (দুররুল মানসুর ৫/১৫৮) এই আয়াতের সাথে পূর্ববর্তী আয়াতের সম্পর্ক প্রধানতঃ এই যে, হে নাবী! যিনি তোমার উপর এই কিতাবের দাওয়াত ফার্য করেছেন এবং তিনি কিয়ামাতের দিন তোমাকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন। যেমন তিনি (আল্লাহ) বলেন :

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ

যাদের কাছে রাসূলদেরকে পাঠানো হয়েছিল তাদেরকে এবং রাসূলদেরকে আমি অবশ্যই প্রশ্ন করব। (সূরা আরাফ, ৭ : ৬)

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

তোমার রবের শপথ! অবশ্যই আমি তাদের সকলকেই তাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করব। (সূরা হিজর, ১৫ : ৯২-৯৩) সেই দিন তিনি রাসূলদেরকে একত্রিত করে জিজ্ঞেস করবেন :

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ

عَلَّمُوا الْغُيُوبَ

যে দিন আল্লাহ সমস্ত রাসূলদেরকে সমবেত করবেন, অতঃপর বলবেন : তোমরা (উম্মাতদের নিকট থেকে) কি উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবে : (তাদের অন্তরের কথা) আমাদের কিছুই জানা নেই; নিশ্চয়ই আপনি সমস্ত গোপনীয় বিষয়ে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ১০৯) অন্য আয়াতে রয়েছে :

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ

যিনি তোমার জন্য কুরআনকে করেছেন বিধান তিনি তোমাকে অবশ্যই ফিরিয়ে আনবেন প্রত্যাবর্তন স্থানে। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৮৫)

এই আয়াতের তাফসীরের উক্তিগুলির মধ্যে এটি একটি উক্তি এবং এটি খুবই যথার্থ ও উত্তম উক্তি।

৯০। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়
পরায়ণতা, সদাচরণ ও
আত্মীয় স্বজনকে দানের

৯০. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

নির্দেশ দেন এবং তিনি
নিষেধ করেন অশ্লীলতা,
অসৎ কাজ ও সীমা লংঘন
করতে। তিনি তোমাদেরকে
উপদেশ দেন যাতে তোমরা
শিক্ষা গ্রহণ কর।

وَالْإِحْسَانَ وَإِيتَايَ ذِي
الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ন্যায্যনুগ ও দয়ালু হতে আদেশ করেন

মহামহিমাম্বিত আল্লাহ স্বীয় বান্দাদেরকে ন্যায্যপরায়ণতা, সদাচরণ ও
আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দান-সাদাকাহর নির্দেশ দিচ্ছেন, যদিও প্রতিশোধ গ্রহণও
জায়গ। যেমন তিনি বলেন ৷

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۚ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ
لِّلصَّابِرِينَ

যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর তাহলে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায়
তোমাদের প্রতি করা হয়েছে; তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য
ওটাইতো উত্তম। (সূরা নাহল, ১৬ : ১২৬) অন্য আয়াতে আছে ৷

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۚ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

মন্দের বদলা সমপরিমাণ মন্দ, আর যে ক্ষমা করে ও মীমাংসা করে নেয়,
তার প্রতিদান আল্লাহর নিকট রয়েছে। (সূরা শূরা, ৪২ : ৪০) আর একটি
আয়াতে রয়েছে ৷

وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ

যখমেরও বিনিময়ে যখম রয়েছে; কিন্তু যে ব্যক্তি তাকে ক্ষমা করে দেয়,
তাহলে এটা তার জন্য (পাপের) কাফ্ফারা হয়ে যাবে। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৪৫)
সুতরাং ন্যায্যপরায়ণতাতো ফারুয়, আর ইহসান নাফল।

আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা এবং অবৈধ ও অশ্লীল কাজ থেকে দূরে থাকার আদেশ

আল্লাহ তা‘আলা আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখারও নির্দেশ দিচ্ছেন। যেমন স্পষ্ট ভাষায় রয়েছে :

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ

আত্মীয় স্বজনকে দিবে তার প্রাপ্য এবং অভাবগ্রস্ত ও পর্যটককেও (মুসাফিরকেও), এবং কিছুতেই অপব্যয় করনা। (সূরা ইসরা, ১৭ : ২৬)

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ আর তিনি অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমালংঘন করতে নিষেধ করছেন। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত অশ্লীলতা হারাম এবং লোকদের উপর যুল্ম ও বাড়াবাড়ি করাও হারাম। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ

তুমি বল : আমার রব্ব প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা নিষিদ্ধ করেছেন। (সূরা আ‘রাফ, ৭ : ৩৩) হাদীসে এসেছে : যুল্ম ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা অপেক্ষা এমন কোন বড় পাপ নেই যার জন্য দুনিয়ায়ই তাড়াতাড়ি শাস্তি দেয়া হয় এবং পরকালে কঠিন শাস্তি জমা থাকে। (আবু দাউদ ৫/২০৮) আল্লাহ তা‘আলা বলেন : يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ এই আদেশ ও নিষেধ তোমাদের জন্য উপদেশ স্বরূপ, যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর।

শা‘বি (রহঃ) শাতিয়ির ইব্ন শাকী (রহঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন : আমি আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদকে (রাঃ) বলতে শুনেছি যে, সমগ্র কুরআনের ব্যাপক অর্থবোধক আয়াত হচ্ছে সূরা নাহলের وَالْإِحْسَانَ এই আয়াতটি। (তাবারী ১৭/২৮০)

উসমান ইব্ন মাযউনের (রাঃ) প্রত্যক্ষ বর্ণনা

ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা বাড়ীর আঙ্গিনায় বসে ছিলেন। এমন সময় উসমান ইব্ন মাযউন (রাঃ) তার পাশ দিয়ে গমন করেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে চেয়ে হাসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন : তুমি কি বসবেনা? তিনি তখন বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই! এরপর তিনি বসে পড়লেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে কথা বলছিলেন। হঠাৎ তিনি (নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর দৃষ্টি আকাশের দিকে উত্তোলন করেন। কিছুক্ষণ ধরে তিনি উপরের দিকেই তাকিয়ে থাকেন। তারপর ধীরে ধীরে তিনি দৃষ্টি নীচের দিকে নামিয়ে নেন এবং নিজের ডান দিকে যমীনের দিকে তাকান। ঐ দিকে তিনি মুখমন্ডলও ঘুরিয়ে দেন। আর এভাবে মাথা হেলাতে থাকেন যেন কারও নিকট থেকে কিছু বুঝতে রয়েছেন এবং কেহ তাঁকে কিছু বলতে রয়েছে। কিছুক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থাই থাকে।

তারপর তিনি স্বীয় দৃষ্টি উচু করতে শুরু করেন, এমন কি আকাশ পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি পৌঁছে যায়। তারপর তিনি স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসেন এবং পূর্বের বসার অবস্থায় উসমানের (রাঃ) দিকে মুখ করেন। উসমান (রাঃ) সবকিছুই দেখতে ছিলেন। তিনি আর ধৈর্য ধরতে পারলেননা। জিজ্ঞেস করলেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার পাশে বেশ কয়েকবার আমার বসার সুযোগ ঘটেছে। কিন্তু আজকের মত কোন দৃশ্যতো কখনও দেখিনি?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন তাকে জিজ্ঞেস করেন : ‘কি দেখেছ?’ তিনি উত্তরে বললেন : ‘দেখি যে, আপনি আকাশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন এবং পরে নীচের দিকে নামিয়ে নিলেন। এরপর ডান দিকে ঘুরে গিয়ে ঐ দিকেই তাকাতে লাগলেন এবং আমাকে ছেড়ে দিলেন। তারপর আপনি এমনভাবে মাথা নাড়াতে থাকলেন যেন কেহ আপনাকে কিছু বলছে এবং আপনি কান লাগিয়ে তা শুনছেন।’ তিনি বললেন : ‘তাহলে তুমি সবকিছুই দেখেছ?’ তিনি জবাবে বললেন : ‘জি হ্যাঁ, আমি সবকিছুই দেখেছি।’

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন : ‘আমার কাছে আল্লাহ তা‘আলার প্রেরিত মালাক/ফেরেশতা অহী নিয়ে এসেছিলেন।’ তিনি জিজ্ঞেস করলেন : ‘আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত?’ তিনি উত্তর দিলেন : ‘হ্যাঁ, আল্লাহ কর্তৃকই প্রেরিত।’ তিনি প্রশ্ন করলেন : ‘তিনি আপনাকে কি বললেন।’ তিনি জবাব দিলেন : তিনি আমাকে **يَا مُرُّ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ** এই আয়াতটি পাঠ করে শোনালেন। উসমান ইব্ন মাযউন (রাঃ) বললেন : যখন এ আয়াতটি নাযিল হয় তখন আমার হৃদয়-চক্ষু খুলে যায় এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভালবাসতে শুরু করি। (আহমাদ ১/৩১৮) এটি হাসান হাদীস। বিভিন্ন বর্ণনাধারা থেকে এটি শোনা হয়েছে বলে প্রমাণ রয়েছে।

৯১। তোমরা আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর এবং তোমরা শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করনা; তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন।

৯১. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

৯২। সেই নারীর মত হয়োনা, যে তার সূতা ময়বূত করে পাকানোর পর ওর পাক খুলে নষ্ট করে দেয়। তোমাদের শপথ তোমরা পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করার জন্য ব্যবহার করে থাক, যাতে একদল অন্যদল অপেক্ষা অধিক লাভবান হও; আল্লাহতো এটা দ্বারা শুধু তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন; তোমাদের যে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে, কিয়ামাত দিবসে তিনি তা নিশ্চয়ই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে দিবেন।

৯২. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

অঙ্গীকার পূরণ করার আদেশ

আল্লাহ তা‘আলা মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাদের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতির হিফাযাত করে, শপথ পূরা করে এবং তা ভঙ্গ না করে।

وَلَا تَقْضُوا الْإِيمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا (তোমরা শপথ দৃঢ় করার পর তা ভঙ্গ করনা) এখানে আল্লাহ তা‘আলা শপথ ভঙ্গ না করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অন্য আয়াতে আছে :

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ

তোমরা স্বীয় শপথসমূহের জন্য আল্লাহর নামকে লক্ষ্যবস্তু বানিওনা। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২২৪) আর এক আয়াতে রয়েছে :

ذَٰلِكَ كَفْرٌ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۖ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ

ওটাই হচ্ছে তোমাদের শপথ ভঙ্গ করার কাফ্ফারা, যখন তোমরা শপথ করবে এবং তোমরা তোমাদের শপথের হিফাযাত কর। (সূরা মায়িদাহ, ৫ : ৮৯) অর্থাৎ কাফ্ফারা ছাড়া তা পরিত্যাগ করনা।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আল্লাহর শপথ! আমি যখন কোন কিছুর উপর শপথ করব, অতঃপর ওর বিপরীত উত্তম জিনিসে মঙ্গল দেখব তখন আমি ঐ উত্তম কাজটিই গ্রহণ করব এবং আমার কাফ্ফারা আদায় করব।’ (ফাতহুল বারী ১১/৫২৫, মুসলিম ৩/১২৬৯) এখানে উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসে বৈপরীত্য রয়েছে এটা যেন মনে করা না হয়। সেই শপথ ও অঙ্গীকার, যা পরস্পরের চুক্তি ও ওয়াদা হিসাবে করা হবে তা পূরা করাতো নিঃসন্দেহে যরণরী ও অপরিহার্য কর্তব্য। আর যে শপথ আগ্রহ উৎপাদন বিরত রাখার উদ্দেশে মুখ থেকে বেরিয়ে যায় তা অবশ্যই কাফ্ফারা আদায়ের মাধ্যমে ভঙ্গ করা যেতে পারে। যেমন যুবাইর ইব্ন মুতইম (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘ইসলামে কোন শপথ নেই, শপথ ছিল জাহিলিয়াতের যুগে, ইসলাম এর দৃঢ়তা বৃদ্ধি করে।’ (আহমাদ ৪/৮৩, মুসলিম ৪/১৯৬১) এর অর্থ এই যে, ইসলাম গ্রহণের পর জাহিলিয়াত যামানার অনুরূপ শপথ করার কোন প্রয়োজন নেই। কেননা ইসলামী সম্পর্ক সমস্ত মুসলিমকে ভাই ভাই করে দেয়। পূর্ব ও পশ্চিমের মুসলিমরা একে অপরের দুঃখে সমবেদনা জ্ঞাপন করে থাকে।

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বাড়ীতে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে শপথ করিয়েছিলেন।’ (ফাতহুল বারী ৪/৫৫২, মুসলিম ৪/১৯৬০)

এর ভাবার্থ এই যে, তিনি তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন, এমন কি তারা একে অপরের সম্পদের উত্তরাধিকারী হতেন। শেষ পর্যন্ত তা মানসুখ বা রহিত হয়ে যায়। এ সব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। এরপর আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে ধমকের সুরে বলেন :

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ যারা অঙ্গীকার ও শপথের হিফাযাত করেনা তাদের এই কাজ সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا (তোমরা সেই নারীর মত হয়োনা, যে তার সূতা ময়বূত করে পাকানোর পর ওর পাক খুলে নষ্ট করে দেয়) আবদুল্লাহ ইব্ন কাসীর (রহঃ) এবং সুদী (রহঃ) বর্ণনা করেন : মাক্কায় একটি মহিলা ছিল, যে ছিল বোকা ধরণের। সে সূতা কাটত। সূতা কাটার পরে যখন তা ঠিকঠাক ও ময়বূত হয়ে যেত তখন সে বিনা কারণে তা ছিড়ে ফেলত এবং টুকরা টুকরা করে ফেলত। (তাবারী ১৭/২৮৫) মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন : এটা দৃষ্টান্ত হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মত যে অঙ্গীকার ও শপথ ময়বূত করার পর তা ভঙ্গ করে। (তাবারী ১৭/২৮৫) এটাই হচ্ছে সঠিক কথা। আসলে এই ঘটনার সাথে এরূপ মহিলা জড়িত ছিল কি না তা জানার আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। এখানে শুধুমাত্র দৃষ্টান্ত বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য।

اسْمِ أَنْكََا এর অর্থ হচ্ছে টুকরা টুকরা। সম্ভবতঃ এটা نَقَضَتْ غَزْلَهَا এর ঐক্য হবে। আবার এটাও হতে পারে যে, كَانَ এর خبر এর بدل হবে। অর্থাৎ তোমরা أَنْكََا হয়োনা। এটা نَكَث এর বহু বচন نَاكَ হতে। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ তোমরা তোমাদের শপথকে প্রবঞ্চনার মাধ্যম বানিয়ে নিওনা। এভাবে যে, নিজের চেয়ে বড়দেরকে নিজের শপথ দ্বারা শান্ত করে এবং নিজকে ঈমানদার ও সৎ আমলকারীর মিথ্যা পরিচয় সাব্যস্ত করে বিশ্বাসঘাতকতা ও বেঈমানী করতে শুরু কর এবং তাদের সংখ্যাধিক্য দেখে তাদের সাথে সন্ধি স্থাপনের পর সুযোগ পেয়ে আবার যুদ্ধ শুরু করে দাও। খবরদার! এরূপ করনা। সুতরাং ঐ অবস্থায়ও যখন চুক্তি ভঙ্গ করা হারাম তখন নিজের বিজয় ও সংখ্যাধিক্যের সময়তো তা আরও হারাম হবে।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : ভাবার্থ এও হতে পারে : ‘এক কাওমের সঙ্গে চুক্তি করল। তারপর দেখল যে, অপর কাওম তাদের চেয়ে শক্তিশালী। তখন তাদের সাথে গোপনে চুক্তি করল এবং পূর্ববর্তী কাওমের সঙ্গে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করল।’ যাহহাক (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদও (রহঃ) প্রায় অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। **إِنَّمَا يَلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ** এই আধিক্য দ্বারা আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন। (দুররুল মানসুর ৫/১৬৩) কিংবা তিনি নিজের এই হুকুম দ্বারা অর্থাৎ অঙ্গীকার পালনের হুকুম দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করেন।

وَلَيَسِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ আর কিয়ামাতের দিন তিনি তোমরা যে বিষয়ে মতবিরোধ করছ তোমাদের মধ্যে তার সঠিক ফাইসালা করবেন। প্রত্যেককে তিনি তার আমলের বিনিময় প্রদান করবেন, ভাল আমলকারীদেরকে ভাল বিনিময় এবং মন্দ আমলকারীদেরকে মন্দ বিনিময়। (তাবারী ১৭/২৮৭)

৯৩। যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদেরকে এক জাতি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎ পথে পরিচালিত করেন; তোমরা যা কর সে বিষয়ে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

৯৩. **وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ**

৯৪। পরস্পর প্রবঞ্চনা করার জন্য তোমরা তোমাদের শপথকে ব্যবহার করনা; তাহলে পা স্থির হওয়ার পর পিছলে যাবে এবং আল্লাহর পথে বাধা দেয়ার কারণে তোমরা শাস্তির আশ্বাদ গ্রহণ

৯৪. **وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخْلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا أَلْسُوءَ بِمَا**

<p>করবে। তোমাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।</p>	<p>صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ</p>
<p>৯৫। তোমরা আল্লাহর সঙ্গে কৃত অংগীকার তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করনা; আল্লাহর কাছে যা আছে শুধু তাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে।</p>	<p>৯৫. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ</p>
<p>৯৬। তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে তা স্থায়ী; যারা ধৈর্য ধারণ করে আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে তারা যে উত্তম কাজ করে তা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।</p>	<p>৯৬. مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ</p>

আল্লাহ চাইলে সবাইকে একটি জাতি করতে পারতেন

আল্লাহ তা'আলা বলেন : وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً : যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে হে মানুষ! তোমাদেরকে তিনি একই জাতি করতেন। অর্থাৎ তিনি চাইলে তোমরা সবাই একই দলভুক্ত হতে। অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا

তোমার রাব্ব যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে যমীনে যত মানুষ আছে সবাই মু'মিন হয়ে যেত। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৯৯) অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতি ও মিল-মুহাব্বাত থাকত, পরস্পরের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ থাকতনা। মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۚ إِلَّا
مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ

এবং যদি তোমার রবের ইচ্ছা হত তাহলে তিনি সকল মানুষকে একই মতাবলম্বী করে দিতেন, কিন্তু তারা মতভেদ করতেই থাকবে, কিন্তু যার প্রতি তোমার রবের অনুগ্রহ হয়। আর এ জন্যই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। (সূরা নূর, ১১ : ১১৮-১১৯) অনুরূপভাবেই এখানে তিনি বলছেন :

কিন্তু যাকে ইচ্ছা, তিনি পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা, হিদায়াত দান করেন।

অতঃপর তিনি কিয়ামাতের দিন তোমাদের আমল সম্পর্কে তোমাদের সকলকেই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং ছোট-বড়, ভাল ও মন্দ সমস্ত আমলের বিনিময় প্রদান করবেন।

ধোকা দেয়ার উদ্দেশে শপথ না করার নির্দেশ

এরপর তিনি মুসলিমদেরকে হিদায়াত করছেন : ‘তোমরা তোমাদের শপথ ও প্রতিশ্রুতিকে প্রবঞ্চনার মাধ্যম বানিওনা। অন্যথায় ধর্মে অটল থাকার পরেও তোমাদের পদস্থলন ঘটবে। যেমন কেহ সরল সোজা পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। আর তোমাদের এই প্রতারণামূলক কথা অন্যদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ফলে এর দুর্ভোগ তোমাদেরকেই পোহাতে হবে। কেননা কাফিরেরা যখন দেখবে যে, মুসলিমরা চুক্তি করে কিংবা শপথ করে তা ভঙ্গ করে তখন তাদের দীনের উপর কোন আস্থা থাকবেনা। সুতরাং তারা ইসলাম কবুল করা থেকে বিরত থাকবে। আর যেহেতু এর কারণ হবে তোমরাই, সেহেতু তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।’

(এবং وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (আল্লাহর পথে বাধা দেয়ার কারণে তোমরা শাস্তির আন্বাদ গ্রহণ করবে। তোমাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি)

পার্শ্ব লাভের জন্য শপথ ভঙ্গ করনা

মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন : ‘আল্লাহকে সাক্ষী রেখে যে ওয়াদা অঙ্গীকার তোমরা কর এবং তাঁর শপথ করে যে চুক্তি তোমরা কর, পার্শ্ব লোভের বশবর্তী

হয়ে তা ভঙ্গ করা তোমাদের জন্য হারাম। যদিও এর বিনিময়ে সারা দুনিয়াও তোমাদের লাভ হয় তথাপি ওর নিকটেও যেওনা। কেননা দুনিয়া অতি নগন্য ও তুচ্ছ। আল্লাহর নিকট যা রয়েছে তা অতি উত্তম। তাঁর প্রতিদান ও পুরস্কারের আশা রাখ। যে ব্যক্তি আল্লাহর কথার উপর বিশ্বাস রাখবে, যা কিছু চাওয়ার তাঁর কাছেই চাইবে এবং তাঁর আদেশ ও নিষেধ পালনে নিজের ওয়াদা, অঙ্গীকারের হিফায়ত করবে তার জন্য আল্লাহর কাছে যে পুরস্কার ও প্রতিদান রয়েছে তা সমস্ত দুনিয়া হতেও বহুগুণে বেশী ও উত্তম। সুতরাং এটাকে ভালরূপে জেনে নাও। অজুহাত বশতঃ এমন কাজ করনা যে, সেই কারণে আখিরাতের পুরস্কার নষ্ট হয়ে যায়।

إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ জেনে রেখ যে, দুনিয়ার নি'আমাত ধ্বংসশীল এবং আখিরাতের নি'আমাত অবিনশ্বর। তা কখনও শেষ হবার নয়। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ আমি শপথ করে বলেছি যে, যারা ধৈর্য ধারণ করবে, কিয়ামাতের দিন আমি তাদেরকে সৎ আমলের অতি উত্তম প্রতিদান প্রদান করব এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দিব।

৯৭। মু'মিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেহ সৎ কাজ করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রদান করব।

৯৭. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَتَتْهُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

উত্তম আমল এবং এর প্রতিদান

আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করছেন : 'আমার যে সব বান্দা অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখে এবং কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ

সামনে রেখে ভাল কাজ করতে থাকে, আমি তাদেরকে দুনিয়ায়ও উত্তম ও পবিত্র জীবন দান করব, সুখে-শান্তিতে তারা জীবন যাপন করবে, তারা পুরুষই হোক বা নারীই হোক; আর আখিরাতেও তাদেরকে তাদের সৎ আমলের উত্তম প্রতিদান প্রদান করব। তারা দুনিয়ায় পবিত্র ও হালাল জীবিকা, সুখ সম্ভোগ, মনের তৃপ্তি, ইবাদাতের স্বাদ, আনুগত্যের আনন্দ ইত্যাদি সবই আমার পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হবে।

আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘ঐ ব্যক্তি সফলকাম যে মুসলিম হল, বরাবরই তাকে জীবিকা দান করা হল এবং আল্লাহ তাকে যা দিলেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকল। (আহমাদ ২/২৬৮, মুসলিম ২/৭৩০)

৯৮। যখন তুমি কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শাইতান হতে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করবে।

৯৮. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

৯৯। তার কোন আধিপত্য নেই তাদের উপর যারা ঈমান আনে ও তাদের রবের উপরই নির্ভর করে।

৯৯. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

১০০। তার আধিপত্য শুধু তাদেরই উপর যারা তাকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে এবং যারা (আল্লাহর) সাথে শরীক করে।

১০০. إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ

কুরআন পাঠের পূর্বে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাষায় তার মু‘মিন বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন কুরআন পাঠের পূর্বে ‘আউযুবিল্লাহ’ পাঠ করে নেয়। ‘আউযুবিল্লাহ’ এর অর্থসহ আলোচনা আমরা এই তাফসীরের শুরুতে লিপিবদ্ধ করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

এই হুকুমের উপযোগিতা এই যে, এর মাধ্যমে পাঠক কুরআনুল হাকীম পাঠের সময় মনোযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং আজে-বাজে চিন্তা থেকে মাহ্ফূয থাকে এবং শাইতানী কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে যায়। এ জন্যই প্রসিদ্ধ আলেমগণ বলেন, কুরআন পাঠের শুরুতেই ‘আউযুবিল্লাহ’ পাঠ করে নিতে হবে। এরপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

تَارَ كَوْنِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ তার কোন আধিপত্য নেই তাদের উপর, যারা ঈমান আনে ও তাদের রবের উপরই নির্ভর করে।

শাউরী (রহঃ) বলেন : যে লোক পাপ করার পর তাওবাহ করে পাপ করা থেকে ফিরে আসে তার প্রতি শাইতানের কোন আধিপত্য নেই। (তাবারী ১৭/২৯৪) অন্যান্যরা বলেন : তাদের ব্যাপারে শাইতানের কোন যুক্তি-তর্ক গ্রাহ্য হবেনা। অন্যান্যরা বলেন যে, এটি হল নিম্নের আয়াতেরই অনুরূপ :

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ

তবে তাদের মধ্য হতে আপনার নির্বাচিত বান্দাগণ ব্যতীত। (সূরা হিজর, ১৫ : ৪০) অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ (তার আধিপত্য শুধু তাদেরই উপর যারা তাকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করে) মুজাহিদ (রহঃ) বলেন : তার ক্ষমতা শুধু তাদেরই উপর যারা তাকে মেনে চলে। (তাবারী ১৭/২৯৪) অন্যান্যরা ব্যাখ্যা করেছেন : তার ক্ষমতা শুধু তাদেরই উপর যারা তাকে আল্লাহর পরিবর্তে রক্ষাকারী হিসাবে গন্য করে।

১০১। আমি যখন এক আয়াতের পরিবর্তে অন্য এক আয়াত উপস্থিত করি, আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তা

১০১. وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا

তিনিই ভাল জানেন, তখন
তারা বলে : তুমিতো শুধু
মিথ্যা উদ্ভাবনকারী, কিন্তু
তাদের অধিকাংশই জানেনা।

إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ

১০২। তুমি বল : তোমার
রবের নিকট হতে রুহুল কুদুস
(জিবরাঈল) সত্যসহ কুরআন
অবতীর্ণ করেছেন যারা মু'মিন
তাদেরকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার
জন্য এবং হিদায়াত ও
সুসংবাদ স্বরূপ
আত্মসমর্পনকারীদের জন্য।

১০২. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ
مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ
الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى
وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

‘কুরআনের কিছু আয়াত রহিত হওয়ার ব্যাপারে রাসূল (সাঃ) মিথ্যাবাদী’ মুশরিকদের এ দাবীর খন্ডন

আল্লাহ তা‘আলা মূর্তি পূজক মুশরিকদের জ্ঞানের স্বল্পতা, অস্থিরতা এবং
বেঈমানীর বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা ঈমান আনার সৌভাগ্য কিরূপে লাভ করবে?
এরাতো অনন্তকাল হতেই হতভাগা। যখন কোন আয়াত মানসুখ বা রহিত হয়
তখন তারা বলে : إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ তোমাদের প্রতারণা প্রকাশ হয়েই গেল। তারা
এতটুকুও বুঝেনা যে, ব্যাপক ক্ষমতাবান আল্লাহ যা ইচ্ছা তা‘ই করেন এবং যা
ইচ্ছা তা‘ই হুকুম করেন। এক হুকুমকে উঠিয়ে দিয়ে অন্য হুকুম ঐ স্থানে বসিয়ে
দেন। যেমন তিনি নিম্নের আয়াতে বর্ণনা করছেন :

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

আমি কোন আয়াতের হুকুম রহিত করলে কিংবা আয়াতটিকে বিস্মৃত করিয়ে
দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তদনুরূপ আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জাননা যে,
আল্লাহ সর্ব বিষয়ের উপরই ক্ষমতাবান? (সূরা বাকারাহ, ২ : ১০৬)

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا پবিত্র রূহ্
অর্থাৎ জিবরাঈল (আঃ) ওটা আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য এবং আদল ও ইনসাফের
সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিয়ে আসেন, যেন
ঈমানদাররা ঈমানের উপর অটল থাকে। প্রথমবার যখন অবতীর্ণ হল তখন
মানল, আবার দ্বিতীয়বার যখন অবতীর্ণ হল তখনও মানল। তাদের অন্তর আল্লাহ
তা‘আলার দিকে ঝুঁকে পড়ে। وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ মুসলিমদের জন্য তা
হিদায়াত ও সুসংবাদ হয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া
সাল্লামকে মান্যকারীরা সুপথ প্রাপ্ত হয়ে খুশী হয়ে যায়।

১০৩। আমি তো জানিই তারা
বলে : তাকে শিক্ষা দেয়
জৈনৈক ব্যক্তি। তারা যার প্রতি
এটা আরোপ করে তার
ভাষাতো আরাবী নয়; কিন্তু
কুরআনের ভাষা স্পষ্ট আরাবী
ভাষা।

۱۰۳. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ
يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ
لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ
إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ

‘এক লোক কুরআন শিক্ষা দেয়’ মুশরিকদের এ দাবী খন্ডন

আল্লাহ তা‘আলা মূর্তি পূজক মুশরিকদের মিথ্যারোপের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা
বলে : ‘মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এক লোক কুরআন শিক্ষা দিয়ে
থাকে।’ এ কথা বলে যে লোকটির দিকে তারা ইঙ্গিত করত সে ছিল কুরাইশের
কোন এক গোত্রের একজন ক্রীতদাস। সে ‘সাফা’ পাহাড়ের কাছে বেচা-কেনা
করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন সময় তার কাছে
বসতেন এবং কিছু কথাবার্তাও বলতেন। ঐ লোকটি বিশুদ্ধ আরাবী ভাষায় কথাও
বলতে পারতনা। ভাঙ্গা ভাঙ্গা আরাবীতে কোন রকমে নিজের মনের ভাব প্রকাশ
করত। মুশরিকদের এই মিথ্যারোপের জবাবে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

এ লোকটি الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ
কি শিক্ষা দিতে পারে? তার মাতৃভাষা আরাবী নয়। আর এই কুরআনের ভাষা

আরাবী। তা ছাড়া বাকরীতি কত সুন্দর! এর ভাষা কত শ্রুতিমধুর! অর্থ, শব্দ ও ঘটনায় এটি সমস্ত গ্রন্থ হতে স্বতন্ত্র। এর পূর্বে অন্যান্য নাবীগণকে যে আসমানী গ্রন্থগুলি দেয়া হয়েছে তা হতেও এর মর্যাদা ও মরতবা বহু উর্ধ্বে। তোমাদের যদি সামান্য জ্ঞানও থাকত তাহলে এরূপ মিথ্যা কথা বলতেনা। তোমাদের এ কথাতো নির্বোধদের কাছেও টিকবেনা।

১০৪। যারা আল্লাহর আয়াত বিশ্বাস করেনা তাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত করেননা এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।

۱۰۴. إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ

১০৫। যারা আল্লাহর নিদর্শনে বিশ্বাস করেনা তারাতো শুধু মিথ্যা উদ্ভাবক এবং তারাই মিথ্যাবাদী।

۱۰۵. إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, যারা আল্লাহর যিকর হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তাঁর কিতাবের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করে ও তাঁর কথার উপর বিশ্বাসই রাখেনা, এইরূপ লোকদেরকে আল্লাহ তা'আলাও দূরে নিক্ষেপ করেন। তারা সত্য দীনের উপর আসার তাওফীক লাভ করেনা। পরকালে তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলেন : এই রাসূল আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপ করতে পারেনা। এই কাজ হচ্ছে নিকৃষ্টতম মাখলূকের। যারা ধর্মত্যাগী ও কাফির তাদের মিথ্যা কথা লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়ে থাকে। আল্লাহ তাদেরকে হিদায়াত দান করবেননা। তাদের জন্যই রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দীনদার, আল্লাহভীরু এবং সত্যবাদী। তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী জ্ঞানী, ঈমানদার এবং পুন্যবান। সত্যবাদীতায়, কল্যাণ সাধনে, বিশ্বাসে এবং

মারিফাতে তিনি অদ্বিতীয়। কাফিরদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারাও তাঁর সত্যবাদীতার কথা অকপটে স্বীকার করবে। তারা তাঁর বিশ্বস্ততার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাদের মধ্যেই তিনি ‘আল-আমীন’ বা বিশ্বস্ত উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস যখন আবু সুফিয়ানকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে অনেকগুলি প্রশ্ন করেছিলেন তখন একটি প্রশ্ন এটাও ছিল : ‘নাবুওয়াতের পূর্বে তোমরা তাঁকে কোন দিন মিথ্যা বলতে শুনেছ কি?’ উত্তরে আবু সুফিয়ান (রাঃ) বলেছিলেন : ‘না, কখনও নয়।’ ঐ সময় তিনি মন্তব্য করেছিলেন : ‘যে ব্যক্তি পার্থিব ব্যাপারে কখনও মিথ্যা কথা বলেননি, তিনি আল্লাহ তা‘আলার উপর কি করে মিথ্যা আরোপ করতে পারেন?’

১০৬। কেহ ঈমান আনার পর আল্লাহকে অস্বীকার করলে এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার উপর আপত্তি হবে আল্লাহর গযব এবং তার জন্য আছে মহা শাস্তি; তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয়, কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে অবিচল।

১০৬. مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ
إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ
مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ
شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ
غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ
عَذَابٌ عَظِيمٌ

১০৭। এটা এ জন্য যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয় এবং এ জন্য যে, আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেননা।

১০৭. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ
وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكَافِرِينَ

<p>১০৮। ওরাই তারা, আল্লাহ যাদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুর উপর মোহর করে দিয়েছেন এবং তারাই গাফিল।</p>	<p>۱۰۸. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمَعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ</p>
<p>১০৯। নিশ্চয়ই তারা আখিরাতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।</p>	<p>۱۰۹. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَسِرُونَ</p>

নিরুপায়ী ধর্মত্যাগী ছাড়া অন্যদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি

মহান আল্লাহ বর্ণনা করছেন যে, যারা ঈমান আনার পরও কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখে তাদের উপর আল্লাহর গযব আপতিত হবে। কারণ এই যে, ঈমানের জ্ঞান লাভ করার পর তা থেকে তারা ফিরে গেছে। আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি। কারণ তারা আখিরাতে পরিবর্তে দুনিয়াকে এবং ইসলামের উপর ধর্মত্যাগী হওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছে, একমাত্র দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণে। তাদের অন্তর হিদায়াত হতে শূন্য ছিল বলে আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক তারা লাভ করেনি।

তাদের অন্তরে মোহর লেগে গেছে, তাই উপকারী কোন কথা তারা বুঝতে পারেনা। তাদের চোখ ও কান অকেজো হয়ে গেছে। ফলে তা থেকে তারা উপকার লাভ করার ব্যাপারে বঞ্চিত হচ্ছে। সুতরাং কোন জিনিসই তাদের কোন উপকারে আসেনা এবং তারা নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন রয়েছে। এটা নিশ্চিত যে, তারা নিজেদেরও ক্ষতি করছে এবং পরিবারেরও ক্ষতি করছে।

إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ প্রথম আয়াতের মাঝে যাদেরকে স্বতন্ত্র করা হয়েছে, অর্থাৎ তারাই, যাদের উপর জোর-যবরদস্তি করা হয়েছে, অথচ তাদের অন্তরে পূর্ণ ঈমান রয়েছে, তাদের দ্বারা ঐ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা মারপিট ও অসহনীয় উৎপীড়নের কারণে বাধ্য হয়ে মৌখিকভাবে

মুশরিকদেরকে সমর্থন করে। কিন্তু তাদের অন্তর মুশরিকদেরকে মোটেই সমর্থন করেনা। বরং অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি পূর্ণ ঈমান বিদ্যমান থাকে।

উলামায়ে কিরাম এ বিষয়ে একমত যে, যার উপর জোর-যবরদস্তি করা হবে, প্রাণ বাঁচানোর জন্য কাফিরদের পক্ষ সমর্থন করা তার জন্য জায়য। আবার এরূপ পরিস্থিতিতেও তাদের কথা অমান্য করা জায়য। যেমন বিলাল (রাঃ) এরূপ করে দেখিয়েছেন। তিনি কোন অবস্থায়ই মুশরিকদের কথা মান্য করেননি। এমনকি কঠিন গরমের দিন প্রখর রোদে তারা তাকে মাটির উপর শুইয়ে যেতে বাধ্য করেছিল এবং ঐ অবস্থায় তার বুকের উপর একটা ভারী পাথর চাপিয়ে দিয়ে বলেছিল : ‘এখনও যদি তুমি শিরক কর তাহলে তোমাকে মুক্তি দেয়া হবে।’ কিন্তু তখনও তিনি পরিষ্কার ভাষায় তাদের ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং ‘আহাদ’ ‘আহাদ’ (একক, একক) বলে আল্লাহ তা‘আলার একাত্ববাদ ঘোষণা করেছিলেন। এমনকি ঐ অবস্থায়ও তাদেরকে বলেছিলেন : ‘দেখ, তোমাদের ক্রোধ উদ্বেককারী এর চেয়ে বড় কথা যদি আমার জানা থাকত তাহলে আল্লাহর শপথ! আমি ঐ কথাই বলতাম।’ আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

অনুরূপভাবে হাবিব ইব্ন যায়িদ আনসারীর (রাঃ) ঘটনা রয়েছে। মূসাইলামা কায্যাব তাকে জিজ্ঞেস করল : ‘তুমি কি মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের) রিসালাতের সাক্ষ্য প্রদান করছ?’ উত্তরে তিনি বললেন : ‘হ্যাঁ’। মূসাইলামা আবার তাকে জিজ্ঞেস করল : ‘তুমি আমার রিসালাতের সাক্ষ্য দিচ্ছ কি?’ জবাবে তিনি বললেন : ‘না, আমি তোমাকে রাসূল বলে মানিনা।’ তখন ঐ ভণ্ড নাবী তার দেহের এক একটি অঙ্গ কেটে নেয়ার নির্দেশ দেয়। এই অবস্থা চলতেই থাকে। কিন্তু তিনি তার ঐ কথার উপরই অটল থাকেন। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাকেও খুশী রাখুন! (আসাদ আল গাবাহ ১০৪৯)

সুতরাং উত্তম এটাই যে, মুসলিম তার দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত ও অটল থাকবে যদিও তাকে হত্যা করা হয়। যেমন হাফয ইব্ন আসাকির (রহঃ) আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা (রাঃ) নামক একজন সাহাবীর জীবনীতে লিখেছেন যে, তাকে রোমক কাফিরেরা বন্দী করে তাদের সম্রাটের নিকট নিয়ে যায়। সম্রাট তাকে বলে : ‘তুমি খৃষ্টান হয়ে গেলে আমি তোমাকে আমার রাজত্বে অংশীদার করে নিব এবং আমার মেয়ের সাথে তোমার বিয়ে দিব।’ আবদুল্লাহ (রাঃ) উত্তরে বলেন : ‘এটাতো নগণ্য! তুমি যদি আমাকে তোমার সমস্ত রাজত্ব দিয়ে দাও এবং সারা আরাবের রাজত্বও আমার হাতে সমর্পণ কর আর চাও যে, ক্ষণিকের জন্য আমি

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীন হতে ফিরে যাই তথাপিও এটা অসম্ভব।’ বাদশাহ তখন বলল : ‘তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করব।’ আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন : ‘হ্যাঁ, এটা তোমার ইচ্ছাধীন।’ সুতরাং তৎক্ষণাৎ সম্রাটের নির্দেশে তাকে শূলের উপর চড়িয়ে দেয়া হল এবং তীরন্দায়রা নিকট থেকে তীর মেরে মেরে তার হাত, পা ও দেহকে ক্ষত বিক্ষত করতে থাকল। ঐ অবস্থায় বারবার তাকে বলা হচ্ছিল : ‘এখনও খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে নাও।’ কিন্তু তখন তিনি পূর্ণ স্থিরতা ও ধৈর্যের সাথে বলছিলেন : ‘কখনও নয়।’ তখন বাদশাহ হুকুম করল : ‘তাকে শূলের উপর থেকে নামিয়ে নাও।’ তারপর সে হুকুম করল যে, তার কাছে যেন আমার একটা ডেগটি আগুন দ্বারা অত্যন্ত গরম করে নিয়ে আসা হয়। তার এই নির্দেশ মতে তার সামনে তা পেশ করা হল। সেই বাদশাহ তখন অন্য একজন বন্দী মুসলিমের ব্যাপারে হুকুম করল যে, তাকে যেন ঐ ডেগটির মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। তৎক্ষণাৎ আবদুল্লাহর (রাঃ) উপস্থিতিতে তার চোখের সামনে ঐ অসহায় মুসলিমটির দেহের গোশত পুড়ে ভস্ম হয়ে গেল এবং হাড়িগুলি অবশিষ্ট থাকল।

অতঃপর বাদশাহ আবদুল্লাহকে (রাঃ) বলল : ‘এখনও আমার কথা মেনে নাও এবং আমার ধর্ম কবুল কর। অন্যথায় তোমাকেও এই আগুনের ডেগটিতে ফেলে দিয়ে এরই মত জ্বালিয়ে দেয়া হবে।’ তখনও তিনি ঈমানী বলে বলীয়ান হয়ে বাদশাহকে উত্তর দিলেন : ‘আমি আল্লাহর দীনকে ছেড়ে দিতে পারিনা। এটা আমার দ্বারা কখনই সম্ভব নয়।’ বাদশাহ তৎক্ষণাৎ হুকুম করল : ‘তাকে ডেগটিতে নিক্ষেপ কর।’ যখন তাকে ঐ আগুনের ডেগটিতে নিক্ষেপ করার জন্য চরকার উপর উঠানো হল তখন বাদশাহ লক্ষ্য করল যে, তার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। তখনই সে তাকে নামিয়ে আনার নির্দেশ দিল। সে আশা করেছিল যে, হয়ত ঐ শাস্তি দেখে তিনি ভয় পেয়েছেন, কাজেই এখন তার অভিমত পাল্টে গেছে। সুতরাং তিনি এখন তার কথামতই কাজ করবেন এবং তার ধর্ম গ্রহণ করবেন। আবদুল্লাহ (রাঃ) তাকে বললেন : ‘আমার ক্রন্দনের একমাত্র কারণ ছিল এই যে, আজ আমার একটি মাত্র প্রাণ রয়েছে যা আমি এই শাস্তির মাধ্যমে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করতে যাচ্ছি। হায়! আমার যদি প্রতিটি লোমের মধ্যে একটি করে প্রাণ থাকত তাহলে আজ আমি সমস্ত প্রাণকে এক এক করে এভাবে আল্লাহর পথে উৎসর্গ করতাম।’

অন্যান্য রিওয়াযাতে রয়েছে যে, আবদুল্লাহকে (রাঃ) কয়েদখানায় রাখা হয়েছিল এবং পানাহার বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। কয়েকদিন পর তার কাছে মদ

ও শূকরের মাংস পাঠানো হয়। কিন্তু তিনি ঐ চরম ক্ষুধার্ত অবস্থায়ও ঐ খাদ্যের প্রতি দ্রষ্কেপ মাত্র করেননি। বাদশাহ তাকে ডেকে পাঠিয়ে ওগুলো না খাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে, তিনি উত্তরে বলেন : ‘এই (অনন্যোপায়) অবস্থায় আমার জন্য এই খাদ্য হালাল হয়ে গেছে। কিন্তু আমি তোমার মত শত্রুকে আমার ব্যাপারে খুশী হওয়ার সুযোগই দিতে চাইনা।’ বাদশাহ তাকে বলল : ‘আচ্ছা, তুমি যদি আমার মাথা চুম্বন কর তাহলে আমি তোমাকে মুক্তি দিব।’ আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেন : আমার সাথে অন্যন্য মুসলিমদেরকেও কি তাহলে মুক্তি দিবে? বাদশাহ বলল : হ্যাঁ, তাই। সুতরাং আবদুল্লাহ (রাঃ) এটা কবুল করেন এবং তার মাথা চুম্বন করেন। সম্রাটও তার ওয়াদা পালন করে এবং তাকে ও তার সাথে সমস্ত মুসলিমকে ছেড়ে দেয়। যখন আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা (রাঃ) ওখান থেকে মুক্তি পেয়ে উমার ফারুক (রাঃ) নিকট উপস্থিত হন তখন তিনি বলেন : ‘প্রত্যেক মুসলিমের উচিত আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফার (রাঃ) কপাল চুম্বন করা এবং আমিই প্রথম এর সূচনা করছি।’ এ কথা বলে উমার ফারুক (রাঃ) সর্বপ্রথম তার মাথা চুম্বন করেন। (আল ইসাবাহ ৪৬৪১)

১১০। (তোমার রবের পথে থেকে) যারা নির্যাতিত হবার পর হিজরাত করে এবং পরে জিহাদ করে এবং ধৈর্য ধারণ করে; তোমার রাব্ব এসব কিছু পর, তাদের প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

১১০. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

১১১। স্মরণ কর সেই দিনকে যেদিন আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি উপস্থিত করতে আসবে প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূর্ণ ফল দেয়া হবে এবং তাদের প্রতি যুলুম

১১১. يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا

করা হবেনা।

يُظْلَمُونَ

বাধ্য-বাধকতার অবসানের পর আবার দীনে ফিরে এসে
আমল করলে তার পূর্বের অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হবে

এরা হচ্ছেন ঐ শ্রেণীর লোক যারা দুর্বলতা ও দারিদ্রতার কারণে মাক্কায মুশরিকদের অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন। শত্রু পক্ষ তাদেরকে ডাকলে তাদের সাথে যেতে বাধ্য হতেন। শেষ পর্যন্ত তারা হিজরাত করেন। ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং দেশ ত্যাগ করে তারা আল্লাহর পথে বের হন ও মুসলিমদের দলে মিলিত হয়ে আবার জিহাদের জন্য বেরিয়ে যান। অতঃপর ধৈর্যের সাথে আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত রাখার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেয়ার ও তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করার খবর দিচ্ছেন :

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا কিয়ামাতের দিন প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পরিত্রাণের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। তার পক্ষ সমর্থনে তার পিতা, ছেলে, ভাই এবং স্ত্রী কেহই যুক্তি পেশ করবেনা। وَتُؤْفَى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا প্রতি মোটেই যুল্ম করা হবেনা। না সাওয়াব কমবে, আর না পাপ বাড়বে। আল্লাহ তা'আলা যুল্ম হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

১১২। আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিত, যেখানে আসত সর্বদিক হতে প্রচুর জীবনোপকরণ; অতঃপর ওরা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের কারণে আল্লাহ তাদেরকে আশ্বাদ গ্রহণ করালেন ক্ষুধা ও ভীতির।

۱۱۲. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ

	بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
১১৩। তাদের নিকট এসেছিল এক রাসূল তাদেরই মধ্য হতে, কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করেছিল; ফলে সীমা লংঘন করা অবস্থায় শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করল।	۱۱۳. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ

মাক্কাবাসীরা

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা মাক্কাবাসীকে বুঝানো হয়েছে। তারা খুবই নিরাপদ ও নিশ্চিত ভাবে বসবাস করছিল। আশে পাশে যুদ্ধ-বিগ্রহ চলত। কিন্তু মাক্কাবাসীকে কেহই চোখ রাঙ্গাতে সাহস করতনা। যে কেহ এখানে আসত তাকে নিরাপদ মনে করা হত। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ تَخَطَّفَ مِنَّا أَرْضًا أَوْ لَمْ نُمْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا ؕ أَمِنَّا سُبْحَىٰ إِلَيْهِ تَمَرَّتْ كُلُّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِن لَّدُنَّا

তারা বলে : আমরা যদি তোমার সাথে সৎ পথ অনুসরণ করি তাহলে আমাদেরকে দেশ হতে উৎখাত করা হবে। (আল্লাহ বলেন) আমি কি তাদের জন্য এক নিরাপদ ‘হারাম’ (মাক্কা) প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সর্ব প্রকার ফলমূল আমদানী হয় আমার দেয়া রিয়ক স্বরূপ? কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৫৭) এখানেও মহান আল্লাহ বলেন :

يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنعَمَ اللَّهُ سَرْدِك হতে প্রচুর জীবনোপকরণ; কিন্তু এর পরেও তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করল। সবচেয়ে বড় নি‘আমাত ছিল তাদের কাছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নাবীরূপে প্রেরণ। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ

তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা আল্লাহর নি‘আমাতকে কুফরী দ্বারা পরিবর্তন করেছে, আর নিজেদের কাওমকে ধ্বংসের ঘরে পৌঁছে দিয়েছে, যা হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে তারা প্রবেশ করবে এবং ওটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। (সূরা ইবরাহীম, ১৪ : ২৮-২৯)

তাদের দুষ্টামি ও হঠকারিতার শাস্তি স্বরূপ তাদের নি‘আমাত দু’টি দুঃখ-বেদনায় পরিবর্তিত হয়। **فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ** নিরাপত্তা ভয়ে এবং প্রশান্তি ক্ষুধা ও চিন্তায় রূপান্তরিত হয়। তারা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বীকার করেনি এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণে উঠে পড়ে লেগে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাত বছরের দীর্ঘ মেয়াদী দুর্ভিক্ষের জন্য বদ দু‘আ করেন, যেমন ইউসুফের (আঃ) যুগে দেখা দিয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষের এক বছর তারা উটের যবাহকৃত রক্তমিশ্রিত লোম পর্যন্ত খেয়েছিল। নিরাপত্তার পর এলো ভয় ও ত্রাস। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরাতের পর সব সময় তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সেনাবাহিনীর ভয়ে ভীত থাকত। তারা দিনের পর দিন তাঁর উন্নতি এবং তাঁর সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির খবর রাখত। অবশেষে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের শহর মাক্কার উপর আক্রমণ চালান এবং ওটা জয় করে ওর উপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। এই ছিল তাদের দুষ্কার্যের ফল যে, তারা যুল্ম ও বাড়াবাড়ির উপর লেগেই ছিল এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতেই ছিল। অথচ তাঁকে আল্লাহ সুবহানাহু তাদের মধ্য থেকেই পছন্দ করে প্রেরণ করেছিলেন। এই অনুগ্রহের কথা তিনি নিম্নের আয়াতে বর্ণনা করেছেন :

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ

নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, তিনি তাদের নিজেদেরই মধ্য হতে রাসূল প্রেরণ করেছেন। (সূরা আলে ইমরান, ৩ : ১৬৪) অন্য আয়াতে রয়েছে :

فَاتَّقُوا اللَّهَ يَأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ ءَامَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا. رَسُولًا

হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, যারা ঈমান এনেছ! নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন উপদেশ। প্রেরণ করেছেন এক রাসূল। (সূরা তালাক, ৬৫ : ১০-১১) আল্লাহ তা‘আলার আরও উক্তি :

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَايَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.
فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ

আমি তোমাদের মধ্য হতে এরূপ রাসূল প্রেরণ করেছি যে তোমাদের নিকট আমার নিদর্শনাবলী পাঠ করে এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে, তোমাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা অবগত ছিলেনা তা শিক্ষা দান করে। অতএব তোমরা আমাকেই স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং তোমরা আমারই নিকট কৃতজ্ঞ হও এবং অবিশ্বাসী হয়োনা। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৫১-১৫২)

যেমন কুফরীর কারণে কাফিরদের নিরাপত্তার পরে ভয় এলো এবং স্বচ্ছলতার পরে এলো ক্ষুধার তাড়না, অনুরূপভাবে ঈমানের কারণে মুসলিমদের ভয়ের পর এলো শান্তি ও নিরাপত্তা এবং ক্ষুধার পরে এলো হুকুমাত ও নেতৃত্ব। আল আউফী (রহঃ) বলেন যে, ইবন্ আব্বাসের (রাঃ) ইহাই অভিমত। এ ছাড়া মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), আবদুর রাহমান ইব্ন যায়িদ ইব্ন আসলাম (রহঃ) এবং যুহরীও (রহঃ) অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং আল্লাহ কতই না মহান!

১১৪। আল্লাহ তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তন্মধ্যে যা বৈধ ও পবিত্র তা তোমরা আহার কর এবং তোমরা যদি শুধু আল্লাহরই ইবাদাত কর তাহলে তাঁর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

۱۱۴. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

১১৫। তিনি (আল্লাহ) শুধুমাত্র মৃত, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যা যবাহকালে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের নাম নেয়া হয়েছে তাই

۱۱۵. إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِزْيِرِ وَمَا

<p>তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন, কিন্তু কেহ অনন্যোপায় কিংবা সীমালংঘনকারী না হয়ে অনন্যোপায়ী হলে আল্লাহতো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।</p>	<p>أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ</p>
<p>১১৬। তোমাদের জিহ্বা থেকে সাধারণতঃ যে সব মিথ্যা কথা বের হয়ে আসে সেরূপ তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বলনা - এটা হালাল এবং ওটা হারাম। যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করবে তারা সফলকাম হবেনা।</p>	<p>১১৬. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ ۖ وَهَذَا حَرَامٌ ۚ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ</p>
<p>১১৭। তাদের সুখ সম্ভোগ সামান্য এবং তাদের জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।</p>	<p>১১৭. مَتَّعَ قَلِيلٌ ۖ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ</p>

হালাল খাদ্য খাওয়া, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং হারাম খাদ্যের বর্ণনা

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাঁর দেয়া হালাল ও পবিত্র রিয়ক আহার করে এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। কেননা সমস্ত নি‘আমাতদাতা একমাত্র তিনিই। এ কারণে ইবাদাতের যোগ্যও একমাত্র তিনিই। তাঁর কোন অংশীদার নেই।

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা হারাম জিনিসগুলির বর্ণনা দিচ্ছেন। ঐ সব জিনিসে তাদের দীনেরও ক্ষতি এবং দুনিয়ারও ক্ষতি। ওগুলো হচ্ছে নিজে নিজেই মৃত জন্তু,

যবাহ করার সময় প্রবাহিত রক্ত, শূকরের মাংস এবং যে সব জন্তুকে আল্লাহ ছাড়া অন্যদের নামে যবাহ করা হয়। কিন্তু অনন্যোপায় হয়ে ওগুলি থেকে যদি কেহ কিছু খায় তাহলে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে থাকেন। সূরা বাকারায় এ ধরনের আয়াত পূর্বে বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে ওর পূর্ণ তাফসীরও বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তির কোন প্রয়োজন নেই। অতঃপর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

এরপর মহান আল্লাহ মু'মিনদেরকে কাফিরদের রীতি-নীতি হতে বিরত রাখছেন। তিনি বলেন : 'তারা যেমন নিজেদের বিবেক ও খায়েশ অনুযায়ী হালাল ও হারাম বানিয়ে নিয়েছে, তোমরা তদ্রূপ করনা। তারা পরস্পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, অমুক নামের জন্তু খুবই সম্মান ও মর্যাদার পাত্র। যেমন 'বাহীরাহ', 'সাইবাহ', 'ওয়াসীলাহ', 'হাম' ইত্যাদি।' তাই মহান আল্লাহ বলেন :

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ

আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপ করে তোমরা কোন কিছুকে হালাল ও হারাম বানিওনা। এর মধ্যে এটাও নিষেধ থাকল যে, কেহ যেন নিজের পক্ষ হতে কোন বিদ'আত চালু না করে যার কোন শারয়ী দলীল নেই। কিংবা আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল এবং যা হালাল করেছেন তা হারাম করে না নেয়। কেহ যেন নিজের মতানুসারে কোন হুকুম আবিষ্কার না করে।

এর মধ্যে 'مَا' টি 'مَصْدَرِيَّة' রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা তোমাদের জিহ্বার মিথ্যা বর্ণনার দ্বারা হালালকে হারাম করে নিওনা। إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ এ ধরনের লোক দুনিয়ার সফলতা এবং আখিরাতের পরিত্রাণ থেকে বঞ্চিত থাকে। দুনিয়ায় যদিও কিছুটা সুখভোগ করে, কিন্তু মৃত্যুর সাথে সাথেই তাদের প্রতি ভয়াবহ শাস্তি শুরু হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ

আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ ভোগ করতে দিব স্বল্পকালের জন্য। অতঃপর তাদেরকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করব। (সূরা লুকমান, ৩১ : ২৪) আর এক আয়াতে রয়েছে :

قُلْ إِنِّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. مَتَّعَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ

নিশ্চয়ই যারা মিথ্যা আরোপ করে তারা সফলকাম হবেনা। দুনিয়ায় তারা সামান্য সুখভোগ করবে। আমারই নিকট তাদের প্রত্যাবর্তন স্থল; অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের কুফরীর কারণে কঠিন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাব। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৬৯-৭০)

<p>১১৮। ইয়াহুদীদের জন্য আমি শুধু তা'ই নির্ধারণ করেছিলাম যা তোমার নিকট আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি এবং আমি তাদের উপর কোন যুল্ম করিনি, কিন্তু তারাই যুল্ম করত তাদের নিজেদের প্রতি।</p>	<p>১১৮. وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ</p>
<p>১১৯। যারা অজ্ঞতা বশতঃ মন্দ কাজ করে তারা পরে তাওবাহ করলে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করলে তাদের জন্য তোমার রাব্ব অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।</p>	<p>১১৯. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ</p>

ইয়াহুদীদের জন্য কিছু হালাল খাদ্যও হারাম করা হয়েছিল

উপরের আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেন যে, এই উম্মাতের উপর মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং আল্লাহর নাম ছাড়া অন্যান্যদের নামে উৎসর্গীকৃত

বস্তু হারাম। তারপর যার জন্য এগুলো খাওয়ার অনুমতি রয়েছে তা প্রকাশ্যভাবে বর্ণনা করার পর এই উম্মাতের উপর যে শারীয়াতের কাজ হালাল ও সহজ করা হয়েছে উহার বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা তাঁর বান্দাদের জীবনকে কঠিন করতে চাননা, তিনি চান তাদের সহজ জীবন। ইয়াহুদীদের উপর তাদের শারীয়াতে যা হারাম ছিল এবং যে সংকীর্ণতা এবং অসুবিধা তাদের উপর ছিল এখানে তারও বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি বলেন : ‘তাদের উপর হারামকৃত জিনিসের বর্ণনা ইতোপূর্বেই তোমার কাছে দিয়েছি।’ অর্থাৎ সূরা আন‘আমে রয়েছে :

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ
حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُرُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا
اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَٰلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ

ইয়াহুদীদের প্রতি আমি সর্ব প্রকার অবিভক্ত নখ বিশিষ্ট জীব হারাম করেছিলাম। আর গরু ও ভেড়া হতে উৎপন্ন উভয়ের চর্বি তাদের জন্য আমি হারাম করেছিলাম, কিন্তু পৃষ্ঠদেশের চর্বি, নাড়ি ভুড়ির চর্বি ও হাড়ের সাথে মিশ্রিত চর্বি এই হারামের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। তাদের বিদ্রোহমূলক আচরণের জন্য আমি তাদেরকে এই শাস্তি দিয়েছিলাম, আর আমি নিঃসন্দেহে সত্যবাদী। (সূরা আন‘আম, ৬ : ১৪৬) এখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
আমি তাদের উপর কোন যুল্ম করিনি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুল্ম করেছিল।

فَيُظْلَمُ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ
عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

আমি ইয়াহুদীদের অবাধ্যতা হেতু তাদের জন্য যে সমস্ত বস্তু বৈধ ছিল তা তাদের প্রতি অবৈধ করেছি; এবং যেহেতু তারা অনেককে আল্লাহর পথ হতে প্রতিরোধ করত। (সূরা নিসা, ৪ : ১৬০)

এরপর মহান আল্লাহ তাঁর ঐ দয়া ও করুণার বর্ণনা দিচ্ছেন যা তিনি তাঁর বান্দাদের উপর করে থাকেন, যাদের আমলের মধ্যে পাপও রয়েছে। এক দিকে তারা ‘তাওবাহ’ করে, আর অপর দিকে তিনি তাদের জন্য রাহমাতের দ্বার উন্মুক্ত

করে দেন। ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ করে দেন। যারা অজ্ঞতা বশতঃ খারাপ কাজ করে তারা পরে তাওবাহ করলে এবং নিজেদেরকে সংশোধন করলে তাদের জন্য তোমার রাকব অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

পূর্ববর্তী কোন কোন বিজ্ঞজনের উক্তি এই যে, যে আল্লাহর অবাধ্য হয় সে মূর্খই হয়ে থাকে। ‘তাওবাহ’ বলা হয় পাপ কাজ হতে সরে আসাকে। আর ইসলাহ বলে তাঁর আনুগত্যের দিকে এগিয়ে যাওয়াকে। যে এরূপ করে, তার পাপ ও পদস্খলনের পরেও আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন এবং তার উপর দয়া করেন।

১২০। নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এক উম্মাত আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ এবং সে ছিলনা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত।

১২০. إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

১২১। সে ছিল আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞ; আল্লাহ তাকে মনোনীত করেছিলেন এবং তাকে পরিচালিত করেছিলেন সরল পথে।

১২১. شَاكِرًا لِأَنْعَمِهِ أَجْتَبَنَاهُ وَهَدَيْنَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

১২২। আমি তাকে দুনিয়ায় দিয়েছিলাম মঙ্গল এবং আখিরাতেও নিশ্চয়ই সে সৎকর্মপরায়ণদের অন্যতম।

১২২. وَءَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ

১২৩। এখন আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করলাম, তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর; এবং

১২৩. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ

সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত
ছিলনা।

الْمُشْرِكِينَ

আল্লাহর বন্ধু ইবরাহীম (আঃ)

আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা, রাসূল, তাঁর বন্ধু, নাবীদের পিতা এবং অতি মর্যাদা সম্পন্ন রাসূল ইবরাহীমের (আঃ) প্রশংসা করছেন এবং মুশরিক, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের থেকে তাঁকে পৃথক করছেন। **إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا**

নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিল এক উম্মাত আল্লাহর অনুগত, একনিষ্ঠ। **أُمَّة** এর অর্থ হল ইমাম, যার অনুসরণ করা হয়। **قَانِتًا** বলা হয় আল্লাহর অনুগত ও বাধ্যকে।

حَنِيفًا এর অর্থ হচ্ছে শির্ক থেকে সরে গিয়ে তাওহীদের দিকে আগমনকারী। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তিনি ছিলেন মুশরিকদের থেকে বিমুখ।

ইবন মাসউদকে (রাঃ) **أُمَّة قَانِتًا** এর অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : 'মানুষকে ভাল শিক্ষাদানকারী এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত্য স্বীকারকারী। ইবন উমার (রাঃ) বলেন যে, **أُمَّة** এর অর্থ হল লোকদের দীনের শিক্ষক।

মুজাহিদ (রহঃ) **أُمَّة** এর অর্থে বলেন যে, ইবরাহীম (আঃ) একাকীই ছিলেন তার যামানার উম্মাত এবং আল্লাহর হুকুমের অনুগত ছিলেন। তাঁর যুগে তিনি একাই একাত্মবাদী ছিলেন, বাকী সব লোকই ছিল সেই সময় কাফির। তিনি আল্লাহর নি'আমাতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন এবং তাঁর সমস্ত হুকুম মেনে চলতেন। যেমন মহান আল্লাহ স্বয়ং বলেন :

وإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى

এবং ইবরাহীমের কিতাবে যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব। (সূরা নাজম, ৫৩ : ৩৭) অর্থাৎ আল্লাহর সমস্ত হুকুম পালন করেছে। যেমন তিনি বলেন :

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ

আমি এর পূর্বে ইবরাহীমকে সৎ পথের জ্ঞান দিয়েছিলাম এবং আমি তার সম্বন্ধে ছিলাম সম্যক অবগত। (সূরা আশিয়া, ২১ : ৫১) মহান আল্লাহ বলেন :

وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ আমি তাকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেছিলাম। সে শুধু এক ও অংশীবিহীন আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্য করত এবং তাঁর পছন্দনীয় শারীয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

وَأَتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ আমি তাকে দীন ও দুনিয়ার মঙ্গল দান করেছিলাম। পবিত্র জীবনের সমস্ত প্রয়োজনীয় উত্তম গুণ তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। আখিরাতেও নিশ্চয়ই সে সৎ কর্মশীলদের অন্যতম।

তাঁর পবিত্র যিকর দুনিয়ায়ও জারী রয়েছে এবং আখিরাতেও তিনি বিরাট মর্যাদার অধিকারী হবেন। তাঁর চরমোৎকর্ষতা, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব, তাঁর তাওহীদের প্রতি ভালবাসা এবং তাঁর ন্যায় পথে প্রতিষ্ঠিত থাকার প্রতি এভাবে আলোকপাত করা হয়েছে যে, মহামহিমাম্বিত আল্লাহ স্বীয় শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন : ‘হে আখিরী নাবী! তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের অনুসরণ কর এবং জেনে রেখ যে, সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা।’ সূরা আন‘আমে ইরশাদ হয়েছে :

قُلْ إِنِّي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

তুমি বল : নিঃসন্দেহে আমার রাব্ব আমাকে সঠিক ও নির্ভুল পথে পরিচালিত করেছেন, ওটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন এবং ইবরাহীমের অবলম্বিত আদর্শ যা সে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সাথে গ্রহণ করেছিল। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। (সূরা আন‘আম, ৬ : ১৬১) অতঃপর ইয়াহুদীদের উক্তির প্রতিবাদে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

১২৪। শনিবার পালনতো শুধু তাদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল যারা এ সম্বন্ধে মতভেদ করত। যে বিষয়ে তারা মতভেদ করত তোমার রাব্ব অবশ্যই কিয়ামাত দিবসে সেই বিষয়ে তাদের মীমাংসা করে দিবেন।

۱۲۴. إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

শনিবারের ব্যাপারে ইয়াহুদীদের প্রতি নাসীহাত

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রত্যেক উম্মাতের জন্য আল্লাহ তা'আলা এমন একটা দিন নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে দিন তারা একত্রিত হয়ে তাঁর ইবাদাত করবে খুশীর পর্ব হিসাবে। এই উম্মাতের জন্য ঐ দিন হচ্ছে শুক্রবার। কেননা ওটি হচ্ছে ষষ্ঠ দিন, যে দিন আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকাজ পূর্ণতায় পৌঁছে দেন এবং সমস্ত মাখলূকের সৃষ্টি সমাপ্ত হয়। আর তিনি তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত নি'আমাত দান করেন।

বর্ণিত আছে যে, মূসার (আঃ) মাধ্যমে বানী ইসরাঈলের জন্য এই দিনটিকেই নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু তারা এই দিন থেকে সরে গিয়ে শনিবারকে গ্রহণ করে। তারা শনিবারকে এই হিসাবে গ্রহণ করে যে, শুক্রবার সৃষ্টিকাজ সমাপ্ত হয়েছে। শনিবার আল্লাহ তা'আলা কোন কিছু সৃষ্টি করেননি। সুতরাং তাওরাতে তাদের জন্য ঐ দিনকেই অর্থাৎ শনিবারকেই নির্ধারণ করা হয়। আর তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়, তারা যেন দৃঢ়তার সাথে ঐ দিনকে ধারণ করে। তবে এ কথা অবশ্যই বলে দেয়া হয়েছিল যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখনই আসবেন তখনই সবাইকে ছেড়ে দিয়ে শুধু তাঁরই অনুসরণ করতে হবে। ঐ কথার উপর তাদের কাছ থেকে ওয়াদাও নেয়া হয়। সুতরাং শনিবার দিনটি তারা নিজেরাই বেছে নিয়েছিল এবং শুক্রবারকে ছেড়ে দিয়েছিল।

ঈসার (আঃ) যুগ পর্যন্ত তারা এর উপরই থাকে। বলা হয়েছে যে, পরে ঈসা (আঃ) তাদেরকে রবিবারের দিকে আহ্বান করেছিলেন। একটি উক্তি এও রয়েছে যে, ঈসা (আঃ) কয়েকটি মানসূখ হুকুম ছাড়া তাওরাতের শারীয়াতকে পরিত্যাগ করেননি এবং শনিবারের হিফাযাত তিনি বরাবরই করে এসেছিলেন। তাঁকে উঠিয়ে নেয়ার পর কনষ্টানটাইন বাদশাহর যুগে শুধু ইয়াহুদীদের হঠকারিতার কারণে ঐ বাদশাহ যেরুজালেমের পরিবর্তে পূর্ব দিককে তাদের কিবলা নির্ধারণ করে এবং শনিবারের পরিবর্তে রবিবারকে নির্ধারণ করে নেয়।

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : 'আমরা (দুনিয়ায়) সর্বশেষ আগমনকারী, আর কিয়ামাতের দিন আমরা সবার আগে থাকব, যদিও তাদেরকে আল্লাহর কিতাব আমাদের পূর্বে দেয়া হয়েছিল। এই দিনটিকেও আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর ফারয করেছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা মতানৈক্য করেছে। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ আমাদেরকে ওর প্রতি হিদায়াত করেছেন। সুতরাং এসব লোক আমাদের পরে

পালন করতে রয়েছে। ইয়াহুদীরা একদিন পরে এবং খৃষ্টানরা দু'দিন পরে। (ফাতহুল বারী ১১/৫২৬, মুসলিম ২/৫৮৬)

আবু হুরাইরাহ (রাঃ) এবং হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ‘আমাদের পূর্ববর্তী উম্মাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জুমুআর (শুক্রবার) দিন হতে বঞ্চিত করেছেন। ইয়াহুদীদের জন্য হল শনিবার এবং খৃষ্টানদের জন্য হল রবিবার, আর আমাদের জন্য হল শুক্রবার। সুতরাং এখন হল শুক্রবার, শনিবার এবং রোববার। সুতরাং দিনের দিক দিয়ে যেমন তারা আমাদের পরে রয়েছে, কিয়ামাতের দিনও তারা আমাদের পিছনেই থাকবে। দুনিয়ার হিসাবে আমরা পিছনে, আর কিয়ামাতের হিসাবে আগে। সমস্ত মাখলূকের মধ্যে সর্বপ্রথম ফাইসালা হবে আমাদের। (মুসলিম ২/৫৮৬)

১২৫। তুমি মানুষকে তোমার রবের পথে আহ্বান কর হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সুন্দরভাবে। তোমার রাব্ব ভাল করেই জানেন কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী এবং কে সৎ পথে আছে।

۱۲۵. اَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ
بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ
عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ

মানুষকে হিকমাত এবং উত্তম পন্থায় দা'ওয়াত দেয়ার আদেশ

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু তা'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন আল্লাহর মাখলূককে হিকমাতের সাথে তাঁর পথের দিকে আহ্বান করেন। ইমাম ইব্ন জারীরের (রহঃ) উক্তি অনুযায়ী ‘হিকমাত’ দ্বারা কালামুল্লাহ ও হাদীসে রাসূল বুঝানো উদ্দেশ্য। আর সদুপদেশ দ্বারা ঐ উপদেশকে বুঝানো হয়েছে যার মধ্যে ভয় ও ধমকও থাকে, যাতে মানুষ উপদেশ গ্রহণ করে এবং আল্লাহর শাস্তি হতে বাঁচার উপায় অবলম্বন করে। তবে হ্যাঁ,

এটার প্রতিও খেয়াল রাখা দরকার যে, যদি কারও সাথে তর্ক ও বচসা করার প্রয়োজন হয় তাহলে যেন নরম ও উত্তম ভাষায় তা করা হয়। যেমন কুরআনুল কারীমে রয়েছে :

وَلَا تَجْدِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত কিতাবীদের সাথে বিতর্ক করবেনা, তবে তাদের সাথে করতে পার যারা তাদের মধ্যে সীমা লংঘনকারী। (সূরা আনকাবূত, ২৯ : ৪৬) অনুরূপভাবে আল্লাহ সুবহানাহু তাঁকে শান্তভাবে ধীরে-সুস্থে কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন মুসাকেও (আঃ) নরম ব্যবহারের হুকুম দেয়া হয়েছিল। দুই ভাইকে ফির'আউনের নিকট পাঠানোর সময় বলে দেন :

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

তোমরা তাকে নরম কথা বলবে, হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে। (সূরা তা-হা, ২০ : ৪৪) মহান আল্লাহ বলেন :

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ তোমার রাব্ব, তাঁর পথ ছেড়ে কে বিপদগামী হয় সেই সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত এবং কে সৎপথে আছে সেটাও তিনি সম্যক অবগত। কে হতভাগা এবং কে ভাগ্যবান এটাও তাঁর অজানা নয়। সমস্ত আমলের পরিণাম সম্পর্কেও তিনি পূর্ণভাবে অবহিত। হে নাবী! তুমি আল্লাহর পথে দা'ওয়াত দিতে থাক। কিন্তু যারা মানেনা তাদের পিছনে পড়ে তুমি নিজেকে ধ্বংস করনা। তুমি হিদায়াতের যিম্মাদার নও। তুমি শুধু তাদেরকে সতর্ককারী। তোমার দায়িত্ব শুধু আমার আদেশ তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া। হিসাব নেয়ার দায়িত্ব আমার।

إِنَّكَ لَا يَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ

তুমি যাকে ভালবাস, ইচ্ছা করলেই তাকে সৎ পথে আনতে পারবেনা। (সূরা কাসাস, ২৮ : ৫৬)

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

তাদেরকে সুপথে আনার দায়িত্ব তোমার নয়, বরং যাকে ইচ্ছা আল্লাহ তাকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। (সূরা বাকারাহ, ২ : ২৭২)

<p>১২৬। যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর তাহলে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে; তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য ওটাই উত্তম।</p>	<p>১২৬. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ ۖ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ</p>
<p>১২৭। তুমি ধৈর্য ধারণ কর; তোমার ধৈর্য হবে আল্লাহরই সাহায্যে; তাদের জন্য দুঃখ করনা এবং তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুন্ন হয়োনা।</p>	<p>১২৭. وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ</p>
<p>১২৮। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরই সঙ্গে আছেন যারা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং যারা সৎ কর্মপরায়ণ।</p>	<p>১২৮. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ</p>

শান্তি দানের ব্যাপারে সমতা রক্ষার আদেশ

প্রতিশোধ গ্রহণ ও হক আদায় করার ব্যাপারে সমতা ও ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। ইমাম ইব্ন সীরীন (রহঃ) **فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ** (রহঃ) আল্লাহ তা‘আলার এই উক্তির ভাবার্থ বর্ণনায় বলেন : ‘যদি কেহ তোমার নিকট থেকে কোন জিনিস নিয়ে নেয় তাহলে তুমিও তার নিকট থেকে ঐ সমপরিমান জিনিস নিয়ে নাও’। (আবদুর রায্যাক ২/৩৬১) মুজাহিদ (রহঃ), ইবরাহীম (রহঃ), হাসান বাসরী (রহঃ) এবং আরও অনেকে অনুরূপ বলেছেন। (তাবারী ১৭/৫২৪, ৫২৫) ইব্ন যায়িদ (রহঃ) বলেন যে, পূর্বে মুশরিকদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার নির্দেশ ছিল। তারপর যখন কতকগুলি প্রভাবশালী লোক মুসলিম হলেন

তখন তারা বললেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! যদি আল্লাহ তা‘আলা অনুমতি দিতেন তাহলে অবশ্যই আমরা এই কুকুরদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতাম।’ তখন আল্লাহ তা‘আলা এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। পরে এটাও জিহাদের হুকুম দ্বারা রহিত হয়ে যায়। (তাবারী ১৭/৫২৪)

এই আয়াতেও সমান সমান বদলা নেয়ার বৈধতার বর্ণনার পর বলেন : ‘যদি ধৈর্য ধারণ কর তাহলে ধৈর্যশীলদের জন্য ওটাই উত্তম। এরপর ধৈর্যের প্রতি আরও বেশী গুরুত্ব আরোপ করে বলেন :

وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ধৈর্য ধারণ করা সবার কাজ নয়। এটা একমাত্র তাঁরই কাজ যার উপর আল্লাহর সাহায্য থাকে এবং যাকে তাঁর পক্ষ থেকে তাওফীক দান করা হয়। অতঃপর বলেন :

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ হে নাবী! যারা তোমার বিরুদ্ধাচরণ করছে তাদের এ কাজের জন্য তুমি দুঃখ করনা। তাদের ভাগ্যে বিরুদ্ধাচরণই লিখে দেয়া হয়েছে। আর তাদের ষড়যন্ত্রে তুমি মনঃক্ষুন্ন হয়োনা। আল্লাহ তা‘আলাই তোমার জন্য যথেষ্ট। তিনিই তোমার সাহায্যকারী। তিনিই তোমাকে সবার উপর জয়যুক্ত করবেন। তিনিই তোমাকে তাদের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত হতে রক্ষা করবেন। তাদের শত্রুতা এবং খারাপ ইচ্ছা তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা।

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ আল্লাহ তা‘আলার সাহায্য, তাঁর হিদায়াতের পৃষ্ঠপোষকতা এবং তাঁর তাওফীক তাদের সাথেই রয়েছে যাদের অন্তরে রয়েছে আল্লাহর ভয় এবং ইহসানের জওহার দ্বারা আমল পরিপূর্ণ রয়েছে। যেমন জিহাদের সময় আল্লাহ তা‘আলা মালাইকা/ফেরেশতাগণের নিকট অহী করেছিলেন :

إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا

স্মরণ কর, যখন তোমার রাব্ব মালাক/ফেরেশতার নিকট প্রত্যাদেশ করলেন : আমি তোমাদের সাথে আছি। সুতরাং তোমরা ঈমানদারদের সুপ্রতিষ্ঠিত ও অবিচল রাখ। (সূরা আনফাল, ৮ : ১২) অনুরূপভাবে তিনি মুসা (আঃ) ও হারুনকে (আঃ) বলেছিলেন :

لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ

তোমরা ভয় করনা, আমি তো তোমাদের সংগে আছি, আমি শুনি ও দেখি। (সূরা তা-হা, ২০ঃ ৪৬) সাওর পর্বতের গুহায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বাকরকে (রাঃ) বলেছিলেন : ‘আপনি চিন্তা করবেননা, আল্লাহ আমাদের সাথে রয়েছেন।’ (ফাতহুল বারী ৭/১১) সুতরাং এই সঙ্গ ছিল বিশিষ্ট সঙ্গ। আর এই সঙ্গ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য সাথে থাকা। সাধারণ ‘সাথে থাকার’ বর্ণনা রয়েছে নিম্নের আয়াতে :

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

তোমরা যেখানেই থাক না কেন তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ তা দেখেন। (সূরা হাদীদ, ৫৭ : ৪) অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

তুমি কি অনুধাবন করনা, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয়না যাতে চতুর্থ হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেননা; এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয়না যাতে ষষ্ঠ হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেননা; তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশি হোক, তারা যেখানেই থাকুকনা কেন তিনি তাদের সাথে আছেন। তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামাত দিবসে তা জানিয়ে দিবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত। (সূরা মুজাদালাহ, ৫৮ : ৭) যেমন মহান আল্লাহ অন্য এক জায়গায় বলেন :

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا

আর তুমি যে অবস্থায়ই থাক না কেন, আর যে কোন অংশ হতে কুরআন পাঠ কর এবং তোমরা (অন্যান্য লোক) যে কাজই কর, আমার কাছে সব কিছুই

থবর থাকে। (সূরা ইউনুস, ১০ : ৬১) সুতরাং এসব আয়াতে সাথ বা সঙ্গ দ্বারা বুঝানো হয়েছে শোনা এবং দেখাকে।

‘তাকওয়া’ এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নিষেধাজ্ঞার কারণে হারাম ও পাপের কাজগুলোকে পরিত্যাগ করা। আর ইহসানের অর্থ হল মহান রাব্ব আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদাতের কাজে নিয়োজিত থাকা। যে লোকদের মধ্যে এই দু’টি গুণ বিদ্যমান থাকে তারা আল্লাহ তা‘আলার রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার মধ্যে থাকে। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ এ সব লোকের পৃষ্ঠপোষকতা ও সাহায্য করেন। তাদের বিরুদ্ধাচরণকারীরা ও শত্রুরা তাদের কোনই ক্ষতি করতে পারেনা, বরং আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে সফলকাম করে থাকেন।

চতুর্দশ পারা এবং সূরা নাহল -এর তাফসীর সমাপ্ত।